সংগীতমনোরঞ্জন।

জেলা বর্দ্ধমান রায়না মাহেশবাটী গ্রামস্থ ইদানী জেলা হাওড়া

দরিবারবাকপুর নিবাসি

শ্রীযদুনাথ ঘোষ দাস কর্ত্তৃক বিরচিত।

জেলা ২৪ পরগণা টাকি নিবাসি শ্রীযুত বাবু রায় প্রিয়নাথ চৌধুরী

ও জেলা নসিরাবাদ গোলোকপুরবাসি শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র

চৌধুরী জমীদার মহাশয়দিগের অনুমতি

ও আনুকূল্যে

যোড়াসাঁকো নিবাসি শ্রীযুত বাবু রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের দ্বারা সংশোধন হইয়া

কলিকাতা

শ্রীমধুসূদন শীলের চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

আহীরীটোলা নং ৯ বাটী।

১২৬৮।

মূল্য ২ দুই টাকা মাত্র।

সূচীপত্র।

অশুদ্ধ শোধন।

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৬	অদন্ত	তদন্ত
২	১৫	জগতে	জগৎ
১০	১	এমন	ভ্রমণ
১১	৬	ভক্ত	ভুক্ত
১২	২২	নিখাবাদ	নিখাদ
১৪	৫	ভাবান্তরে	ভাষান্তরে
ঐ	২১	শালগা	শালগ
ঐ	২২	এক	এবং
১৮	১৯	সম্বুরই	সুঘরই
১৯	১৪	দেশে	দেশ
২১	৪	রহিত	রহিয়াছে
২২	১৪	করি যায়	করা যায়
ঐ	২০	এক	এবং
২৩	৩	সে কর্ম্ম	যে কর্ম্ম
২৪	১৩	জগৎ অনিত্ত্য	জগৎ হল অনিত্ত্য
৩০	২	শর্ব্বরী	অহনি
৩৯	১৭	সকল মানে	মানে
৫০	১৬	জানি শেষে	জানি যে শেষে
ঐ	ঐ	যে মনেতে	মনেতে
৫২	৯	রহিতে	বহিতে
৫৮	৫	বাঁধিকবুক	বাঁধিব বুকে
৭০	১৪	বিষে	বিষ
৯২	১০	তোমার	তোমায়
৯৫	১৪	মজায়া	মায়া
ঐ	১৮	কর	করে
৯৬	৭	মহামোহে	মহামোহ
১০৫	১৪	আছ	আছে
১০৬	৫	সরলেতে	সরলেতে
১০৭	৮	আনিতে	আনিবে
১১৪	৪	লোকে	শোকে
১১৬	১৩	বলবাসে	বনবাসে
১২২	১৯	তেমি করে	তেমি কনে
১৩০	৪	পুরুর	পুকর
১৩৪	৬	প্রয়ম সাগরে	প্রণয়সাগরে
১৩৫	৫	কলিল	কলিল

অনুষ্ঠানপত্র।

জগৎপতি কি কৌশলে এই আশ্চর্য্য জগতের সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার অন্ত কে জানিতে পারে। অভ্রান্ত বেদান্তাদি দর্শন সমূহ আত্মন্ত চিন্তা করিয়া নিদর্শন না পাইয়া নিতান্ত ভ্রান্ত হইয়া অনন্ত শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক তদন্ত জ্ঞাপনে ক্ষান্ত হইয়াছেন। সেই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের একখণ্ড ভূলোকের কিয়দংশ যাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহাতে কত প্রকার জীব জন্তু জন্মজরা মৃত্যুর সহিত অহরহ ক্রীড়া করিতেছে, তন্মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জীবের দেহে যে সকল শক্তি ও রসের সৃষ্টি হইয়াছে শৃঙ্গাররস জীবের উৎপত্তির কারণ বলিয়া আদিরস নামে বিখ্যাত আছে, সেই আদিরসঘটিত সংস্কৃত পুস্তকের ভাবে সাধুভাষায় এবং চলিত ভাষায় এতদ্দেশীয় কবিগণ নানা বিধ ছন্দ ও প্রণালীতে বহুতর গান প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বজন মনোরঞ্জন পূর্ব্বক স্বীয়২ গুণ ও কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এইক্ষণে আমি দুরাশাগ্রস্ত তত্ত্বরস, ভক্তিরস, আদিরস ইত্যাদি নানা রসভাষিত কয়েকটী গান প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিতেছি, ভরসা এই যে গুণ গ্রাহক গ্রাহকগণ নিজ২ অগণনীয় গুণে নির্গুণকৃত গান কয়েকটী সংশোধন করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক পরিশ্রমের সফল করিবেন।

যথা। সূর্পবৎ দোষমুৎসৃজ্য গুণং গৃহ্লাতি সাধবঃ।
দোষগ্রাহি গুণস্ত্যাগী অসাধুস্তিতৃষু র্যথা॥

সূর্প অর্থাৎ কুলা যন্ত্রদ্বারা শস্য উৎপাদন করিতে যেমন অসার ভাগ ত্যাগ করিয়া সারভাগ গ্রহণ করে সেইরূপ সাধু ব্যক্তি মনুষ্যদিগের দোষভাগ ত্যাগ পূর্ব্বক গুণভাগ গ্রহণ করিয়া

থাকেন। তিত্তূষ্ অর্থাৎ চালনিযন্ত্র সরসপাদি শস্য সকল চালন করিলে সারভাগ নিম্নে নিক্ষেপ করিয়া অসারভাগ ধারণ করে, তেমনি অসাধু লোক জীবের গুণসমূহ ত্যাগ করিয়া দোষঅংশ গ্রহণ করেন।

এই পুস্তকের অনুষ্ঠানপত্র প্রচার হইয়া যে মূল্য নির্দ্দিষ্টে বহুজনে স্বাক্ষর করেন সেই অনুষ্ঠানপত্রের লিখিত বিষয় হৈতে কতিপয় মহল্লোকের অনুমতিক্রমে সংগীতশাস্ত্রের সঙ্ক্ষেপ বিবরণ এবং সুর নরদিগের কিয়দংশ পর্ব্বাদির গান অতিরিক্ত লেখা হইয়াছে, অথচ মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই, ইহাতে বিচক্ষণ গ্রাহকগণ সন্তোষ হইতে পারেন। এই কারণ অতিরিক্ত নিবেদন করিলাম আত্যন্ত সমুদয় গানের চারিতোক পূর্ণ অর্থাৎ চারি কলি পূর্ণ আছে বরঞ্চ কোন২ গানের অধিক অন্তরা লেখা হইল।

এ স্থলে অবৈধ লোভিদ্দিগকে সতর্ক করিতেছি আমার কৃত এই পুস্তক এবং যে কোন পুস্তক যখন প্রকাশ করিতেছি এবং করিব, আমার বিনাদেশে সেই সকল পুস্তক কেহ মুদ্রিত না করেন, রেজেষ্টরি করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ হইল।

ভাবগ্রাহী গ্রাহকগণের সমীপে কৃতাঞ্জলি পুর্ব্বক নিবেদন এই পুস্তক ছাপারম্ভ হওনাবধি পীড়িত থাকায় অশুদ্ধ শোধনের ত্রুটি হইয়াছে সে কারণ প্রথমেই অশুদ্ধ শোধন লেখা হইল, প্রার্থনা ভুল কয়েকটী অগ্রে শোধন করিয়া পশ্চাৎ পাঠ করিলে দয়া প্রকাশ হইবেক একে অযোগ্য পুস্তক তাহাতে অশুদ্ধ দৃষ্টি করিলে জানিব তিনি অধীনের প্রতি দয়া শূন্য হইলেন বিশেষতঃ ভ্রমশোধনের একখানি পত্র প্রধান২ যোগ্যপুস্তকেও থাকে।

শ্রীযদুনাথ ঘোষ।

সাং দরিবারবাকপুর।

সংগীতমনোরঞ্জন।

প্রথমাধ্যায়।

পরব্রহ্ম বিষয়ক পদ্য।

অষ্টপদী।

যে জন ব্রহ্মাণ্ডভূপ, কেহ বলে সে অরূপ, কেহ কয় বিশ্ব-রূপ, কেহ বলে রসকূপ, কেহ বলে অপরূপ, কেহ বা বলে স্বরূপ, কেহ বলে অণুরূপ, এ জগতে নাহিক তাহার। কেহ কয় সে অনন্ত, নাহি তার আদ্য অন্ত, মুনি ঋষি যত শান্ত, যাঁহারা সদা অভ্রান্ত, তাঁহারা হইয়া ভ্রান্ত, সে ভাব ভেবে একান্ত, কিছু না পেয়ে অদন্ত, অন্তকাল চিন্তে অনিবার ॥ কেহ বলে পরিচ্ছেদ, কেহ বলে অবিচ্ছেদ, কেহ বলে হীন খেদ, কেহ বলে যুক্তক্লেদ, কত মতে কত বেদ, কেহত না পায় ভেদ, কিছুতে সংশয়চ্ছেদ, কোনমতে না হয় কাহার। পরম ঈশ্বর জ্ঞানে, কেহ ভজে দেবগণে, কেহ পশু পক্ষী মানে. কেহবা মানবজনে, কেহবা কাষ্ঠ পাষাণে, কেহ ভজে তীর্থস্থানে কেহ শ্মশানে মশানে, অনুমানে সাধ্য যে যাহার ॥ এই অচিন্ত্য রচনা, যত দেখি অগণনা, কে করে তার গণনা, যে যাহা করে জল্পনা, সকলি বলে কল্পনা, তবে কি করি বর্ণনা, সেত অসাধ্য সাধনা, সমুদ্রের আছে কোথা পার। কেহ বলে নিরাকার, কেহবা বলে সাকার, কেহ বলে সর্ব্বাকার, কেহ বলে খর্ব্বাকার,

কেহ বলে এসংসার, সকলি ভৌতিকাকার, কেবলি মায়াবিকার, সংস্রব নাহি কিছু তার ॥ কেহ তারে বলে নিত্য, কেহ বা বলে অনিত্য, কেহ কয় নিত্যানিত্য, কোন মতে বলে সত্য, কেহ বা বলে অসত্য, কেহ বলে সত্যাসত্য, কোন মতে নিরাপত্য, নাহি যায় মনের বিকার। যে যত করে প্রমাণ, সকলিত অপ্রমাণ, নাহি হয় সপ্রমাণ, যার যত অনুমান, করিতে সে উপমান, ধরণি আদি বিমান, যত বস্তু বিদ্যমান, ছায়াবাজি প্রায় সবাকার ॥

ষটপদী।

ভাবিলে তাহার ভাব, নাহি হয় অনুভাব, স্বভাবে ঘটে অভাব. কেমনি কঠিন ভাব, মনে উঠে কত ভাব, মনে থাকে মনের আশয়। না দেখি তাহার ধাম, না শুনি তাহার নাম, তথাচ কৈবল্যধাম, কালী কৃষ্ণ শিব রাম, সকল ঘটে বিরাম, অনুপম উপমা না হয় ॥ আহা মরি কি আশ্চর্য্য, কিবা তাঁর জগত কার্য্য, সকলি দেখি মাধুর্য্য, কোথা কি রূপে নিদ্ধার্য্য, ভ্রমিতেছে চন্দ্র সূর্য্য, মনে আছে শাসনের ভয় ॥ দেখ জগতে জীবন, ভ্রমিতেছে অনুক্ষণ, জগতে যত জীবন, সদা করিছে রক্ষণ, নিঃশেষ হলে পবন, যায় জীব যমের আলয় ॥ কত গুণ ধরে জল, দেখ তার কত বল, কিবা সরল তরল, আর কত সুশীতল, নির্ব্বাণ করে অনল, জীবগণের জীবন রক্ষয়। ধরণী কিবা সুধীরা, সকলি দেখি সুধারা, কলির কলুষ ভরা, বহিছে হয়ে অধরা, তথাপি নহে কাতরা, ধৈর্য্যগুণে কেহ তুল্য নয় ॥ অনলে প্রবল শক্তি, যা-হতে জীবের শক্তি, আছয়ে শাস্ত্রের উক্তি, অনলে হইলে ভক্তি, অবশ্য পাইবে

মুক্তি, যুক্তি সিদ্ধ সর্ব্বমতে কয়। দেখিতেছ যে আকাশ, সব জগতে প্রকাশ, আদি যার মহাকাশ, যারে বলে চিদাকাশ, সে আকাশ অবিনাশ, সর্ব্বকাল সম ভাবে রয়॥

পঞ্চপদী।

ক্ষিতি আদি পঞ্চভূত, প্রত্যেকে শক্তি অদ্ভুত, যাহাতে সৃষ্টি সম্ভূত, না জানি মায়া কিম্ভূত, আদি ভুত ভ্রান্ত যাঁর ভাবে। গন্ধরস রূপস্পর্শ, শব্দ আদি মহোৎকর্ষ, পাঁচে পঞ্চ গুণ দর্শ, ভাবকের কত হর্ষ, চিরবর্ষ ভাবে এক ভাবে॥ নাসিকা গন্ধ বহিতে, রসনা সে রস পীতে, নয়ন রূপ দেখিতে, ত্বক স্পর্শন করিতে, শ্রুতি শব্দ পাঁচে পাঁচ রবে। বাকপানি পায়ু-পাদ, উপস্থাদি পঞ্চ পাদ, সবার গুণানুবাদ, বর্ণনে নাহি বিবাদ, অতিবাদ বর্ণ বৃদ্ধি হবে॥ মন বুদ্ধি অহঙ্কার, প্রকৃতি আদি চত্বার, ক্রমে সূক্ষ্ম তত্ত্বসার, চতুর্ব্বিংশতি প্রকার, এই তার সঙ্খ্যা বুঝাইবে। সকল তত্ত্ব অতীত, কোন মতে নহে স্থিত, যারা হয় তত্ত্ববীত, তারাও না জানে রীত, কিছু হিত নাহি তারে ভেবে॥ কোন মুনি কোন মতে, বলে সিদ্ধি সাধ-নাতে, যে তাঁরে ধরে ধ্যানেতে, অবশ্য পারে ধরিতে, যে ভাবেতে ভাবনা সম্ভবে। ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ, দুয়ে করে এক যোগ, বিনাশিয়ে ভবরোগ, প্রায় মুক্তি মহাভোগ, সুখ-ভোগ তারি এই ভবে॥

চৌপদী।

প্রকাশে পুরাণ কার, বেদে যে করে বিচার, সকল মতের সার, নিরাকার বর্ণনা বিধানে। জ্যোতির্ম্ময় বলে যাঁরে, সবদা

লক্ষণা করে, যে জন বুঝিতে নারে, সেই তর্ক করে অনুমানে ॥ জ্যোতি শব্দে বস্তু নয়, গুণ মাত্র পরিচয়, বস্তু বিনে গুণোদয়, নাহি হয় এতিন ভুবনে। প্রমাণ দেখ পাবক, সে হয় বস্তুবাচক, আলক গুণবাচক, পাবকের গুণ পরিমাণে ॥ মণিকান্তি মণি বিনে, সুধারশ্মি শশী হীনে, সম্ভব বল কেমনে, বস্তু হীন গুণ কোথা মানে। বেদান্ত মনে চিন্তিয়ে, বস্তু গোপনে রাখিয়ে, গুণ মাত্র প্রকাশিয়ে, তেজঃ ব্রহ্ম বলিয়া বাখানে ॥ সেই তেজ পরাৎপর, কৃষ্ণরূপ মনোহর, কেহ বলে গৌরী হর, অঙ্গ হতে সদা দীপ্তমানে। যে জ্যোতি নির্গত হয়, তাহাকেই ব্রহ্ম কয়, বস্তু গুণ ভিন্ন নয়, সংশয় ঘুচিল সর্ব্ব স্থানে ॥

ত্রিপদী।

বেদমতে সত্য হয়, বৈশেষিকে নিত্য কয়, জ্যোতির্ম্ময় সাংখ্য মতে বলে। অনির্ব্বাচ্য বলে ন্যায, মন্ত্র কহে মীমাংসায়, অনন্ত বলিছে পাতঞ্জলে ॥ বেদান্ত কারণ কয়, পুরাণেতে স্বেচ্ছাময়, স্বভাব বলিছে বুদ্ধদলে। নানা দেশে নানা জাতি, নানামত নানা খ্যাতি, ব্যাখ্যা করে বুদ্ধির কৌশলে ॥ যত মতে যত কয়, কিন্তু ঘুচে না সংশয়, যে যা বলে জ্ঞান বুদ্ধিবলে। যেমন বিহঙ্গগণ, আকাশে করে ভ্রমণ, যার যত বল তত চলে ॥ সংখ্যা করিতে গগণে, যত্ন করে পক্ষগণে, সাধ্য কি তা পারে পক্ষকুলে। সেই ভাবে সর্ব্ব লোকে, যেতে চাহে সেই লোকে, কে কোথা গিয়াছে কোন কালে ॥ যদুনাথ ঘোষে কয়, অসাধ্য কিছুই নয়, সাধিলেই, সিদ্ধ সর্ব্ব স্থলে। গুরুবাক্য কর সার, নাশিবে অজ্ঞান ভার, দেখা পাবে হৃদয়কমলে ॥

পয়ার।

অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কিন্তু কত খণ্ডময়। ভূখণ্ডের কিয়দংশ যাহা দৃষ্ট হয়॥ তাহাতে অসংখ্য জীব করয়ে ভ্রমণ। জন্ম মৃত্যু সহ কেলি করে অনুক্ষণ॥ ধন্য ধন্য সৃষ্টিকর্ত্তা ধন্য সুরচনা। কোন দেশে কোন মতে কে করে গণনা॥ এদেশে প্রধান শাস্ত্র বেদান্ত দর্শন। অনন্ত বলিয়া সে হয়েছে অদর্শন॥ কোরাণ বাইবেল আদি আছে যত বিধি। কিন্তু না দেখি না শুনি পেয়েছে অবধি॥ অপার সমুদ্র পার হইবে যখন। অনন্তের অন্ত তবে পাইবে তখন॥ তথাপি না ক্ষান্ত হয় অজ্ঞান জীবেতে। অসীমা মহিমা তাঁর বর্ণন করিতে॥ আমিত জনেক সেই দলের প্রধান। কেমনে ছাড়িতে পারি প্রাচীন বিধান॥ পঙ্গুর যেমন আশা পর্ব্বত লঙ্ঘিতে। বামনে বাসনা করে শশীরে ধরিতে॥ তেমনি আমার মন ভ্রান্তি সহকারে। অপার মহিমা তাঁর চাহে বর্ণিবারে॥ যদি অসম্ভব কিন্তু সন্তোষজনক। দৃষ্টান্ত দর্শনে মনে বুঝহ ভাবক॥ পিতা মাতা প্রাণপণে শিশুগণে পালে। তথাপি অবাধ্য হয়ে কত খেলা খেলে॥ মৃত্তিকার দ্রব্য কত করে আয়োজন। অন্যান্য বালক-গণে করে নিমন্ত্রণ॥ অসম্ভব আশা যত হয় মনে মনে। অক-পট চিত্ত বলে প্রকাশে বচনে॥ কত শত ক্ষতি যদি করে শিশুগণ। পিতা মাতা কোন দোষ না করে গ্রহণ॥ সেই ভাবে জগতের যত জীবগণ। ভাল মন্দ যাহা যেবা করয়ে রচন॥ বিশ্বপিতা সমভাবে সদানন্দ মনে। স্নেহেতে সন্তোষ করে সকল সন্তানে॥ সর্ব্বকাল এই রীতি আছে এ জগতে। কেবা না সন্তোষ হয় শিশুর খেলাতে॥ আমিত তাহার ভাব ভাবি সেই ভাবে। ছেলেখেলা বলে পিতা আহ্লাদ করিবে॥

প্রথমে রূপের কথা কহিব তাহার। ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার রূপ বি-রাট আকার॥ যেমন সলিল এক পদার্থ নিশ্চয়। প্রতিবিম্ব তরঙ্গাদি কত কার্য্য হয়॥ বিচারিয়া দেখ সব জলের প্রভায়। জলেতে উৎপত্তি শেষে জলেতে মিশায়॥ কত দেশে কত বস্ত্র হতেছে সৃজন। কত রূপ কত গুণ কর দরশন॥ তদস্ত জানিলে তথা না থাকে সংশয়। এক বস্তু সূত্র ভিন্ন অন্য কিছু নয়॥ সেই রূপ পরমাত্মা নিত্য মহাকাশ। তাহারি আভাস মাত্র জগতে প্রকাশ॥ গুণের গরিমা তাঁর সাধ্য কেবা কয়। তথাপি অবোধ মন বাধ্য নাহি হয়॥ সত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণের বিধানে॥ কত সৃষ্টি হয় রয় লয় ক্ষণে ক্ষণে॥ দয়ার বিষয় তাঁর বুঝিব কি ভেবে। কীট আদি ব্রহ্মাবধি ভাবে সমভাবে॥ অজ্ঞানি নাস্তিক আদি যারা নাহি মানে। তা-দেরও পালন করে সম কৃপাদানে॥ ধৈর্য্যের বিষয় তাঁর দেখিছ সকলে। জীবেতে অশেষ পাপ প্রকাশ হইলে॥ মার্জ্জনা প্রার্থনা যদি করে একবার। তখনি সে মুক্ত হয় দণ্ড নাহি আর॥ জ্যোতিষ বিদ্যাতে কিবা নিপুণ সে জন। সকল জীবের ভাব জানে সর্ব্বক্ষণ॥ আশ্চর্য্য তাঁহার দৃষ্টি প্রকাশ নয়নে। সর্ব্বত্র দর্শন করে থেকে এক স্থানে॥ কত গুণ কত শক্তি কেবা সংখ্যা করে। বুদ্ধিবলে যে যা বলে ভ্রম সহকারে॥ রূপ গুণ নাহি তাঁর বলে কোন মতে। তবে এসকল সৃষ্টি হলো কোথা হতে॥ কেহ বলে এসকল মায়ার বিকার। পরমাত্মা সঙ্গে সঙ্গ নাহিক তাহার॥ ভাল যদি মায়া হইল সৃষ্টির কারণ। মায়ার সৃজন-কর্ত্তা হবে এক জন॥ সেইত আদিকারণ অনেকেতে কয়। তাইতে জগৎকার্য্য তাঁহারি নিশ্চয়॥ কেহ বলে নিত্যানন্দ সৎ সেই জন। অনিত্য অসৎ এই সৃষ্টি প্রকরণ॥ আমার

মনেতে এই হতেছে নিশ্চয়। নিত্যের অনিত্য কার্য্য কদাপি না হয়॥ একথা প্রমাণ সিদ্ধ নহে কদাচন। কেবল ভক্তির শক্তি গৌরব বচন॥ আমি বলি এজগৎ নহেক অসৎ। সতের যতেক কার্য্য সমুদয় সৎ॥ পঞ্চভুত সহকারে ব্যাপি চরাচর। নিত্যরূপে প্রকাশিত আছে নিরন্তর॥ সেই পঞ্চভুত হইতে যত সৃষ্টি হয়। কেমনে হবে অনিত্য তাতে কি সংশয়॥ কোনমতে করে যুক্তি মনের অনুভাবে। মহাপ্রলয়ের কালে কিছুই না রবে॥ অনুমান সিদ্ধ কেবা দেখেছে কোথায়। আকাশ ভাঙ্গিয়া যেমন পড়িবে মাথায়॥ ভাল যেন মহা-প্রলয়ে কিছু না রবে। তা হলেও জগৎ অনিত্য না সম্ভবে॥ মহাপ্রলয়ের অর্থ জল বৃদ্ধি হবে। ভূমের যতেক বস্তু জলমগ্ন রবে॥ সেওত ভূতের খেলা জলের বিকার। ভূত আর কালনাশ হবে কি প্রকার॥ বৃক্ষের ফলের ন্যায় জীবের আ-কার। জন্ম জরা মৃত্যু তায় আছে অনিবার॥ ফল নাশে বীজা-ঙ্কুর নাশ নাহি হয়। সেই রূপ জীব নাশে সৃষ্টি নহে ক্ষয়॥

তত্ত্ববিষয় মীমাংসা গদ্য।

এই জগতের মধ্যে নানা প্রকার ভাষায় বহুবিধ বিধি প্রকাশ থাকায় পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয় বাস্তবিক সকল মতের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া বিচার করিলে তত্ত্ববিষয় সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব মতের ঐক্যতাই প্রমাণ হয়। অর্থাৎ যে দেশে যে রূপে যে নামে যে ভাবে যে রূপ ভাবনা বা কল্পনা করে, সমস্ত সাধনাই সেই পরাৎপর উদ্দেশ্যে নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। নাম রূপ ভেদে কার্য্য এবং গুণের ভেদ হইতে পারে না। যেমন অসংখ্য নদ নদী কত প্রকার নাম রূপ ধারণ পূর্ব্বক

বহু দেশ জলমগ্ন করিয়া মহাবেগবান ও বেগবতী হইয়া গমন করে কিন্তু শেষ সকলেই সমুদ্রজলে পতিত হইয়া তাহারই রূপ গুণ ধারণ পূর্ব্বক তাহাতেই লয় হয়। সেই রূপ এই জগতে যত নাম রূপ গুণ দৃষ্টি বা শ্রুতিগোচর হই-তেছে, শেষ সকলেই সেই মহাকাশে মিলিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সংগীত শাস্ত্রের অনুষ্ঠান।

ভগবান মহাদেব ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটী ফলো-দ্দেশে চারি প্রকার শাস্ত্র প্রকাশ করেন। যথা ধর্ম্মের নিমিত্ত নিদান এবং অর্থের উপযোগি জ্যোতিষ, কামের কারণ সংগীত ও মুক্তিমূলক বেদ। এই চতুর্ব্বিধ বিধির পূর্ব্বকালে প্রত্যক্ষ ফল প্রকাশ ছিল; বর্ত্তমান কালে সদ্গুরু এবং সৎশিষ্যাভাবে আলোচনা বিহীনে ক্রমে ফলের ন্যূন হইয়া আসিতেছে, বরঞ্চ নিদান, জ্যোতিষ, বেদ এই ত্রিবিধ বিধির কিয়দংশ কোন২ দেশে প্রকাশ আছে, সংগীতবিদ্যার ফল কিছুমাত্র দর্শন হয় না অর্থাৎ নিদানাদি তিন প্রকার বিদ্যা শুদ্ধ বর্ণাত্মক শ্রবণা-বলোকনের দ্বারা অভ্যাস হইলে ফল স্থির হইতে পারে। সংগীতবিদ্যা বর্ণাত্মক এবং স্বরাত্মক উভয় সংযোগ ব্যতীত ফল স্থির হয় না। সংগীত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ব্যুৎপন্ন হইলে তাঁহাকে তদ্বিষয়ে বর্ণাত্মক-বিদ্বান বলিয়া গণ্য করা যায়, আর, তারযন্ত্রের সহিত স্বরযোগে সাধনা করিয়া তারের সহিত স্বরের ঐক্যতা হইলে তাঁহাকে স্বরাত্মক-সাধক বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, এই উভয় বিষয়ে ব্যুৎপত্তি না হইলে সংগীত-শাস্ত্রাধ্যাপক পদে গণ্য হইতে পারে না পরন্তু উক্ত দুই বিষয়ে

ব্যুৎপন্ন তাহাকেই বলা যায়, যে ব্যক্তি রাগরাগিণীর রূপ সকল জল অনলাদির ক্রিয়া সকল বর্ত্তমান দেখাইতে পারে; সংগীত-শাস্ত্রের এইরূপ প্রত্যক্ষ ফল থাকায় সংগীত-বিদ্যা অন্যান্য বিদ্যাপেক্ষা উত্তম ও সুকঠিন সন্দেহ নাই। যে সকল ব্যক্তি বর্ণাত্মক ও স্বরাত্মক উভয় বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন তাহারাই সংগীতশাস্ত্রের রসাস্বাদের কিঞ্চিন্মধিকারী হইয়াছেন। বিদ্যামাত্রেই নিত্য বিদ্যার বিনাশ নাই, কেবল যথা রূপে আলোচনার অভাবে বিদ্যার ফল প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে না, যখন শাস্ত্র সকল সর্ব্বভাবেই দীপ্তিমান রহিয়াছে, তখন সাধক-ব্যক্তিগণ যথার্থ নিয়ম পূর্ব্বক সাধনা করিলে অবশ্যই সিদ্ধ হইবেন তাহার সংশয় কি? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগের জীব সকলের পরমায়ুর সংখ্যা অধিক বিধায় অনেকেই অনেক শাস্ত্র অভ্যাস করিতে সক্ষম হইতেন, কলিযুগের জীব সকলের আয়ুর সংখ্যা অত্যল্প হওয়ায় এবং শাস্ত্র সকলের পরিমাণ অধিক থাকায় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত একটী শাস্ত্র সমগ্র অভ্যাস করিয়াও কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। বিশেষতঃ সংগীতবিদ্যা অন্যান্য বিদ্যাপেক্ষা এত বৃহৎ যে শতজন্ম অভ্যাস করিলেও পাদাবগতি হয় না, তথাচ বিচার বিহীন ব্যক্তি সকল অসম্ভব অভিমানের অধীন হইয়া অনবরত আত্মশ্লঘা সহকারে অচেতন হইয়া কালহরণ করিয়া থাকেন, সেই সকল বিচারমূঢ় দাম্ভিক চূড়ামণিদিগের শ্রবণ জন্য কিঞ্চিৎ উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। প্রথম দৃষ্টান্ত 'প্রাচীন' ইতিহাস, কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ মহাশয় চিন্তা করিয়াছিলেন যে সংগীতশাস্ত্র আমি সমুদয় অভ্যাস করিয়াছি; অন্তর্যামি ভগবান বিষ্ণু

দৈব তাহা জানিয়া নারদকে সঙ্গে লইয়া এমন ছলে সুর-লোকে গমন করিয়া এক বিস্তার গৃহমধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখাইলেন, বহুসংখ্যক পুরুষ এবং স্ত্রীলোক হস্তপদাদি ভগ্ন গতিশক্তি রহিত রোদন করিতেছেন, তাহাদিগের দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা কহিলেন আমরা মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট রাগ রাগিণী, সংগীত-বিদ্যানভিজ্ঞ নারদ নামক এক জন ঋষি অসময়ে অশাস্ত্রমতে রাগ রাগিণীর আলাপ করিবায় আমাদের অঙ্গ ভঙ্গ হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। পুনরায় যখন মহাদেব স্বয়ং কিম্বা কোন মহাপুরুষ যথা শাস্ত্রানুসারে রাগ রাগিণীর আলাপ করিবেন তখন আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংপূর্ণরূপে পুষ্ট হইলে আমরা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিব। নারদ ঋষি জ্ঞানী আপন মনের ভাব এবং ভগবানের ছলনা বুঝিয়া বহুবিধ স্তব করিয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।

কোন সময়ে দিল্লী রাজধানীর কোন এক যবন রাজা দিগ্‌ভ্রমণার্থ সিন্ধুতীরে উপস্থিত হইয়া নায়কাদি গায়কগণের গান শ্রবণে পুলকিতান্তঃকরণে প্রশ্ন করিলেন, হে গীতবিদ্যাবিশারদ! বিজ্ঞগণ এই সুধার্ণব সদৃশ পরম সূক্ষ্ম সংগীতশাস্ত্র তোমাদিগের কি পর্য্যন্ত শিক্ষা হইয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে এক জন নায়ক আপন মস্তক হইতে একখণ্ড কুণ্ডল হস্তে লইয়া সিন্ধুসলিলে সংলগ্ন করিয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রভো মহিমার্ণব! এই অর্ণ-

বের বারি যে পরিমাণে অস্মদ হস্তস্থিত কেশের গাত্রে লগ্ন রহিয়াছে, সংগীত-জলনিধির রাগ রাগিণী রূপ অগাধ জল ও আমার স্বর স্বরূপ কেশের গাত্রে সেই পরিমাণে সংলগ্ন হইয়াছে। অতএব সেই সকল প্রাচীন সংগীতাধ্যাপকদিগের অহঙ্কার বিহীন শক্তি এবং বর্ত্তমানকালের প্রধান গায়ক-শ্রেণী ভক্তব্যক্তিগণের ক্ষমতা একত্র করিয়া বিচার করিলে বর্ত্তমানকালে সংগীতবিদ্যার যে পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা অনায়াসেই বিজ্ঞগণ বিবেচনা করিবেন

সংগীতশাস্ত্রারম্ভ।

এইক্ষণে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতীয় ভাষায় যে সকল প্রাচীন সংগীতশাস্ত্র প্রচলিত আছে, স্বরান্তকে সকলের দৃষ্টি না থাকুক; বর্ণাত্মক বিষয়ে প্রায় অনেকরই দৃষ্টি আছে তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া ইহাতে সন্নিবেশ করিলে পুস্তকের আকার অত্যন্ত প্রকাণ্ড হইয়া উঠে একারণ সম্প্রতি কেবল মাত্র সংগীতশাস্ত্রের মর্ম্ম লিখিত হইল, যদি বিজ্ঞগণের এ বিষয়ে আস্থা দেখা যায় তবে পরে প্রকাশ করা যাইবে। যদি বহুকষ্টে সুসাধ্য হয় সেও ভিন্ন পুস্তক ব্যতীত অত্র ক্ষুদ্র পুস্তকে কদাপি সমাধা হইতে পারেনা, তবে এ স্থলে পরমাক্ষেপ উপস্থিত হইতেছে। সংগীত-বিদ্যার ফলের হানি হইয়াও বর্ণাত্মক অর্থাৎ নানা ভাষায় লিখিত পঠিত যে সকল পুস্তক প্রকাশ ছিল তাহাও ক্রমে অবসান হইয়া উঠিল, যে হউক অত্র সংগীত-পুস্তক-বিধায় সংগীত-শাস্ত্রের মর্ম্ম ভাষায় সঙ্ক্ষেপে কিঞ্চিৎ লেখা হইল।

ষড়জাদি সপ্তস্বরের বিবরণ।

সর্ব্ব মতেই এই জগৎ অনিত্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কেবলমাত্র পরমাত্মাই নিত্যপদার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই পরমাত্মা প্রণব-রূপে সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই প্রণব ধ্বনি হইতে ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চারি প্রকার বেদের সৃষ্টি হইয়া বেদমন্ত্র সকল ঋষিগণ গান দ্বারা পাঠ করিয়া জগতের যাবতীয় জীবগণকে জ্ঞান উপদেশ প্রদান করিতেন। গানবিদ্যার সৃষ্টি হইলে পর চতুর্দ্দশ ভুবনে সকল লোকেতেই প্রকাশ হইয়াছিল তন্মধ্যে এই মহীখণ্ডে সোমেশ্বর, ভরত, কলানাথ, হনুমান এই চারি মত গানের পদ্ধতি প্রচলিত হয়, সেই সকল মত হইতে যবন জাতীয় গায়কগণ যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম, গুণগ্রাহকগণ অনুগ্রহ বিতরণে শ্রবণাবলোকনে স্বীয়ং মহত্ত্ব প্রকাশ করিবেন। ভগবান মহাদেব সেই প্রণবধ্বনিকে প্রথমতঃ সপ্তখণ্ডে বিভাগ করিয়া মূল-নাম স্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, যাহাকে হিন্দি ভাষায় সুর বলিয়া ব্যবহার করেন। ১প্রথম স্বরের নাম ষড়জ, সংস্কৃত ভাষায় ষকারে খকার উচ্চারণ ব্যবহার থাকায় খরজ নামে বিখ্যাত আছে। ২ দ্বিতীয় রিষভ, রিখব বলিয়া ব্যবহার হয়। ৩ তৃতীয় গান্ধার, ৪ চতুর্থ মধ্যম, ৫ পঞ্চম পঞ্চম, ৬ ষষ্ঠ ধৈবত, ৭ সপ্তম নিষাদ ভাষান্তরে নিখাষাদ নামে প্রচলিত হইতেছে, এই সাতটী স্বর তারযন্ত্রের সহিত স্বরযোগে অর্থাৎ গলার সহিত একঐক্যরূপে সাধনা করণ জন্য সাতটী স্বর সংজ্ঞার আদ্য অক্ষর ষা, রি, গ, ম, প, ধ, নি এই সাতটী গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে প্রথম স্বরের

আছে অক্ষর ষকার, তাহাতে আকার যোগ করার তাৎপর্য্য, প্রথম স্বর সর্ব্বদা সাধনা করিতে হয়; এই কারণ আকার যোগ না করিলে সাধনার সচ্ছন্দ হয়না। ঐ সপ্তস্বরের ২২ দ্বাবিংশতি বনিতা তাহাদের প্রত্যেকের নাম লেখা বাহুল্য সকলের প্রধান সংজ্ঞা শ্রুতি হিন্দিভাষায় শোরত নামে ব্যবহার আছে তাহারা স্ত্রীজাতি এ বিধায় লজ্জাশীলা স্বর সকলের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ অন্তঃপুরে বসতি করেন।

স্বর সকলের তীব্র ও কোমলভাবের বিরণ।

ঐ সপ্ত স্বরের মধ্যে ষড়্জ আর পঞ্চম শুদ্ধ স্বর অর্থাৎ অচল বিকারশূন্য অন্য পাঁচটী স্বর সচল অর্থাৎ তীব্র ও কোমল ভাব ধারণ করিয়া থাকেন। হিন্দি ভাষায় যাহাকে তীওর ও কোমল বলিয়া ব্যবহার হয়, স্বর অগ্রসর হইলে প্রথম নাম তীব্র, দ্বিতীয় অতিতীব্র; তৃতীয় তীব্রতর, চতুর্থ তীব্রতম আর ঐ স্বর পশ্চাৎ গত হইলে ক্রমে কোমল, অতিকোমল, কোমলতর, কোমলতম এই অষ্ট প্রকার বিকৃতি লক্ষণ ঐ সপ্ত স্বর বিকৃতি সহিত গণনায় ৪৭ চতুঃসপ্ততি প্রকার নির্দ্দেশ হইয়াছে। অনুলোম, বিলোম অর্থাৎ যাহাকে আরোহী ও অবরোহী বলিয়া থাকে, খরজ স্বর হইতে ক্রমে সপ্ত স্বর অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে গমন করিলে তাহার নাম আরোহী ঐ প্রণালীতে নিম্নে আগমন করিলে অবরোহী বলিয়া ব্যবহার হয়।

ছয় রাগের জন্ম ও বংশ বিবরণ।

ঐ সকল স্বর সোরত্ত পরস্পর সঙ্গমের দ্বারা খরজ

হইতে ভৈরব, রিখব হইতে মালকোষ, গান্ধার হইতে হি-
ণ্ডোল মধ্যম হইতে দ্বিপক পঞ্চম হইতে মেঘ ধৈবত হইতে
শ্রী নিখাদ নিঃসন্তান এই রাগরূপ ছয়টি পুত্র জন্ম গ্রহণ
করিয়া তিন বংশে বিভুক্ত হইলেন, তাহার সংজ্ঞা ওড়ব
খাড়ব সংপুর্ণ ভাবান্তরে ওড় খাড় সংপুরণ কহিয়া থাকে
তন্মধ্যে হিণ্ডোল আর মালকোষ পাঁচ সুরযুক্ত ওড়বংশ নি-
র্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দ্বিপক এবং মেঘ ছয় সুরযুক্ত খাড়বংশ
বলিয়া বিখ্যাত আছে। ভৈরব ও শ্রী সাত সুরযুক্ত সংপুরণ
বংশ বলিয়া ব্যাখ্যা করে, ওড়বংশে উক্ত দুই রাগাঙ্গে রি-
খব আর পঞ্চম বর্জ্জিত হয়, খাড়বংশে উল্লেখিত দুই রাগ
ধৈবত রহিত হইয়াছে। সংপুরণবংশে দুই রাগ সাত সুর
ব্যবহার হইয়া থাকে, চারি স্বুরে তান হয় তদনন্তর ঐ ছয়
রাগ পরস্পর সংযোগে অনুরাগ ও অনুরাগিণী ক্রমশঃ বৃদ্ধি
হইয়া নারদপুরাণের লিখিত তিন বংশজাত ছাপ্পান্ন কোটি
রাগ রাগিণীর সৃজন হইয়াছে।

শুদ্ধ ও শালঙ্ক এবং সঙ্কীর্ণের বিবরণ।

তন্মধ্যে শুদ্ধ আর শালঙ্ক দুই প্রকার পদ্ধতি আছে যাহাকে
ভাষান্তরে শালগ কহে, যে রাগাঙ্গে অন্য রাগের সংযোগ
নাই তাঁহাতে শুদ্ধরাগ বলা যায়। আর রাগ রাগিণী পর-
স্পর সংযোগে যে সকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইয়াছে, তাহাদিগের
রাগ শালগ বলিয়া গণ্য করা যায়। ঐ শালগা দুই প্রকার
রাগ শালগ এক সুর শালগ রাগ শালগের বিবরণ পুর্ব্বে
কথিত হইয়াছে, শুদ্ধ এবং শালগ রাগ রাগিণীর মধ্যে যা-

হাদিগের সুরের বিকৃতি হয় সেই স্থলে সুরশালগ বলিয়া থাকে। আর দুইটি শুদ্ধ রাগ একত্র হইলে সঙ্কীর্ণ শব্দে ব্যবহার হয়, ঐ সঙ্কীর্ণ হইতে মহাসঙ্কীর্ণ মহাসঙ্কীর্ণ হইতে ত্রিবিধ প্রকার ভেদ আছে তাহার সমুদয় বর্ণনা বাহুল্য।

বাদী সম্বাদীর ভেদ।

সাতটি স্বরের মধ্যে যে স্বর যে রাগের অঙ্গে সর্ব্বদা ব্যবহার হয় এবং রাগস্বরূপ উজ্জ্বল করে, সেই রাগের পক্ষে সেই স্বরকে বাদী বলিয়া ব্যাখ্যা করে ঐ বাদী স্বরের নিকটবর্ত্তী যে সকল স্বর অনুগত থাকিয়া মধ্যমরূপে সংলগ্ন সেই সকল স্বরের নাম সম্বাদী, যে সকল স্বর স্বল্পভাগে ব্যবহার তাহাদের নাম অম্বাদি, ভাষান্তরে অনবাদী বলিয়া বর্ণনা করে। এবং যে স্বর যে রাগে কদাপি ব্যবহার না হয় অর্থাৎ বর্জ্জিত স্বর তাহার নাম বিবাদী এই প্রণালীতে বাদী আদি চারি প্রকার সুরের ভেদ হইয়াছে।

গৃহ এবং বিরামের নির্ণয়।

যে স্বর হইতে যে রাগের উত্থান হয় সেই স্বরকে সেই রাগের গৃহ অর্থাৎ ভাষান্তরে গিরি বলিয়া থাকে, এবং রাগরূপ আলাপ করিয়া যে স্বরে অবসান হয় তাহাকে বিরাম শব্দে ব্যবহার করে।

আলাপ চারি প্রকার।

স্বরযোগে কিম্বা কোন তারযন্ত্রযোগে রাগ রাগিনীর রূপ মূর্ত্তিমান করার নাম আলাপচারি, তাহার মধ্যে উলত পু-

লন্ত, মূরছনা, অংশন্যাশ, কলা, গমক, আকার, অলঙ্কার, তান, উপজ, লাগডাঁট, দমখম ইত্যাদি বহুতর কার্য্য নির্দ্দেশ আছে, প্রত্যেক পদার্থের অর্থ লিখিতে হইলে অধিক বর্ণ বৃদ্ধি হয়, একারণ কয়েকটী আলাপচারির উপযোগিতার নামমাত্র লিখিয়া নিরস্ত হইলাম।

সঞ্চারির লক্ষণ।

রাগরূপ আলাপ করিয়া যে রাগের মূর্ত্তি সঞ্চার হইয়া সংগীত বিষয়ে বিচক্ষণ শ্রতাদিগের মনে অনুমান হয় সেই অবস্থার নাম সঞ্চারি।

আলাপচারির বোল সংখ্যা।

আনারিনা নাদারে ঞেরোম্ তানা তানোম তানা তানা নানা নাতারি।

বোল বানি রাগ তাল চতুরঙ্গ লক্ষণ।

গীত ছন্দ প্রবন্ধ ধরু ধুরপদ খেয়াল টপ্পা ঠুমরি গজল ইত্যাদি বহু সংখ্যক গানের প্রাণালী প্রকাশ আছে, সেই সকল গান আলোচনা করণ সময়ে যে ভাষার গান সেই ভাষা সুন্দররূপে উচ্চারণ করিয়া অর্থ বোধ হওয়ার নাম বোল, তৎপরে ঋক, সাম, জজু, অথর্ব্ব চারি বেদ অনুযায়ী গওরহার, নওহার, খাণ্ডার, ডাগর এই চারি প্রকার বানি নির্দ্দেশ হয় অর্থাৎ গানের প্রণালী যাহাকে অন্য ভাষায় ঢং বলিয়া ব্যবহার হয়। যে সকল মুনি ঋষিরা যে কোন বেদ অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহারা সেই২ বেদ পাঠের ভাষার পদ্ধতি

অনুসারে গান প্রকাশ করিতেন, সেই ভাষা পদ্ধতির নাম বানি তদনন্তর রাগ তালের অর্থ প্রকাশ আছে।

তিন গ্রাম প্রকরণ।

নাভিস্থল হইতে বক্ষদেশ পর্য্যন্ত যে সকল স্থান তাহার নাম উদারাগ্রাম, তাহাতে প্রথম সপ্তক স্বর সংযুক্ত হয়, বক্ষঃস্থল হইতে কণ্ঠদেশ অবধি মধ্যস্থল বিধায় তাহার সংজ্ঞা মোদারাগ্রাম, যাহাতে দ্বিতীয় সপ্তক স্বর সংলগ্ন থাকে এবং কণ্ঠদেশ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত তার স্থান, একারণ তাহার নাম তারাগ্রাম, তাঁহাতে তৃতীয় সপ্তক স্বরের সংখ্যা নির্দ্দেশ হয়, এই উদারা, মোদারা, তারা, তিন গ্রামে তিন সপ্তক স্বর সংযোগ আছে।

হিমাদি ষড়ঋতুতে ছয় রাগ গানের বিধান।

হিম, শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ এই ছয় ঋতুতে ছয়টী রাগ ব্যবহারের বিধান আছে, হিমঋতুকালে ভৈরব রাগ, শিশির ঋতুতে মালকোষ, বসন্তে হিণ্ডোল, গ্রীষ্মে দ্বিপক, বর্ষায় মেঘ, শরতে শ্রীরাগ।

দিবা রাত্রে ছয় রাগ ব্যবহারের বিধি।

প্রভাতকালে ভৈরব রাগ আরম্ভ হইয়া দিবা সাড়ে দশ দণ্ডের পর, মেঘরাগ গান করিবেক। দিবা একুশ দণ্ডের মধ্যে দ্বিপক, সন্ধ্যার সময় শ্রীরাগ, রাত্র সাড়ে দশ দণ্ডের পর মালকোষ, রাত্র একুশ দণ্ড গতে হিণ্ডোল রাগ আরম্ভ হইবেক। এই প্রণালীতে অন্যান্য রাগ রাগিণী সকল গান

করিবার বিধি আছে, ইতি পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ভগবান মহাদেব ছাপ্পান্ন কোটি রাগ রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার সমুদয় বর্ণনা করার কথা কি? সম্প্রতি বাঙ্গালা পারসি, হিন্দি ভাষায়, যে সকল প্রাচীন সংগীত পুস্তক প্রচলিত আছে, তাহাতেও যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ থাকা প্রকাশ পাইতেছে; তাহা হইতে অতি সামান্যরূপে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া ছয়টী রাগ, কয়েকটী নিকট পরিবার সহিত নামাঙ্কিত করিলাম।

রাগ ভৈরব, রাগিণী ভৈরবী রামকেলি যোগিয়া গুণকেলি বঙ্গালি বরারি, পুত্র, বিভাষ ললিত আভীর কোক্ব কোশক অজয়পাল, পুত্রবধূ কানেগড়া শোহিনী রক্তেনী সুহা সিন্ধুবি, মধ্যমা সহচুরী মধুমাধবী, সহচর মধুমাত।

রাগ মালকোষ, রাগিণী বাগেশ্বরী বাহারি শাহানা আড়ানা ছায়া কুমারী পুত্র কেঁদারা হামীর নট কামোদ খাম্বাজ বাহার পুত্রবধূ পুরিয়া ভুপালি কামিনী ঝিজোটী কামোদী বিজয়া, সহচরী জয়জয়ন্তী, সহচর শঙ্করা।

রাগ হিন্দোল, রাগিণী কানড়া শঙ্করাভরণ বেহাগাড়া মালবী আভীরী পটমুঞ্জরী, পুত্র পঞ্চম, বসন্ত বেহাগ সিন্ধুরা সুরট, পুত্রবধূ সমুরই গান্ধারী মালেনী ত্রিবেণী ভখারী নারায়ণী, সহচরী প্রমাদিনী, সহচর পরজ।

রাগ দীপক, রাগিণী দীপকী বরাটী গুজরী অষ্টী রেওয়া বহুলা, পুত্র বেলায়ল গান্ধার খট সরপরদা ত্রিবণ দেশকার, পুত্রবধূ আসাওরী টোড়ী লয়লাবতী লীলাবতী আনাইয়া রত্নাবলী, সহচরী সরস্বতী, সহচর সম্পৎ।

রাগ মেঘ, রাগিণী মল্লারী দেশী সুরটী নাটিকা করুণী

কাদম্বিনী, পুত্র সামন্ত কর্ণাট বড়হংস গৌঁড় অনন্ত টঙ্ক, পুত্র-বধূ অম্বুজা চঞ্চলা মালাবতী রুদ্রাণী মুঞ্জঘোষা মোহিনী, সহচরী সৌদামিনী, সহচর সারঙ্গ।

রাগ শ্রী, রাগিণী গৌরী পুরবী মালোয়া মোলতানী জয়েতী মালোয়া, পুত্র শ্যাম কল্যাণ মারু ইমন মোনধ্যান গৌর, পুত্র-বধূ ভীমপলাশী ধনাশ্রী মালশ্রী বারোয়াঁ চিত্রা চকোরী, সহচরী চন্দ্রাবতী, সহচর মঙ্গল।*

এই প্রকারে ছয় রাগের নিকট পরিবার ১২৬ এক শত ষড়্‌বিংশতি প্রকার যাহা অল্পসংখ্যা লেখা হইল, অনুমান্ লয় ইহাও অস্মদ্দেশীয় গায়কগণের সুলভ আয়ত্ত না হইতে পারে, হিন্দুস্থানবাসি হিন্দু ও যবন রাজাদিগের সংগীতবিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহ থাকায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এ পর্য্যন্ত সংগীতশাস্ত্রের কিয়দংশ যাহা প্রকাশ ছিল, অদ্যাপি কুত্রাপি কোন দেশে সে প্রকার ছিলনা বর্ত্তমানকালে অত্র দেশে সমূহ মহারাণীর অধিকারভুক্ত হইবায় সকল বিষয়ের সুধারা হইয়া প্রজা সকল পরম সুখে কাল হরণ করিতেছে, দুঃখের বিষয় কেবল সর্ব্বজন মনোরঞ্জন সংগীতশাস্ত্র ক্রমে অবসান হইয়া উঠিল।

ঐ সকল রাগ রাগিণী বর্ণসঙ্কর বর্ণনা করিতে হইলে অত্র পুস্তকে সমাধা হয়না, অথচ পাঠকবর্গের প্রণিধান জন্য সংক্ষেপে পরিচয় প্রদান করিতেছি। যেমন এই জগৎ সৃজনকালে প্রথমে ব্রহ্মকায় হইতে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, শূদ্র এই চারি বর্ণীয় চারি জন পুরুষ ও চারি জন স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হইলে ক্রমে অসংখ্য নর, নারী সৃজন হইয়া চতুর্ব্বর্ণে আহার বিহারের কোন নিয়ম ছিলনা। অনুমান হয় দ্বাপর যুগে কোন

রাজা কর্ত্তৃক অসংখ্য বর্ণসঙ্কর নির্দ্দেশ হইয়া বিভিন্ন বর্ণীর বিভিন্ন ধর্ম্ম ও কর্ম্মের নিয়ম বদ্ধ হইয়াছে, সেই প্রণালীতে প্রথমতঃ দেবতাদিগের অংশ হইতে ছয়টী রাগ এবং ছয়টী রাগিণী সৃজন হইয়া ক্রমে পরস্পর সংযোগে অসংখ্য বর্ণসঙ্কর রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে।

তালের বিষয়।

অমরনগরে সুরপতিসভায় দেব দেবীদিগের নৃত্য সময়ে তালের সৃষ্টি হয়। পুরুষদিগের যে নৃত্য তাহার নাম তাণ্ডব, স্ত্রীলোকদিগের নৃত্যের নাম লাস, ঐ তাণ্ডব এবং লাস উভয় শব্দের আদ্যক্ষর লইয়া তালা শব্দ নির্দ্দেশ হয়। এক্ষণে ব্যবহার বশতঃ তাল শব্দে বিখ্যাত হইয়াছে। ভগবান মহাদেব ঐ তাল শব্দ গ্রহণ পূর্ব্বক বহু সংখ্যক তালের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে প্রকারে অসংখ্য রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হয়, সেই প্রকার অগণ্য তালেরও সৃষ্টি হইয়াছিল, এ স্থলে তালের বিষয় সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম।

১ আদি তাল বা মূল তাল অন্য ভাষায় ধিমা তেতালা বলিয়া বিখ্যাত আছে ২ স্বর ফাকতাল, যাহা সুরফাকতাল নামে ব্যবহার হয়, ৩ তীব্রতাল যাহাকে তেওরা বলিয়া থাকে, ৪ রূপক তাল, ৫ ধর্ম্মতাল, ভিন্ন ভাষায় ধামার নামে প্রকাশ আছে, ৬ ঝম্পতাল, যাহা ঝাঁপতাল বলিয়া খ্যাত আছে, ৭ করোদস্ত, ৮ সওয়ারি, ৯ পঞ্চম, ১০ চারি তাল, অর্থাৎ চৌ-তাল. ১১ আড়া চৌতাল, ১২ লক্ষ্মীতাল, ব্যবহারে লছমী নামে প্রকাশ আছে, ১৩ সরস্বতী, ১৪ দুর্গা, ১৫ সমুদ্র, ১৬ ব্রহ্মা, যাহাকে ব্রহ্মতাল বলিয়া গ্রহণ করে, ১৭ বিষ্ণুতাল, ১৮ রুদ্রতাল

এই অষ্টাদশ প্রকার প্রধান তাল, যাহা প্রধানং গানে ব্যবহার হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে কোনং তাল উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট উভয় গানে প্রচলিত আছে, ইহা ব্যতীত নানাবিধ তালের বর্ণন আছে, প্রত্যেক তালের অন্তর্গত বহু সংখ্যক ক্রিয়া রহিত তন্মধ্যে সংক্ষেপ কয়েক প্রকার লেখা হইল।

১ তাল ২ কাল ৩ ক্রিয়া ৪ মান ৫ প্রস্ত ৬ জিত ৭ অঙ্গ ৮ কলা ৯ জাত ১০ মার্গ ১১ গিরি এই একাদশ প্রকার ক্রিয়ার প্রত্যেক শব্দার্থ লিখিতে শব্দ বৃদ্ধি হয় গ্রাহকগণ মার্জ্জনা করিবেন।

যন্ত্র নির্দ্দেশ।

নানাবিধ বাদ্য সম্পর্কীয় যত প্রকার যন্ত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহার চারিটী সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হয় প্রথমতঃ আনদ্ধ, দ্বিতীয় সুশীর, তৃতীয় ঘন, চতুর্থ ততঃ তাহার বিশেষণ ঢাক, ঢোল, পাখোওয়াজ, তবলা ইত্যাদি চর্ম্মঘটিত যন্ত্র সকলের আনদ্ধ সংজ্ঞা এবং শিঙ্গা, শঙ্খ, মুরলী প্রভৃতি যন্ত্রের নাম সুশীর, আর মন্দিরা, করতাল, ঘণ্টাদি যন্ত্র সমূহের ঘন সংজ্ঞা, তৎপরে বীণ, রবাব, তম্বুরাদি তারযন্ত্র সকলের ততঃ সংজ্ঞা প্রকাশ আছে। হিন্দুস্থানের ব্যবহার সংজ্ঞা ততঃ, বিততঃ, সুশীর, ঘন, তাহার দ্বিতীয় অর্থ তার, খাল, ফুক, তাল এই চারি প্রকার বিধান মাত্র লেখা হইল।

গায়কের সংখ্যা।

বহু প্রণালী মতে গানের ব্যবহার থাকায় বহু বিধ গায়কেরও সংখ্যা নির্দ্দেশ আছে, সর্ব্ব প্রধান গায়ক নায়ক, তৎপরে

গন্ধর্ব্ব, তদনন্তর গুণকার, পরে কালবৎ ও কবাল, আতাই, ঢাড়ি, কর্থক ইত্যাদি বহুতর গায়ক সংজ্ঞা সমুদয় বর্ণনা বাহুল্য। কোন সময়ে দিল্লী নগরস্থ কোন বাদশার সভায় গোপাল ও বৈজু প্রভৃতি অষ্ট জন নায়ক সুরজ খাঁ রমজু খাঁ প্রভৃতি দশ জন গন্ধর্ব্ব, তানসেন, ভীমরায় প্রভৃতি সাত জন গুণকার, লাল খাঁ সুরত সেন প্রভৃতি চারি জন কালবৎ এবং কবাল ইত্যাদি বিষয়ে বহুতর গায়কগণ বর্ত্তমান ছিলেন।

গায়কের লক্ষণ।

শাস্ত্রসম্মত গায়কদিগের বহুতর দোষ ও গুণ এবং মুদ্রাদি লক্ষণ সকল বর্ণিত আছে তন্মধ্যে উত্তম, মধ্যম, অধম ও অধমাধম এই চারি প্রকার জাতি বর্ণনা করিলাম।

শাস্ত্রোক্ত দোষ এবং মুদ্রাদি রহিত শাস্ত্রে ও যন্ত্রে নিপুণ স্বর প্রকাশ মাত্রেই সর্ব্বজন মনোমোহন করিতে পারেন এমত যে গায়ক তাহাকে উত্তম বলিয়া বর্ণনা করি যায় তাহার নাম জগৎমোহন। যে সকল গায়ক উত্তম গায়কের অর্দ্ধেক লক্ষণ ধারণ করেন তাহারা মধ্যম গায়ক পদে গণ্য হয়েন, তাহাদের নাম অর্দ্ধ যাজন। আর যাহার স্বর অতি কর্কশ মুদ্রাদি সমুদয় দোষ পূর্ণ যন্ত্রে তন্ত্রে স্বতন্ত্র কিঞ্চিৎ তাল বোধ আছে তাহারা অধম গায়ক নামে বিখ্যাত, তাহাদের নাম বিপদ বর্দ্ধন। তৎপরে রাগ্র তাল অনবগত শাস্ত্র এক, যন্ত্র কদাপি স্পর্শ করে নাই, অথচ সভা মধ্যে গান করিয়া থাকে তাহারা অধমাধম গায়ক বলিয়া বিখ্যাত হয় তাহাদের নাম সভাভঞ্জন।

সংগীতমনোরঞ্জন।

গান আরম্ভঃ।

গুরুবন্দনা।

শুন রে দুরন্ত মন চিন্ত শ্রীগুরুচরণে। ন গুরুর অধিক বলে বিধি হরি পঞ্চাননে। সাধুগণের এই উক্তি, ভক্তির অধীন মুক্তি, সেতো এই গুরুভক্তি, যুক্তিসিদ্ধ সর্ব্বক্ষণে॥ সে কর্ম্ম ইতর সাধ্য, না শিক্ষিলে নহে বাধ্য, জ্ঞানগুরু দুরারাধ্য, সুসাধ্য হয় যতনে। অখণ্ডমণ্ডলাকারে, যে বিহরে সর্ব্বাধারে, সে তত্ত্ব জানিতে পারে, সেই সদ্গুরু সাধনে॥ ১॥

পরমেশ্বর বিষয় গান।

কেহ নাই এমন যোগী জিজ্ঞাসে সে সারাৎসারে। হয়ে জগতের পতি কেন বাধ্য অবিচারে। পিতা সন্তানে প্রহারে, রাজা রক্ষা করে তারে, রাজা বিনে এ সংসারে, দুঃখ জানাইব কারে॥ ভগ্ন গৃহ নষ্ট হলে, কিম্বা একটী পক্ষী মলে, শোকে প্রাণ যায় জ্বলে, ধৈর্য্য ধরিতে না পারে। একি দক্ষ শূন্যদৃষ্টি, কি কৌশলে পরমেষ্ঠি, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, করে কেমনে সংহারে॥ ১॥

ঈশ্বর বিষয়ে তর্ক সাধ্য কে করিতে পারে। চতুর্ব্বিংশতি অতীত তর্কে কে ধরিবে তাঁরে। তুমি কোথা সে বা কোথা, ছিলে কোথা এলে কোথা, যাবে কোথা রবে কোথা, জেনেছো

কি আপনারে ॥ ব্রহ্মাদি মুগ্ধ হয়েছে, যাঁর তত্ত্ব না পেয়েছে, কে দেখেছে কে গিয়েছে, অপার জলধিপারে। ঘটাদি নির্ম্মাণ করে, কেন পুনর্ভগ্ন করে, মৃত্তিকা কি শক্তি ধরে, জিজ্ঞাসিতে কুম্ভকারে ॥ ২ ॥

অশব্দ অস্পর্শ বলে যদি বাখানে বেদেতে। পরম ঈশ্বর শব্দ এলো বল কোথা হতে। সিদ্ধান্ত করেছে সার, সেতো নিত্য নির্ব্বিকার, তবে অনিত্য সাকার, জগৎ এলো কোথা হতে ॥ সে যদি কারণ হয়, এই কার্য্য সমুদয়, তাইতে লোকেতে কয়, সকলিতো তাহা হতে। অন্যান্য কারণ হতে, সৃষ্টি হয় এ জগতে, তবে বল সেই মতে, কিছু নয় তাহা হতে ॥ ১ ॥

পরম ঈশ্বর শব্দ প্রকাশে নাহি সংশয়। অশব্দের এই অর্থ শব্দের অগম্য হয়। অবশ্য সে হয় নিত্য, তাহাতে নাহি আপত্ত, জগৎ অনিত্য, সেতো মায়ারি বিষয় ॥ আদি কারণ বলিতে, বাধা নাই কোন মতে, কিন্তু অনিত্য জগতে তাঁর কার্য্য কিছু নয়। কারণের কারণ বলে, ব্যক্ত করে সর্ব্বস্থলে, মহাকাশ যে কৌশলে, সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রয় ॥ ২ ॥

অশব্দের অর্থ যদি শব্দের অগম্য হয়, তবেত আমার মতে ঘুচিল সব সংশয়। মায়াতে জগদুৎপত্তি, মায়া হয় যার কীর্ত্তি, তা হলে তাহারি বৃত্তি, জগত হল নিশ্চয় ॥ সে যদি হইল নিত্য, কিসে হয় নিরাপত্ত, নিত্যের কার্য্য অনিত্য, এ কথা কি মতে সয় ॥ সত্যবাদী মিথ্যা বলে, যদি কেহ বলে বলে, এ কথা কিবা কৌশলে, লোকে করিবে প্রত্যয় ॥ ৩ ॥

ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কার্য্য কে কোথা ধার্য্য করেছে। অপার জলধি পারে কে আর কবে গিয়েছে। বেদান্ত বলে অনন্ত, বল কে করিবে অন্ত, অনন্ত হইয়ে ভ্রান্ত, ক্ষান্ত হইয়ে রয়েছে ॥

মায়া ভৌতিকি আকার, আত্ম সঙ্গ নাহি তার, তবে লোকের বিচার, কেমনে সিদ্ধ হয়েছে। নিত্যানিত্য বিবেকেতে, দেখিবে জ্ঞানচক্ষেতে, তবে বুঝিবে মনেতে, মহাজনে যে কয়েছে॥ ৪॥

নির্গুণের উপাসনা কেমনে করে নির্গুণে। সর্ব্ব গুণের অতীত আনিব তাঁরে কি গুণে। বেদে বলে বার বার, রহিত সে সর্ব্বাকার, তবে সাধনা কি আর, আছয়ে বিনে সগুণে॥ শুনি সত্য জ্ঞানীজনে, দুঃখ দেয়না শক্রমনে, আমি বধি বন্ধু-গণে, বিপরীত কত গুণে। কোন কথা না শুনিব, কোন বস্তু না মানিব, কোন তর্ক না করিব, দহিব আনন্দাগুণে॥ ১॥

বেদান্ত বর্ণনা করে অনন্ত বলিয়া যাঁরে। ভ্রান্ত লোকে কেন চিন্তে তাঁর অন্ত জানিবারে। অনুমানে যত কয়, উপ-মান তত রয়, প্রমাণ নাহিক হয়, পরাৎপরে মানিবারে॥ রজ্জুতে সর্প দর্শন, মরীচিকা মৃগগণ, তেমতি ভ্রান্তিভাজন, ভ্রমে তর্কে আনিবারে। যার যত শাস্ত্রবল, বিচারেতে করে বল, সে বল লৌকিক বল, পরবল হানিবারে॥ ১॥

পরমার্থ তত্ত্বকথা আমি কহিব কেমনে। চতুর্দ্দশ তত্ত্বা-তীত কথিত ষড়দর্শনে। কেহ বলে মহাকাশ, কেহ বলে অবি-নাশ, কেহ বা কয়ে নাশ, সত্য মিথ্যা সংঘটনে॥ কেহ বিরাট আকারে, বিশ্বরূপ বলে তাঁরে, সাকারে বাণীবাকারে, স্বভাবে ভাবে যতনে। কত মতে কত কয়, নিশ্চয় নাহিক হয়, অন্ধের হস্তী নির্ণয়, কেবলি মাত্র বচনে॥ ১॥

আপনি তাহার ভাব মনে না জেনে কিঞ্চিৎ। পরেরে বুঝাতে চাহ একি বুদ্ধি বিপরীত। সাকার সে সবিকার, কাযে করিছ স্বীকার, মুখে বল বার বার, সে যে সর্ব্ব গুণাতীত॥ দেখ দেখি মনে ভেবে, এ কথা কোথা সম্ভবে, অন্ধে অন্ধ

দেখাইবে, হবেনাতো কদাচিত। সাকারে কি নিরাকারে, সেই ব্যাপ্ত সর্ব্বাকারে, সৃষ্টি স্থিতি একাধারে, এ কথা কি অবিহিত ॥ ১ ॥

দেবতাদিগের বন্দনা।

গণপতি করি স্তুতি তার হে পতিতজনে। জ্ঞানরূপী গণেশ্বর মান্য এ তিন ভুবনে। সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয়, সর্ব্বত্র করয়ে জয়, সর্ব্বদা সুখেতে রয়, তোমার নাম স্মরণে ॥ কিন্তু দেখে কুবিধান, সদা খেদে কাঁদে প্রাণ, বুঝিতে নারি নিদান, বিস্ময় হয়েছি মনে। সর্ব্ব সিদ্ধেরি কারণ, নিজে কেন গজানন, সংশয় কর ভঞ্জন, ধরি হে তব চরণে ॥

কৃষ্ণ হে করুণাকর পড়েছি ঘোর বিপাকে। কালভয়ে ভীত হয়ে তাই কালাচাঁদে ডাকে। দীননাথ এই ভবে, দীনে যদি না তরাবে, দিন যাবে কথা রবে, কলঙ্ক রটাবে লোকে ॥ জগতের জীবগণে, পালন করি যতনে, অর্পণ কর কেমনে, নিষ্ঠুর ত্রিপুরান্তকে। বিষ্ণুদেব শিরোমণি, এইতো নিশ্চয় জানি, মহাবিষ্ণু নাম শুনি, সে আবার কে কোথা থাকে ॥

শঙ্কর সংশয় হর কিঙ্কর ডাকে কাতরে। ভাস্কর-পুত্র তস্করে পরমায়ু চুরি করে। কাল হরিতেছে কালে, তাই ভাবি মহাকালে, নিবার মৃত্যু অকালে, মৃত্যুঞ্জয় কৃপা করে ॥ যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্রসার, সকলি কৃত তোমার, কিন্তু করিয়ে বিচার, ভীত হয়েছি অন্তরে। যোগীর ঈশ্বর হয়ে, কেমনে শূন্য হৃদয়ে, নিষ্ঠুর বেশ ধরিয়ে, সংহার কর ত্রিপুরে ॥

দিবাকর দয়া কর কাতর হয়েছি মনে। বিনাশ মোহ তমসি প্রকাশি কৃপা-কিরণে। যে ভাবে তব প্রভাবে, সামান্য

চক্ষে দেখাবে, জ্ঞানচক্ষে সেই ভাবে, মিলাবে সে নিত্যধনে ॥ জীবে করিতে শাসন, ভ্রমিতেছ সর্ব্বক্ষণ, নিশিতে তব কিরণ, নাশ হয় কি কারণে। তব পুত্র স্ববলেতে, নাশ কল্লে ত্রিজগতে, তোমারে গ্রাসে রাহুতে, কি হবে তব সাধনে ॥

কৃপা কর ওমা কালী কালভয় বিনাশিনী। আগম নিগম তন্ত্রে অসীমা মহিমা শুনি। সতর্ক নহি সাধনে, বিতর্ক বহু বচনে, কুতর্ক হতেছে মনে, শুনে তারা নাথের বাণী ॥ যদি তুমি জগৎমাতা, বন্দনা করে বিধাতা, তোমার আবার পিতা মাতা, কেমনে সম্ভব মানি। দেবগণে রক্ষা করে, দৈত্যদলে বধ করে, তবে তোমায় কি বিচারে, বলে জগতজননী ॥

কমলা অচলা হয়ে থাক হৃদিকমলেতে। সাধনা সাধ পুরাতে বাসনা পদ সেবিতে। দেখ, এ তিন সংসারে, তব দয়া নাহি যারে, লক্ষ্মীছাড়া বলে তারে, ঘৃণা করে সকলেতে ॥ বড় মনে ছিল আশা, পুরাবে ধনের আশা, দেখিয়ে তোমার দশা, সে আশা নাহি মনেতে। মুনি ঋষি যোগীগণে, তাদের দেখ না নয়নে, স্থির নহ এক স্থানে, নীচগামি কি জন্যেতে ॥

শারদা বরদা তুমি সর্ব্বদা শুভদায়িনী। ত্রিলোকে সকল লোকে বেদবাক্য প্রকাশিনী। সৃজন করে বিধাতা, ঘুচাতে জীবে জড়তা, বাকদেবী রূপে মাতা, সর্ব্ব কণ্ঠ-নিবাসিনী ॥ কিন্তু মা কি চমৎকার, তব মায়া বোঝা ভার, কোথা কি রূপে বিহার, বীণাবাদ্য বিনোদিনী। হয়ে তুষ্ট সরস্বতী, কোন কণ্ঠে অবস্থিতি, কেন হয় পক্ষপাতি, গতি কি হবে জননী ॥

আতঙ্কে কম্পিত অঙ্গ গঙ্গে গতি কি এ ভবে। পতিত-পাবনী পতিতজনে তারিবে কবে। পুণ্যবান নিজ বলে, পার হবে ভবজলে, পাপীজনে না তারিলে তব মাহাত্ম্য কি তবে ॥

শত যোজনান্তে থাকে, যেবা গঙ্গা বলে ডাকে, যায় সে বৈকুণ্ঠ-লোকে, এ কথা কিসে সম্ভবে। প্রকাশ শিব বচনে, মুক্তি দর্শনে স্পর্শনে, বেদে বলে জ্ঞান বিনে, কদাপি মুক্ত না হবে ॥

বিধাতা প্রসন্ন হও চাও করুণা নয়নে। সাধ্য কি তোমার সাধ্য বর্ণিতে পারি বচনে। স্থির নহে মম মতি, কুসঙ্গে সদা সঙ্গতি, তাইতে করি মিনতি, প্রণতি চতুরাননে ॥ কত আশ্চর্য্য রচনা, করেছ করে মন্ত্রণা, কে করে তার গণনা, তব কীর্ত্তি অগণনে ॥ সুরজ্যেষ্ঠ সুবিচারে, সমূহ কষ্ট স্বীকারে, নষ্ট করিবার তরে, সৃষ্টি কর কি কারণে ॥

শশধর সুধাকর বিতর কাতরজনে। তাপিতে জুড়াতে এমন কে আছে আর ত্রিভুবনে। দেখি সকল লোকেতে, মান্য কেবা তোমা হতে, মহাকাল কপালেতে, রেখেছে অতি যতনে ॥ প্রকাশিতে করে ভয়, কলা হীন কেন হয়, দিবসে দীপ্তি না রয়, সংশয় রাহু তাড়নে। বল বল সত্য ভাষা, কেন তব হেন দশা, কে পুরাবে দীনের আশা, নিরাশা হয়েছি মনে ॥

দেবরাজ দয়া কর ডাকে দীন হীন জনে। দেখে দেবগণের রঙ্গ আতঙ্ক হয়েছে মনে। জগতে যতেক প্রজা, দেবগণে করে পূজা, তুমিত দেবতার রাজা, সাধ্য কি সীমা কথনে ॥ দেবে করিলে দুর্গতি, রক্ষা করে সুরপতি, রাজা হইলে কুমতি, কে রাখে প্রজা শাসনে। ব্যাকুল হয়েছে মন, কহ সত্য বিবরণ, অঙ্গে সহস্র লোচন, চিহ্ন হল কি কারণে ॥

রতিপতি মহামতি প্রণতি তব চরণে। সেই ধন্য তুমি যারে কভু না দেখ নয়নে। ইন্দ্র চন্দ্র প্রজাপতি, ঋষি মুনি যোগী যতি, কেনা হয়েছে আঘাতী উন্মত্ত সকল জনে ॥ যারা জিতেন্দ্রিয় হয়, তারাতো না করে ভয়, হয়েছিলে ভস্মময়, মহা-

দেবের কোপাগুণে। তব কীর্ত্তি অগণনা, কত করিব বর্ণনা, আমারে করে করুণা, সন্ধাইওনা পঞ্চবাণে ॥

রামচন্দ্র পূর্ণচন্দ্র ইন্দ্রাদি বন্দনা করে। জীবে পায় জীব-মুক্তি নামেতে কি শক্তি ধরে। ইচ্ছাময় ইচ্ছামতে, মানব লীলা ছলেতে, স্বকীয় কীর্ত্তি দেখিতে, অবতীর্ণ মহীপরে ॥ সৃজন পালন লয়, যাঁহার ইচ্ছায় হয়, তাঁর কার্য্যেতে সংশয়, কেন হয় পাপান্তরে। জগতের প্রিয়জন, তাঁর কিবা প্রয়োজন, ক্ষুদ্রজীব দশানন, তারে বধিবার তরে ॥

বিস্তার অপাঙ্গে হের নিস্তার হে শ্রীগৌরাঙ্গ। হইল বিস্তর আতঙ্গ দুস্তর ভবতরঙ্গ। হইবে তোমার সঙ্গ, নাশিবে কত কুসঙ্গ, লভিবে যত সুসঙ্গ, শেষে পাব সাধুসঙ্গ ॥ বাজায়ে মধুমৃদঙ্গ, হেলায়ে দোলায়ে অঙ্গ, গাইব হরিপ্রসঙ্গ, ক্ষণেকে না হবে ভঙ্গ। কৃষ্ণ পাদাব্জ সুরঙ্গ, মধু পিবে মনোভৃঙ্গ, করিবে ক্ষুধার সাঙ্গ, পলাবে কালভুজঙ্গ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রজনীর রূপ বর্ণনা।

রাগিণী গৌরী তাল জলদ তেতালা।

তিমিরবরণী ধনী রজনী রূপসী গো। মিহিরে উদরে ধরে ভালে পূর্ণশশী গো। সন্ধ্যাকাল মুখাম্বুজে, খদ্যোতিকা দন্ত সাজে, অষ্টদিক বাহুরাজে, শোভে ক্রম অসি গো ॥ কেশপাশ কাদম্বিনী, হাস্যে প্রকাশে দামিনী, মরুদ্গণ মৃদুবাণী, রক্ষে জীবরাশি গো ॥ গলে তারকার হার, সর্ব্বাঙ্গে তুষার ভার, ষড়্ঋতুতে বিহার, দিবসে বিনাশি গো ॥ কালকান্ত করে ধরে, বিমান মাতঙ্গবরে, আইল অবনীপরে, শিশির বরষি গো।

দণ্ড পল পদভরে, ক্রমে ব্যাপে চরাচরে, স্বদেশী সুখে শীহরে, ব্যাকুল বিদেশী গো ॥ শর্ব্বরী সরমে শোকে, নিজ পতি আদিত্যকে, লইয়ে গোপনে থাকে, পর্ব্বতে প্রবেশি গো ॥ ১ ॥

সজনী সুখদায়িনী রজনী আইল গো। দারুণ অরুণ এবার গমন করিল গো। আগতা দেখে যামিনী, বিকশিতা কুমুদিনী, অভিমানে কমলিনী, মুদিতা হইল গো ॥ গুপ্তনায়িকা সকলে, রবিতাপে ছিল জ্বলে, শশীর সুধাসলিলে, সুখেতে ভাসিল গো। নিজ নিজ প্রিয়জনে, দেখিবারি প্রয়োজনে, দুতীগণে আয়োজনে, ইঙ্গিতে কহিলো গো ॥ ১ ॥

নিশি যে সুখের রাশি সকলে বলেনা গো। সুধাকর সুখাকর সর্ব্বত্রে চলেনা গো। সংযোগীর শশধর, বিয়োগীর বিষধর, অসময়ে আত্ম পর, স্বভাবে ফলেনা গো ॥ দেখ কমল কুমুদে, দিবা নিশি মনের খেদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে, সমানে চলেনা গো। সময়েরি গুণ দোষে, ফলাফল সর্ব্ব দেশে, পীযূষে প্রাণ বিনাশে, গরলে জ্বলেনা গো ॥২ ॥

রাগ ইমন কল্যাণ তাল জলদ তেতালা।

পিরীতি অমূল্য নিধি বিধি করিয়ে সৃজন। কলঙ্ক কুপিত ফণী শিরে করিল স্থাপন। যদি কেহ কোন মতে, পায় ফণিশির হতে, গঞ্জনা গরল তাতে, রহিত করে চেতন॥ দ্রব্যগুণ সহকারে, সে বিষে যে নাহি মরে, বিষম বিচ্ছেদ-শরে, সংশয় করে জীবন। আশা মহৌষধি বলে, শরে নিবারে কৌশলে, শেষেতে বিরহানলে, সমূলে করে নিধন ॥ ১ ॥

মূল্যবান যত বস্তু বিদ্যমান ভূমণ্ডলে। ভয়ঙ্করা করে জন্মে দুষ্প্রাপ্য সে সর্ব্বকালে। কান্তারে গিরি সাগরে, ভুজঙ্গ মাতঙ্গ শিরে, থাকয়ে অতি দুস্তরে, অমূল্য রত্ন সকলে ॥ লোভেতে

আসক্ত যারা, ধনের আশে প্রাণে সারা, মৃত্যুভয় কি করে তারা, জলে অনলে গরলে। প্রাণের আশা না ত্যজিলে, কারে কোথা রত্ন মেলে, ভয় কি বিরহানলে, নিভাব মিলন জলে॥ ২॥

রাগ ঐ তাল একতালা।

উপায় কি করি মরি মরি কিসে ধৈর্য্য ধরি সই সই বলনা। দেখ লো সজনি, আগত রজনী, গুণমণি কই কই এলোনা। অঙ্গ দহে সদা অনঙ্গ আগুণে, শীতল কর লো মিলন জীবনে, নতুবা কেমনে রাখিব জীবনে, সদা মনে ঐ ঐ ভাবনা॥ ভ্রান্ত হয়ে ভাবি মনের অনুভাবে, সে ভুলেছে মজে অন্য কার ভাবে, আমারে আর সে ভাবে কি না ভাবে, ভেবে ভেবে হই হই বিমনা। কুলভয়ে মরি ভাবিতে ভাবিতে, কখন পারিনে প্রকাশি কাঁদিতে, আকুল হইলাম দুকুল রাখিতে, কেমনেতে সোই সোই যাতনা॥ ১॥

ভাবনা কি সখি দেখি দেখি সে কি ভোলে বা কি তাই তাই ভাবনা। কেবা কারে ডাকে, যদি মনে থাকে, ঘরে থেকে পাই পাই পাবনা। আনিতে তাহারে আমারে পাঠাবে, তা হলে তোমার মান না রহিবে, বুঝে দেখ আগে মনের অনুভাবে, দেখি তবে যাই যাই যাবনা॥ যদি কার সঙ্গে থাকে রঙ্গে মিলে, তবে আর তারে কি হবে সাধিলে, বরঞ্চ যদি সে এসে পথ ভুলে, দেখা হলে চাই চাই চাবনা। ধৈর্য্য হয়ে ধনী থাক মানে মানে, তুমি যে কাতরা সে যেন না জানে, আগে বুঝি মন মনের অনুমানে, জেনে শুনে ধাই ধাই ধাবনা॥ ২॥

রাগিণী খাম্বাজ তাল জলদ তেতালা।

বালিকা রমণীগণে স্বভাবে শরলা রয়। যৌবন সময়ে বল কি জন্যে উন্মত্তা হয়। না জানি কত ঐশ্বর্য্য, পেয়ে হয়েছে

অধৈর্য্য, ভাব যেন চন্দ্র সূর্য্য, কিরণে করেছে জয় ॥ অনঙ্গরঙ্গ সাধনে, ডরে না অমরগণে, দয়া মায়া নাহি মনে, অতি কঠিন হৃদয়। পর্ব্বত পয়ধিপারে, বরঞ্চ যাইতে পারে, যুবতীর যৌবন ভারে, বহিতে প্রাণ সংশয়। ১ ॥

সাধে কি যৌবনকালে উন্মত্তা হয় রমণী। কে কোথা উন্মত্তা হীনা হলে ঐশ্বর্য্যশালিনী। যৌবনজলধি পরে, কুচদ্বয় গিরি ধরে, বদনে ইন্দু বিহরে, কেশপরে কাঁদম্বিনী ॥ অরুণ নয়নোপরি, কটিতে কিঙ্কর হরি, কন্দর্পে করেছে দ্বারী, নিতম্বে ধরে ধরণী। এত ঐশ্বর্য্য যোজনা, কত করিব বর্ণনা, কেনা করে উপাসনা, ইন্দ্র চন্দ্র ঋষি মুনি ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ ছেপ্‌কা।

তার আশারো আশয়। দেখ লো সজনি আর রজনী না রয়। কত ভাব উঠে মনে, বলিতে নারি বচনে, সেধেছি কত যতনে, কেমনি নিদয় ॥ যার জ্বালা সেই জানে, আছি ভূমে কি বিমানে, অবলা শরলার প্রাণে, কত জ্বালা সয়। নিশি প্রভাত হইবে, আশার আশা ফুরাইবে, দিবাকর প্রকাশিবে, জ্বলাবে হৃদয় ॥ ১ ॥

মিছে ভেবনা লো আর। প্রথম রজনী বল প্রভাত আকার। কখন না ভুলে রবে, সময় হলে আসিবে, নিশি থাকিতে হইবে, আসার সুসার ॥ তোর যেমনি মনের আশা, তার তেমনি ভাল বাসা, উভয়েরি সম দশা, আশাতো অপার। পিরীতি করিতে গেলে, কেবা না বিরহে জ্বলে, এখন কি হবে ভাবিলে, ধৈর্য্য কর সার ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ তাল কওয়ালি ঠেকা।

সখি প্রাণ গেলে পরে মন দিওনা। পরপ্রেমে মজনা,

কথাতে ভুলনা, যেন সুখে থাকে সাধে সাধে ভুতের কিল খেওনা। আগে একটু সুখ পাবে, চিরদিন দুঃখ সহিবে, মজিবে দুকুল হারাবে, কার হাতে যেইও না॥ আকাশের চাঁদ হাতে দিবে, পরে পথে বসাইবে, দিনে অন্ধকার দেখাবে, যেচে শাল লইওনা। কত লোকে কত কবে, কত রঙ্গ দেখাইবে, চক্ষু মুদে চলে যাবে, কোন দিগে চাইওনা॥ ১॥

সখি পর বিনে প্রেম কেহ বলেনা। তুমি কি জাননা, এ যে এক সাধনা, তাদের ভুতের কিল অল্প কথা যমের ভয়ে টলেনা। সে প্রেমে যে না মজিলে, তবে সে কি মজা পেলে, দুঃখ যোগ না সহিলে, সুখ ভোগ ফলেনা॥ শশী যদি হাতে দিলে, অন্ধকার কোথা দেখালে, ভয় কি পথে বসিলে, তাতে দেহ গলেনা। প্রেমজলধি সলিলে, যে জন মন ভাসালে, দুকুলের ভয় ভাবতে গেলে, জলের কাযতো চলেনা॥ ২॥

রাগিণী ঐ তাল ছেপকা।

মানিনী মান গেল কেন প্রাণ গেল না। তুমি তারে ভাল বাস সেতো তা বাসে না। বাড়াতে তাহারি মান, হারালে আপনার মান, মিছে কর অভিমান, সেতো তা মানে না॥ অভাব ঘটেছে ভাবে, তবে কি হইবে ভেবে, তুমি মজেছ যে ভাবে, সেতো তা ভাবে না। বাসনা তব মনেতে, সে রবে সদা সুখেতে, বুঝাও তারে বিধিমতে, সেতো তা বুঝে না॥ ১॥

সজনি প্রাণ আছে মিছে প্রেম বিহনে। মরা বাঁচা সম জ্ঞানে রয়েছি বিমানে। ভুলেছে ভালবাসে না, আমার মন তো তা বুঝে না, ভুলিয়ে তারে ভুলে না, শয়নে স্বপনে॥ যার জন্যে কুল মান, হলো সর্ব্ব সমাধান, তার কাছে

অপমান, মানিব কেমনে। এত দুঃখ সহ্য করে, রয়েছি জীবন ধরে, পুনঃ তারে পাব করে, আশা আছে মনে ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ তাল পোস্ত।

একি অসম্ভব ভাব আমার অন্তরে গো। বিস্ময় হয়েছি বাক্য না সরে অধরে গো। নয়নে না দেখি যারে, শ্রবণে শুনিয়ে তারে, স্বপনেতে বারে বারে, দেখি হৃদিপরে গো ॥ কহিতে না পারি ডরে, রহিতে না পারি ঘরে, সহিতে না পারি পরে, পরেতে কি করে গো। শোকসিন্ধু বহে শিরে, নয়ন ভাসিছে নীরে, না জানি কে লবে তীরে, যাব কার করে গো ॥ ১ ॥

যত ভাব আছে জানি তুমি কি জানাবে গো। সকলি পুরাতন কথা নূতন কি শুনাবে গো। যে কোন ইন্দ্রিয় যোগে, বিষয় পাইলে আগে, তখনি মনের ভোগে, অনুরাগে দিবে গো ॥ প্রথমে এমনি হয়, শেষে কেবা কোথা রয়, দুদিন পরে এত ভাঁয়, মনে না রহিবে গো। মিছে কাঁদিলে কি হবে, দেখ না কি মনে ভেবে, পড়েছ সাগরে তবে, তীর কোথা পাবে গো ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ তাল খেমটা।

বুঝিতে না পারি সখি আমারে কি হয়েছে। পাড়ার পোড়া মন্দ লোকে কি জানি কি করেছে। চক্ষু থাক্তে দেখ্তে পাইনা, কালা নই কাণে শুনি না, ক্ষুধা আছে খেতে চাই না, একি রোগে ধরেছে ॥ সদা সশঙ্কিত প্রাণে, কত ভাবনা উঠে মনে, যেন একটা পাহাড় এনে, বুকের উপর রেখেছে। কেহ বলে বায়ের জোরে, বুকে বাথা মাথা ঘোরে, কেহ বলে কেমন করে, উপরি বাতাস লেগেছে ॥ ১ ॥

ও রোগ কি সবাই চিনে আমি চিন্তে পেরেছি। প্রথমেতে রোগী হয়ে শেষে বৈদ্য হয়েছি। যে যা বলে সকল মিছে, ও রোগের কি ঔষধ আছে, ধন্বন্তরি হেরে গেছে, স্বচক্ষেতে দেখেছি॥ বিরহ বিষম জ্বরে, সকল অঙ্গ অবশ করে, যত তাল বুকের ভিতরে, ভাল করে ভুগেছি। কত টোট্‌কা মুষ্টিযোগে, কোন যুক্তি নাহি লাগে, কত ভুগে যোগেযাগে, ঔষধ শিখে রেখেছি॥ ২॥

ভাবনা কি তবে আমার হবে এরোগের উপায়। ঘরে বৈদ্য থাক্তে কেন অপঘাতে প্রাণ যায়। ঔষধের কথা শুনেঃ কত সুস্থ হলেম মনে, সেবন করিয়ে কত দিনে, প্রাণে বাঁচাবে আমায়॥ ঔষধ জেনে নাহি দিলে, রোগীত মরে অকালে, বৈদ্য তেমনি মরে জ্বলে, মলে গঙ্গা নাহি পায়। এবার যদি ভাল হব, কুপথ্য আর না করিব, যত দিন বেঁচে থাকিব, বাঁধা রব তব পায়॥ ৩॥

দেখ লো সই স্বচক্ষেতে চিকিৎসা কি চমৎকার। যখন ধরা পড়েছে রোগ, তখন হবে প্রতিকার। ঔষধ শিখে গোপন করা, সেতো নয় মহতের ধারা, সকলেতে শিখবি তোরা, করবি লোকের উপকার॥ জানত যাহারি তরে, হারায়েছ স্বভাবেরে, আন তারে যত্ন করে, এখনি হবে সুসার। যদি এসে চতুর্ম্মুখ, সেবন করায় চতুর্ম্মুখ, বিনে দেখা তারি মুখ, অন্য ঔষধ নাহি আর॥ ৪॥

রাগিণী ঐ তাল ঐ।

সই ঐ খেদে প্রাণ কেঁদে উঠে। না দেখে তাহার মুখ দুঃখে বুক ফাটে। বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রাণ, মিলনে হয় অভিমান, শাঁক কাটা করাতের সমান, আস্তে যেতে কাটে॥ মনের

দুঃখ মনে রয়, এদুঃখ কি প্রাণে সয়, মনে যে বাসনা হয়, কাযে তা না ঘটে। লাভতো ভাল হইল, পুঁজি পাটা বিকা-ইল, লাভে মুলে হারাইল, এসে প্রেমের হাটে॥ ১॥

সই কাঁদিলে কি হবে এখন আর গো। শেষে এই ঘটে আগে না করে বিচার গো। পিরীতি বিচ্ছেদে ঘেরা, যারা করে জানে তারা, কেন হয়ে সকাতরা, কর হাহাকার গো॥ সুখ দুঃখ সমাকারে, থাকে সকল আধারে, আশা পূর্ণ এসং-সারে, হয় কোথা কার গো। ব্যবসা করে সকলে, লাভালাভ দুই ফলে, হয় বুদ্ধির কৌশলে, আশার সুসার গো॥

রাগিণী ঝিঁজোটী তাল বিমা তেতালা।

কি ধন আমার আছে আর ওরে প্রাণ আমার। বলনা কি দিয়ে আবার শুধিবো তোম় গুণের ধার। প্রথমে দিয়ে শ্রবণ, দ্বিতীয়ে গেল নয়ন, তৃতীয়ে মজেছে মন, চতুর্থে প্রাণ রাখা ভার॥ কুলমান লজ্জা ভয়, ছিল যত সুখাশয়, সকলি করিয়ে ক্ষয়, গঞ্জনা করেছি সার। ক্ষণে না দেখে নয়নে, থাকি ভূমে ক্ষি বিমানে, নিশ্চয় করেছি মনে, মরিলেও নাহি নিস্তার॥ ১॥

কি ভাবে এ ভাবনা উদয় ওহে রসময়। অধিনী বলিযে এত বলাত উচিত নয়। সকলি জান অন্তরে, দিয়াছ লয়েছ ধরে, প্রেমে ঋণী হলে পরে, কেবা কোথা মুক্ত হয়॥ তুমি রয়েছ অভাবে, আমি কি আছি স্বভাবে, উভয়েরি সম ভাবে, গত হতেছ সময়। আর কিছু নাহি মনে, দেখো নয়নে নয়নে, থেকো জীবনে মরণে, পদে রেখো দয়াময়॥ ২॥

রাগিণী ঐ তাল ছেপ্‌কা।

বিরহ যাতনা আমি কখন জানিনা সখি। সে যদি অন্তরে থাকে অন্তরে তাহারে দেখি। তার রূপ ধ্যানে ধরে, তার গুণ

গান করে, তার আসার আশানীরে, মনেরে শীতল রাখি ॥ যে দিনে দেখেছি তারে, সকল দুঃখ গেছে দূরে, আছি যেন স্বর্গপুরে, হয়েছি পরম সুখী। বরঞ্চ দেখা হইলে, মদন আগুণ দ্বিগুণ জ্বলে, সুখ দুঃখ সকল ভুলে, ছল ছল করে আঁখি ॥ ১ ॥

কি কহিলে প্রাণসখি বুঝিতে না পারি ভেবে। পিরীতি বিরহ ছাড়া এ কথা কোথা সম্ভবে। ঔষধি আছয়ে বনে, তাহার নাম স্মরণে, কিম্বা তার দরশনে, রোগেতে কি মুক্ত হবে ॥ অনুপান সহকারে, ঔষধি গেলে উদরে, তবে রোগ মুক্ত করে, প্রত্যক্ষ দেখিছে সবে। তেমতি ইথে জানিবে, সুযোগে মিলন হবে, অনুকম্পা সকল রবে, তবে বিরহ নাশিবে ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ তাল জলদ তেতালা।

কি রূপ সৃজন নারী বুঝিতে নারি কারণ। বিধুমুখে মৃদুহাসি সুধা সম সুবচন। ইন্দীবর সুনয়ন, অম্বুজ সম বদন, কুন্দকলিকা দশন, মরি কি সুদরশন ॥ নবপল্লব অধর, তিলফুল নাসাবর, অকলঙ্ক কলেবর চম্পকদল বরণ। কুচপদ্ম মনোহর, মৃণাল যুগল কর, উরু রম্ভাতরুবর, রক্তকমল চরণ ॥ দেখ ব্রহ্মাণ্ডভিতরে, সব লোকে সমাদরে, রাখে সদা হৃদিপরে, রমণী অমূল্য ধন। যতনে করে নির্ম্মাণ, বিধাতার কি সুবিধান, চিত্ত করিল পাষাণ, সেই খেদে কাঁদে মন ॥ ১ ॥

কে বলে পুরুষ ভাল সম পরশরতন। রমণী বধের তরে বিধি করেছে সৃজন। মুখ সুপঙ্কজদল, বাক্য অতি সুশীতল, অন্তরে জ্বলে অনল, দহিতে রমণীর মন ॥ প্রথম মিলনকালে, চরণে ধরিয়া বলে, কেহ নাই তিন কুলে, আমি অতি অকিঞ্চন। দয়া করে দিনহীনে, যদি রাখ লো চরণে, যাবনা আর কোন স্থানে, যাবত রবে জীবন ॥ কিছু দিন থেকে পরে, মিনি দোষে

ত্যজ্য করে, অনায়াসে ভজে পরে, সে নারী করে রোদন। সে তুলনা গোপিকুল, কৃষ্ণবিচ্ছেদে আকুল, কুবজারে অনুকুল, হইল যদুনন্দন ॥ ২ ॥

রমণী নির্দ্দয়া অতি এ জগতে কে না জানে। বিষকুম্ভ সমা নারী, শাস্তিশতকে বাখানে। ব্রজ ছাড়া যদুপতি, এ কথা বলে দুর্ম্মতি, পাদমেক ন গচ্ছতি, শ্রীপতি শ্রীবৃন্দাবনে ॥ রাজ-কন্যা কি বিচারে, কোটালের আজ্ঞানুসারে, স্বহস্তে পতি সংহারে, প্রকাশ আছে পুরাণে। অসাধ্য কিছুই নাই, তুলনা খুঁজেনা পাই, নরে কি বুঝিবে ছাই, নাহি বুঝে দেবগণে ॥ ৩ ॥

অবলা শরলা নারী এ কথা নাহি খণ্ডিবে। নিন্দকের ব্যঙ্গ কথা কে কোথা মান্য করিবে। শেষে শঠের সঙ্গ হলে, হয়ে শরলে কুটিলে, সমানে২ চলে, তারে দোষিলে কি ভেবে ॥ ভাল যেন যদুরায়, মধুপুরে নাহি যায়, কি দোষে বনে পাঠায়, সীতারে কি তা সম্ভবে। ইন্দ্র চন্দ্র প্রজাপতি, ইহাদের কার্য্যের গতি, বিচারিলে বসুমতী তখনি বিদীর্ণা হবে ॥ ৪ ॥

রাগিণী ঐ তাল খেমটা।

পর মজাতে পার তুমিত প্রাণ মজনা রে। যে তোরে ভজনা করে তারেত প্রাণ ভজনারে। মরি কত গুণ ধর, অবলার প্রাণ হর, সাজাতে পার অপর, পরেত প্রাণ সাজনারে ॥ যে তোমার পায়ে ধরে, কাঁদাও তারে অনাদরে, যে তোমারে ত্যজ্য করে, কভুত প্রাণ ত্যজনারে। যারা শতমুখী চড়ায়, সদা বেড়াও তাদের পাড়ায়, যে তোমারে খুঁজে বেড়ায়, ভুলেত প্রাণ খোজনারে ॥ ১ ॥

বল ললনা কেন কর এত ছলনা লো। পরের কথা বলতে পার, আপনার কথা বলনা লো ॥ চতুরে ভুলাতে পার, পাথরে

গলাতে পার, মুনির মন টলাতে পার, কিন্তু তুমি টলনা লো ॥ চড়িয়ে চাতুরীরথে, কুরঙ্গ তুরঙ্গযূথে, বেড়াও প্রেমের বাঁকা-পথে, সোজাপথে চলনা লো। ভুরুধনুর যোগেতে, কটাক্ষ অগ্নিবাণেতে, শিখেছ প্রাণ প্রাণ জ্বলাতে, আপনিত জ্বলনা লো ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ তাল ঐ।

গুণ কি আছে বল রমণী ডাকিনী কুলে। অনুকূলের অবাধ্য হন পরিণত প্রতিকূলে। বিবাদের মূলাধার, কিছু নাহি সুবিচার, পদানত হলে তার, মনের কথা কয় না খুলে ॥ পড়িয়ে বস্তুবিচার, জানিয়ে সর্ব্ব অসার, ছাড়িয়ে সাধু সংসার, গিয়েছে পর্ব্বতের মূলে। হৃদে গরল যোজনা, অধরে অমৃত কণা, যারা করে উপাসনা, নিতান্ত ভ্রমেতে ভুলে ॥ ১ ॥

দোষ দিও না কেহ পুরুষ গুণভাজনে। সাবধান করি আমি যত রমণী কুজনে। নারী সদতঃ বিবাদি, নর মাত্রে অবিবাদি, ষণ্ড ভণ্ড পাষণ্ডাদি, শব্দে ডাকবো নারীগণে ॥ সুবর্ণে করিয়ে মিলন, গড়েছে সব পুরুষ রতন, নারী সকল মাটীর গঠন, কেন সৃষ্টি অকারণে। কেবলি অমৃতখণ্ড, নর জাতি মহা-কাণ্ড, নারী কেবল বিষের ভাণ্ড, সকল মানে যত ভণ্ড-জনে ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ তাল ঠুম্‌রি।

যে সুখ পেয়েছি প্রেমে বল্‌তে না পারি সই। ঘরে পরে সমান জ্বালা জ্বল্‌তে না পারি সই। বিপক্ষ পক্ষ হাসালে, বিরহ তাপ বাড়ালে, এ দেহ গলালে আর গল্‌তে না পারি সই ॥ কত লোকে কত বলে, তবুত নাহিক টলে, সে কুপথে চলে, আমি চিন্তে না পারি সই। সহিয়ে কত যাতনা, তবু

করি উপাসনা, সে করে ছলনা, তারে ছলতে না পারি সই ॥ ১ ॥

তোমার কথাতে কথা কইতে না পারি আর। মিছামিছি জ্বালা ঘরে রইতে না পারি আর। তুমি প্রেমে সুখি হবে, অন্যে কি বিরহ সবে, কেমনে সম্ভবে, আমি সইতে না পারি আর ॥ মিছে দোষী কর তাঁরে, নাহি দেখ আপনারে, এ কলহ তারে, শিরে বইতে না পারি আর। সাধে সাধে অপবাদে, ডেকে আনিছ বিবাদে, অলাভ সংবাদে সদা লইতে না পারি আর ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ তাল পোস্ত।

পিরীতের যত সুখ যত দুঃখ জানাতে হবেনা আমি ভাল জেনেছি। দেখেছি শুনেছি করেছি শেষে ঠেকে শিক্ষেছি। দেখ যাহার কারণে, জীয়ন্তে ভজি শমনে, সে ভুলে আছে কেমনে, দেখে শুনে অবাক হয়েছি ॥ সকলেরি অনুগত, কেহ নহে অনুরক্ত, ভয়ে ভীত জ্ঞান হত, যেন কত চুরি করেছি। ভ্রমে ভ্রমি সর্ব্বকালে, কতই আছে কপালে, সকলি ভুলেছি কালে, একটী কথা মনে রেখেছি ॥ ঘরে পরে অপমান, সদা থাকি ম্রিয়মাণ, দেহেতে রয়েছে প্রাণ, তবু যেন মরে রয়েছি। প্রেমে যেন কেও মজেনা, পরে যেন কেও ভজেনা, এমন করে কেও মজেনা, যেমন মজা আমি পেয়েছি। ১ ॥

কি কহ প্রাণ সখি, জান না কি পিরীতেরি এই রীতি আছে জগতে। মরিবে বাঁচিবে কি হবে কে কোথা ভাবে আগেতে। প্রথমে দেখি সকলে, যতন করে স্বচ্ছলে, কিছু দিন গত হলে, উভয়েতে ভুলে মনেতে ॥ পিরীতে যে সুখ আছে, করেছে জেনেছে পাছে, মানাপমান কি তার কাছে,

মরেছে সে গেছে স্বর্গেতে। মিছে কাযে ভ্রমণ করে, ঐ রোগে অনেকে মরে, রাজকন্যা পিরীত করে, ধরেছিল দাসীর পায়েতে॥ ভুলেছ সই সকল কথা, মনে আছে একটী কথা, সেইটীত সই কাযের কথা, কায কি আবার অন্য কথাতে। যে খেয়েছে প্রেমসুধা, ঘুচেছে তার সকল ক্ষুধা, সে কি মানে কোন বাধা, থাকে সদা মনের সুখেতে॥ ২॥

রাগিণী খাম্বাজ ঝিঁজোটী তাল ধিমা তেতালা।

এমন যন্ত্রণা বুঝি আর নাহি এ জগতে। বিষাক্ত অনল ভাল বিরহ অনল হতে। দেখনা সামান্য জলে, নির্ব্বাণ করে অনলে, এ অনল জলে জ্বলে, নিবাতে নারে সুধাতে॥ অবিরত জ্ঞান হত, ভেবে প্রাণ ওষ্ঠাগত, স্বর্গ আদি সুখ যত, কিছু ধরেনা মনেতে। একেত অবলা নারী, আর না সহিতে পারি, মনেতে এই বিচারি, জীবনে জীবন দিতে॥ ১॥

পিরীতি-সাগরে দেখ সই সুখজন্তুগণে। দাহন করয়ে সদা বিরহ বাড়বাগুণে। সেকি সামান্য সলিলে, নেবে জঘন্য কৌশলে, বাড়বাগ্নি থাকে জলে, জলে নিবিবে কেমনে॥ তেমতি বিরহানল, জলে আর করে বল, কিছুতে নহে শীতল, মিলন সলিল বিনে। যে করেছে প্রেম সার, স্বর্গসুধা কিবা ছার, সুখ দুঃখ একাকার, সম জীবনে মরণে॥ ২॥

রাগিণী ঐ তাল ঐ।

সকলে জানিত যদি সই পিরীতেরি মান। তা হলে পিরীতি করে কেও হতনা অপমান। পিরীতি করে কুজনে, মিছে রোদন করে বনে, জানে রসিক সুজনে, পিরীতেরি পরিমাণ॥ তাদের হাতে গেলে পরে, মানে রয় ঘরে পরে, রাখে সদা যত্ন করে,

রমণীর ধন অভিমান। পড়ো কুজনেরি হাতে, হয়েছে ফল হাতে হাতে, যেতে হয় কি অধঃপাতে, হয়ে থাকি ম্রিয়মাণ॥ ১॥

জানিলে সকলে প্রেমরস কি যশ হইত। অপমান না থাকিলে মানে কি মান পাইত। সুজনে আর কুজনে, ভেদ না থাকিলে মনে, তবে বল কোন জনে, সুজনের গুণ গাইত॥ ভাল মন্দ বিচার করে, পিরীতি কি ঘটে পরে, রসিক সুজন পেলে করে, শঠের হাতে কে যাইত। দেখ ঐ তিন ভুবনে, শুভাশুভ সর্ব্বক্ষণে, না হলে এত যতনে, সুধাখণ্ড কে খাইত॥ ২॥

রাগ লুম্‌, তাল ধিমা তেতালা।

আজু কি আনন্দ আমার ঘরেতে সই। মনে হয় নিশাকরে পেয়েছি করেতে সই। নাথ গিয়ে দেশান্তরে, আমারে ছিল পাসরে, আপনি এসেছে ঘরে, কাহার বরেতে সই॥ আশাত না ছিল মনে, পুনঃ দেখিব নয়নে, প্রাণে রেখেছি যতনে, মদন শরেতে সই। হল আশার সুসার, এই বাসনা আমার, বিচ্ছেদ না ঘটে আর, ইহার পরেতে সই॥ ১॥

সকল সাধনা তুমি যে শরলে সই। হারাধনে পুনঃ ফিরে পায় কি সকলে সই। সুখের নাহিক পার, এমন দিন হবেনা আর, শোধ মদনেরি ধার, থাকিয়ে বিরলে সই॥ নয়নে কর সফল, জীবনে কর সবল, মিলনে কর সজল, বিরহ অনলে সই। তুষিবে যতনে তারে; সাধিবে চরণে ধরে, রাখিবে সদা আদরে, হৃদয়কমলে সই॥ ২॥

রাগ ঐ তাল ছেপকা।

পোহাল যামিনী গুণমণি আসিবে কি আর। তেমনি করে এসে ঘরে মধুস্বরে ডাকিবে কি আর। জানি তার মন ভাল, সকলেত বলে ভাল, আগে যেমন ছিল ভাল, তেমনি ভাল

বাসিবে কি আর ॥ বচন অমৃতরাশি, শ্রবণ যুড়াত আসি, কেমনি মধুর হাসি, তেমনি হাসি হাসিবে কি আর। যে অবধি আছি ভাবে, আমারে সে আপন ভাবে, দুঃখ নাশিত যে ভাবে, তেমনি ভাবে নাশিবে কি আর ॥ ১ ॥

যাবেনা যামিনী শিরোমণি পাইব সত্বর। অনুমতি কর যদি সে অবধি যাইব সত্বর। তারে ভাল জান মনে, তবে ভুলিবে কেমনে, আসিবে যবে গোপনে, মনে যেন থাইব সত্বর ॥ দিয়ে নয়নেরি জল, নিবার বিরহানল, এখনি হবে যুগল, সুমঙ্গল গাইব সত্বর। হবে আশার সফল, ধৈর্য্যেরে কর সবল, মিলন অমৃত ফল, সেই ফল খাইব সত্বর ॥ ২ ॥

রাগ লুম বেহাগ তাল পোস্ত।

আজি কি সুখের নিশি দেখ যেন না পোহায়। সরোজিনী সখা যেন আর প্রকাশ না পায়। দিবসের প্রতিকূলে, নলিনী রবে ব্যাকুলে, বলে দিও অলিকুলে, অন্য ফুলে মধু খায় ॥ দিন নয় দুঃখসাগর, বিহনে গুণসাগর, শুকায় সুখসাগর, প্রভাকর কুপ্রভায়। শশীর সুধা প্রসবে, সর্ব্বত্র শীতল রবে, দিবাচরী সবে তবে, হবে নিশাচরীর প্রায় ॥ ১ ॥

আকুল হলে কি হবে দুকুল রাখিতে হয়। কুলনারী হয়ে এত ব্যাকুলাত ভাল নয়। ভ্রান্ত কি হয়েছ ভাবে, বল নিশি না পোহাবে, নূতন কি সৃষ্টি দেখাবে, কেন হেন দুরাশয় ॥ কেন গণিছ বিবাদ, সুধা খেতে কি অসাধ, উহার কি মনসাধ, তিল আধ ছাড়া রয়। রজনীত না রহিবে, দিনমণি প্রকাশিবে, কেমনে গৃহে রাখিবে, আছে কলঙ্কেরি ভয় ॥ ২ ॥

থাকিতে যামিনী কেন গুণমণি যেতে চায়। নিবারণ কর সখি নতুবা এ প্রাণ যায়। ধৈর্য্য ধরিতে না পারি, নয়নে বহিছে

ঝাঁরি, বারি নিবারিতে নারি, মরি ধরি তব পায়॥ প্রেমদায় একি দায়, ঘটিল বিষম দায়, কেমনে হবে বিদায়, দায়ে ফেলে প্রেমদায়। কুল কলঙ্ক ভাবিয়ে, প্রাণেরে বিদায় দিয়ে, কি ফল দেহ রাখিয়ে, শব হয়ে শূন্যকায়॥ ৩॥

অধৈর্য্য হইলে এত প্রেম রাখা হবে দায়। প্রাণ যাবে মান রবে বলে কথায় কথায়। হলে অসম্ভব ক্ষুধা, ঘটিবে অনেক বাধা, দিবসে চাঁদের সুধা, চকোরী কি খেতে চায়॥ করিলে কত যতন, রক্ষা পায় প্রেমধন, জানিলে সে বিবরণ, মজিতে না দুরাশায়। যত গোপনে রাখিবে, ততই সুখ দেখিবে, ক্রমে উপায় শিখিবে, ধরিলে কি হবে পায়॥ ৪॥

রাগ ঐ তাল খেম্‌টা।

কে ঘটালে এমন অসুখ এ সুখে গো। সইতে নারি কইতে নারি মরি মনোদুঃখে গো। কুলোকে পরের সুখে জল ঢালে বুকে গো। কলিকালের দেবতা কালী কালি দিবেন মুখে গো॥ আপনাপর যায়না চেনা অবাক হলেম দেখে গো। পরের জ্বালায় ঘর করা দায় সরম ভরম রেখে গো। মর্ম্মে ব্যথা এমন কর্ম্ম কেমন করে শিখে গো। ধর্ম্মরাজা কেন তাদের এ জগতে রাখে গো॥ ১॥

এই কুঁদাড়া সখি দেখি সকল পাড়ায় গো। মানুষ দেখ্‌লে জ্বলে মরে ছলে কলে তাড়ায় গো। একটী কথার সাড়া পেলে পাঁচটী করে বাড়ায় গো। তাড়াতাড়ি সেই বাড়ীতে আড়ি পেতে দাঁড়ায় গো॥ উদ্দেশেতে পেতে খড়ি নাড়ী ধরে জড়ায় গো। বাতাসেতে দিয়ে দড়ি ঝকড়া খুঁজে বেড়ায় গো। গাড়ী ঘোড়া শালের যোড়া দেখ্‌লে সবাই গড়ায় গো। রাঁড়ী ভুঁড়ী ভাঙ্গা বাড়ী ভাঁড়ি পায়ে নাড়ায় গো॥ ২॥

রাগ লুম তাল খেমটা।

বলবো কি দুঃখের কথা বলিলে কি হবে আর। সাধ করে মজেছি ভাবে ভাবিলে কি হবে আর॥ যত গুণে সুখী ছিলাম, ততোধিক দুঃখ পেলাম, কেঁদে কেঁদে অন্ধ হলাম, কাঁদিলে কি হবে আর॥ মনে রহিল বাসনা, সার হইল আকুনা, জানিয়ে দিলে যাতনা, জানালে কি হবে আর। ব্যাকুলা কুল ভাবিতে, আরত নারি রাখিতে, জনম গেল সাধিতে, সাধিলে কি হবে আর॥ ১॥

সাধের পিরীতে কত সহিতে হবে গো সই। বিরহ অনলে কত দহিতে হবে গো সই। শঠেরে শরলভাবে, কি ভেবে ভুলেছ ভাবে, যত দিন রবে এ ভাবে, ভাবিতে হবে গো সই॥ আগে না করে বিচার; মজেছ পিরীতে তার, কতই দুঃখের ভার, বহিতে হবে গো সই। বিষম বিরহানলে, যদি প্রাণ যায় জ্বলে, কুলনারী হয়ে কুলে, থাকিতে হবে গো সই॥ ২॥

রাগিণী বেহাগ তাল জলদ তেতালা।

ইথে কি গৌরব তব শুনরে কলঙ্কী শশী। অকলঙ্ক শশীমুখী আমার প্রাণপ্রিয়সী। কলা হীন ক্ষীণভাবে, দিবসে থাক অভাবে, মুখশশী পূর্ণভাবে, প্রকাশিত দিবা নিশি॥ বিমানে তব নিবাস, রাহুতে করয়ে গ্রাস, মেঘেতে করয়ে হ্রাস, হেন উজ্জ্বল কিরণ। কত রাহু ঘর আসি, হয়েছে মস্তকবাসি, প্রকাশে কিরণ রাশি, হৃদি বিমান নিবাসি॥ ১॥

গৌরব সৌরভ যথা আপনি প্রকাশ হয়। নিজ গুণের গরিমা নিজে বলা ভাল নয়। সুধাকর নাম ধরি, সুধা বিতরণ করি, বিষকুম্ভ সমা নারী, সকল শাস্ত্রেতে কয়॥ শশধরে বিষধরে, যে জন তুলনা করে, ধন্য সে সুবুদ্ধি নরে, মরি কিবা চতুরাশয়।

রাহু ঘন দিবাকরে, জীবনে নাহি সংহারে, মুখশশী কাল করে, সমূলে হইবে ক্ষয় ॥ ২ ॥

রাগিণী বেহাগ তাল জলদ তেতালা।

এস এস এস বঁধু ভালত ছিলে হে। মনেতে কি ছিল তোমার অধীনী বলে হে। বুঝি কোন প্রিয়জনে, দেখিবার প্রয়োজনে, যাইতেছিলে নির্জ্জনে, এসেছ ভুলে হে ॥ বিনাশি আমার আশা, পূরালে অন্যের আশা, এমন ভাল ভালবাসা, কোথা শিখিলে হে। তুমি সুখে থাক সখা, তবু ভাল মন রাখা, কখনত হবে দেখা, দেহ থাকিলে হে ॥ ১ ॥

শুন শুন শুন প্রিয়ে আছি যে সুখে সই। জীবনে মরণ সম তোরে না দেখে সই। তুমি প্রিয়জন বিনে, নাহি জানি অন্য জনে, ঈশ্বরে প্রত্যক্ষ জেনে, বলি সম্মুখে সই ॥ সশঙ্কিত লোক ভয়ে, থাকি, মরমে মরিয়ে, নইলে কি তোরে ভুলিয়ে, আছি এ দুঃখে সই। তোমার বিচ্ছেদানল, দহে হইয়ে প্রবল, মনে করি কিবা ফল, জীবন রেখে সই ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ তাল পোস্ত।

আমি কি আর স্বভাবে আছি। না বুঝে পরের করে প্রাণ সঁপেছি। সুখ আশে প্রেম করে, শেষে দুঃখের সাগরে, পড়ে অকুল পাথারে, ডুবে রয়েছি ॥ ১ ॥

বিধুমুখে মধুর হাসি, দেখে হয়েছি উদাসী, যেন কত সুধা রাশি, প্রকাশিত তায়। যে অবধি সে বৈমুখ, ঘুচে গেছে সব সুখ, যেন না হেরে সে মুখ, অন্ধ হয়েছি ॥ ১ ॥

তাহার গুণ অপার, শুনিয়ে সই অনিবার, জুড়াত শ্রবণ আমার, সুখের অপার। এবে সে রবনা শুনি, ব্যাকুল হয়েছে প্রাণী, বিহনে মধুর বাণী, বধির হয়েছি ॥ ২ ॥

সুগন্ধ পুষ্প জিনিয়ে, অঙ্গের সৌরভ লয়ে, নাসিকা রসিকা হয়ে, বহিত সদাই। না পেয়ে আর সে সৌরভে, কুরবে প্রাণ না রবে, সুর্পণখারি সুরবে, বেশ ধরেছি॥ ৩॥

তাহার অধরামৃত, পান করে অবিরত, রসনা বাসনা হত, হয়েছিল সই। বিনাশ হয়ে সে রসে, রসনা ভাবে বিরসে, পীয়ূষ ত্যজে কি রসে, বিষ খেতেছি॥ ৪॥

আর দেখ দুই করে, সে অঙ্গ পরশ করে, তুষিত তাপিত অন্তরে, রুষিত কুজন। সে অঙ্গ স্পার্শ না করে, যে দুর্গতি কব কারে, এবে সেই দুই করে, অবশ করেছি॥ ৫॥

দেখিবার অনুরোধে, দিবা নিশি মনসাধে, দুই পায়ে কাক বেঁধে, কতই ভ্রমণ। হারাইয়ে সে সম্পদে, পড়েছি কত বি-পদে, আপদ ঘটেছে পদে, অচল হয়েছি॥ ৬॥

প্রাণনাথ দেশান্তরে, একা যাবে কেমন করে, নিজ মন সঙ্গি করে, দিয়েছিলাম তার। মন তার সঙ্গে গিয়ে, আমারে গেছে ভুলিয়ে, আপন যাত্রা পরকে দিয়ে, দৈবক্ষ হয়েছি॥ ৭॥

পিরীতি অমৃতজলে, অমর হয়েছি বলে, জীবন কোন কৌশলে, নাশেনা আমার। তাইতে বিরহ অনলে, মম অঙ্গ নাহি জ্বলে, বেঁচে আছি ছলে, কিন্তু দান পেয়েছি॥ ৮॥

লোকলাজ কুল ভয়ে, রয়েছি ধৈর্য্য হইয়ে, অন্তরে গি-য়েছি বয়ে, কেহ না জানে। শত্রু মিত্র সর্ব্বজনে, ঘরে সুখে আছি জানে, কিন্তু আমি মনে মনে, পথে বসেছি॥ ৯॥

গৃহ ধর্ম্ম কর্ম্মভারে, সুখে ছিলাম এ সংসারে, আত্ম বন্ধু পরিবারে, কতই যতন। ধর্ম্ম কর্ম্ম নাহি মনে, শত্রু ভাবি সর্ব্ব জনে, বিষের বাতি সর্ব্ব স্থানে, জ্বেলে দিয়েছি॥ ১০॥

পিরীতি কি চমৎকার, চিন্তার নাহিক পার, কেবলি দুঃখের

তার, শিরে সর্ব্বদাই। মিছে কি হবে ভাবিলে, বিফল বনে কাঁদিলে, কি হবে পরে ভুবিলে, আপনি মজেছি ॥ ১১ ॥

রাগিণী বেহাগ তাল তেওট।

নীরস তোমার মন সরস হল কেমনে। অনিবার নীরধার নির্গত দেখি নয়নে। পিতা মাতা গত হলে, নাহি কাঁদ কোন কালে, এখনত হে অবহেলে, সিদ্ধ হয়েছ রোদনে॥ ছিলি মত্তকরিঅরি, মানিতে না ত্রিপুরারি, এখন মেষ বেশধারী, সাধিতেছ সর্ব্ব জনে। কটুবাক্য কি নির্দ্দয়, জ্বলাতে সর্ব্ব হৃদয়, এখন একি দয়াময়, মধু বরিষে বচনে ॥ ১ ॥

রসবতী বলে সতী সরস দেখ সকলে। জ্বালিয়ে অনল রাশি হাসিছ বসি বিরলে। তোমার বিরহাগুণে, আমার নীরস মনে, সরস করে এইক্ষণে, নয়নপথে উথলে॥ রমণী অমূল্য নিধি, করে দিয়েছিল বিধি, হারায়েছে যে অবধি, ডুবেছি রোদনজলে। বিহনে তোমার বল, হয়েছে সিংহের বল, বাক্য হয়েছে দুর্ব্বল, মিশেছি মেষের দলে ॥ ২ ॥

রাগিণী বাগেশ্বরী তাল ধিমা তেতালা।

অধরে কি ধরে সুধা কোটি সুধাকরাননে। সকলে কি পায় তায় পান করে ভাগ্যবানে। দেখ এক শশধরে, জগতে শীতল করে, সতত সুধা বিতরে, তথাপি থাকে সমানে॥ কোটি সুধাকর যথা, তার কি আর কি কথা, কত সুধা আছে তথা, সাধ্য কি সংখ্যা-কথনে। কিন্তু হয়ে সুধাসিন্ধু, বিতরে না সুধা বিন্দু, ঐ দুঃখে দুঃখসিন্ধু, উথলে সদা নয়নে ॥ ১ ॥

হেন অসম্ভব কথা কেন কহ হে আমারে। সুধাংশু সহ তুলনা হয় কি সামান্যাকারে। স্বর্গ নরকে গণনা, বিষে অমৃতে তুলনা, কার সঙ্গে কি যোজনা, কোন শাস্ত্র অনুসারে॥ দাসী

হয়ে ও চরণে, সেবি সদা সুযতনে, জানিয়ে অধীনী জনে, ব্যঙ্গ কর কি বিচারে। তুমি নারী শিরোমণি, তোমাতে সকলি মানি, পীযূষ পরশমণি, সম্ভব হইতে পারে ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ তাল জলদ তেতালা।

মরিতে বাসনা আমার সতত আছে মনেতে। শুনেছি সে রবিসুত ভীত আমার নামেতে। যখন যেখানে যাই, তথা বিপদ ঘটাই, ধর্ম্মরাজা ভেবে তাই, ডাকেনা সেই ভয়েতে ॥ মনে করি কোন ছলে, প্রবেশি সমুদ্রজলে, প্রবল বিরহানলে, সমুদ্র শূন্য জলেতে। দুঃখ ভোগিবার তরে, যে জন জীবন ধরে, শীঘ্র মৃত্যু হলে পরে, ধন্য সে কলিযুগেতে ॥ ১ ॥

সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু বিধি লিখেছে কপালে। আপনার ইচ্ছা মতে কার কোথা ফল-ফলে। রোগে শোকে আকুল হলে, মরিতে চাহে সকলে, তাহা কি ঘটে অকালে, যা হবার তা হয় কালে ॥ পিরীতি করিতে গেলে, সর্ব্বদা কি সুখ মেলে, ভয় কি বিরহানলে, নিবাব মিলনজলে। হইলে প্রাচীন দশা, খর্ব্ব হয় সর্ব্ব আশা, ধনাশা জীবনের আশা, বৃদ্ধি পায় চরমকালে ॥ ২ ॥

রাগ হামীর তাল ধিমা তেতালা।

কি কুক্ষণে তার সনে হল প্রেম আলাপন। প্রেম গেছে সে ভুলেছে মজে আছে মম মন। পেয়ে তারে পরস্পরে, সুখী হয়েছিলাম পরে, রেখেছিলাম হৃদিপরে, পরে করিল হরণ ॥ ভাল,সেত,ভুলে আছে, যেতে না হয় তার-প্কাছে, ঔষধি কাহার কাছে,আছে করাও সেবন। যদি হয় শিরশ্ছেদ, তাহে নহে এত খেদ, অসহ্য তারি বিচ্ছেদ, আর রহেনা জীবন ॥ ১ ॥

প্রেমালাপ হলে পরে হয় প্রলাপ যাতনা। নিশ্চিত এইত ভাব জানিয়ে কেন ভাবনা। ভুজঙ্গ সঙ্গে যাইতে, সুখের-নিধি

পাইতে, অমৃতখণ্ড খাইতে, কেবা না করে কামনা।। সে যদি ভুলেছে তোরে, তুমি ভুলে যাও তারে, এ ঔষধি অনুসারে, সফল হবে সাধনা। এত দুঃখ বারে বারে, অন্যে কে সহিতে পারে, ভুলে যাও দেখে তারে, কিছুত মনে রাখনা ।। ২ ।।

রাগ ঐ তাল জলদ তেতালা।

অরসিক ধিক তোরে কেন রে প্রেম করিলে। না জেনে পিরীতের তত্ত্ব কেন প্রবর্ত্ত হইলে। রূপ গুণ ধনমান সকলি অবিদ্যমান, তবে সত্য বল প্রাণ, কেমনে মন ভুলালে ।। দেখ দেখি মনে ভেবে, কি মন্দ করেছি কবে, বলনা কি দোষে তবে, অবলার কুল মজালে। ভাল যদি করেছিলে, দোষ কি শিক্ষা করিলে, ভুলায়ে কেমনে ভুলে, হাসাইলে শত্রুকুলে ।। ১ ।।

আমিত পিরীতের তত্ত্ব জানি লো বিশেষ মতে। তবে যে হয়েছি ভ্রান্ত সে কেবল তব ভাবেতে। রূপ নয়নেরি ভোগ, গুণেতে মনের যোগ, না থাকিলে গুণযোগ, পারি কি মন ভুলাতে ।। অপরূপ রূপ দেখি, তাইতে ভুলেছিল আঁখি, তব গুণ নাহি সখী, জানি শেষে যে মনেতে। তুমি গুণহীনা বলে, নির্গুণ দেখ সকলে, এমনে কি মন ভুলে, দোষ কি তারে ভুলিতে ।। ২ ।।

রাগ কেদারা তাল ধিমা তেতালা।

মরি কি নির্ম্মল নিশি শশিমুখী অদর্শনে। যেন বিষ বরিষণে গগণে শশী কিরণে। গৃহে কি গাছের তলে, সমভাবে দুঃখ ফলে, অনল অধিক জ্বলে, মলয়ারি সমীরণে ।। ফুলবনে অলিকুল, সুখে সংযোগী আকুল, আমি হয়েছি ব্যাকুল, শিরশূল অনুমানে। মদনেরি পঞ্চ শরে; কোকিলেরি কুহু স্বরে, প্রিয়ার বিচ্ছেদ শরে, শরে শরে হরে প্রাণে ।।০

কি ভাবে এভাব সখা যে ভাব উদয় মনে। পিরীতি করিতে গেলে এই রীতি সর্ব্ব স্থানে। সন্দেহ যার ভাবেতে, এবে তার অভাবেতে, ভ্রান্ত হয়েছ ভ্রমেতে, বিপরীত অনুমানে॥ সমূহ স্বপক্ষ কুলে, সুখ নাশিছে সমূলে, প্রিয়সীর প্রতিকূলে, প্রতিবাদী সর্ব্ব জনে। তার চরণ যুগলে, ধৌত কর আঁখিজলে, সপক্ষ হবে সকলে, সদয়ে শশিবদনে॥ ২॥

রাগ কেদারা তাল জলদ তেতালা।

দুরাশা আমার আশা কেন তারি আশে যায়। বামন যেমন ভাবে শশী ধরিবারে চায়। ভ্রান্তি বুদ্ধি ক্ষণে ক্ষণে, কত আশা করি মনে, তাতে কি দরিদ্র জনে, অমূল্য রতন পায়॥ আশা অপার জলধি, ভয়ানক নিরবধি, তাহাতে যে চায় নিধি, ধিক শত ধিক তায়। কিন্তু আশা মন্দ বটে, ছাড়া নহে কোন ঘটে, যদি ইচ্ছা মত ঘটে, কত সুখ কব-ময়॥ ১॥

আশারে অসার ভেবে কি লয়ে রবে সংসারে। আশা যদি না থাকিত তবে কে মানিত কারে। মায়া ভৌতিকী আকার, সকলি কার্য্য মায়ার, মায়া হইল অসার, ভ্রান্তি বুদ্ধি কে নিবারে॥ দরিদ্রতা না থাকিলে, কে মানিত ধনি বলে, অমূল্য রত্ন সকলে, যত্নে কে রাখিত হারে। আশার আশা না ভাবিলে, ভ্রান্তিবুদ্ধি না মানিলে, রত্নাকরে না ডুবিলে, রত্ন কে পাইতে পারে॥ ২॥

রাগ মালকোষ তাল জলদ তেতালা।

ধিক রে ইন্দ্রিয়গণ কি সুখে আছ দেহেতে। কি ছিলি কি হলি তোরা আর কি আছে ভাগ্যেতে। নির্জনে থাকি সঙ্গত, সকলেরি অনুগত, ভাল মন্দ ভোগ যত, সকলিত তো-দের হাতে॥ শুন শুন ওরে আঁখি, যে রূপ সদা নিরখি,

হইতে পরম সুখি, পলক রহিত হয়ে। এবে সে রূপ না দেখে না জানি আছ কি সুখে, উচিত অসহ্য দুঃখে, এখনি অন্ধ হইতে ॥ শ্রবণ কর শ্রবণ, যে গুণ করে শ্রবণ, শ্রুতি বচন শ্রবণ, করিতে না কোন কালে। সে গুণ শ্রবণাভাবে, কেমনে আছ স্বভাবে, ধীর যদি হও তবে, উচিত বধির হতে ॥ রসনা পড়েনা মনে, অধর অমৃত পানে, অমর করেছ প্রাণে, তাইতে কি নিশ্চিন্ত আছ। না পেয়ে সে সুধারস, কেমনে আছ সরস, যদি চাহ সরল যশ, উচিত গরল খেতে ॥ কি কহিব নাসিকায়, পুষ্প গন্ধ যার কায়, আমোদে রহিতে তায়, সৌরভে গৌরব করে। এবে সে সৌরভ বিনে, গৌরব কি আছে মনে, উচিত হয় এইক্ষণে,হইতে ঘ্রাণ রহিতে ॥ হস্ত কি পদস্থ ছিলে,সেই অঙ্গ সুকোমলে, স্পর্শ করে কুতুহলে, হর্ষসলিলে ভাসিতে। সে অঙ্গ সঙ্গ বিহনে, কি রঙ্গে আছ অঙ্গনে, সুখ সাঙ্গ হল জেনে, কেন আছ স্ববশেতে ॥ দেখে তোদের এদুর্দ্দশা, আমার ভাঙ্গিল বাসা, ঘুচিল সব সুখের আশা, দুঃখনীরে ভাসাইল। সহেনা যাতনা আর, হয়েছি শবের আকার, আমারে কর সৎকার, তার বিচ্ছেদ অনলেতে ॥ তার বিচ্ছেদ অনলে, আমি মনঃপুড়ে মলে, সুখি হইবে সকলে, ঘুচিবে যত যন্ত্রণা। এবার যখন আসব ভবে, প্রতিজ্ঞা করিব সবে, প্রেমের পথে কেউ না যাবে, রবে সবে স্ববশেতে ॥ ১ ॥

দেহ ব্রহ্মাণ্ড সমাজে মহারাজা তুমি মন। দেহেতে যে বাস করে সবে তব পরিজন। আমরা ইন্দ্রিয়গণে, যাহার যে সাধ্যগুণে, তব আজ্ঞা প্রয়োজন, করি ভোগের আয়োজন ॥ ইহকালে পরকালে, সুখ দুঃখ রাজার বলে, রাজা অজ্ঞানী হইলে, কে রাখিবে রাজ্য ধন। যে রাজ্যে রাজা দুর্ব্বল,

সে রাজ্যে কোথা কুশল, তুমি হইলে সরল, সুখে থাকি সর্ব্ব জন ॥ ২ ॥

রাগ মালকোষ তাল একতালা।

আজি কিবে শুভক্ষণে শুভনিশি পোহাইল। প্রাণাধিক প্রিয়সখী প্রিয়জনে দেখাইল। কব কি কত যতনে, রেখেছি দুটী নয়নে, দেখিয়ে বিধুবদনে, যত দুঃখ ফুরাইল ॥ তব বিরহ অনলে, চিরদিন মরি জ্বলে, মিলন অমৃত-জলে, সব জ্বালা নিবাইল। নাশিল বিপক্ষবল, হাসিল স্বপক্ষদল, প্রাণ হইল শীতল যেন মহী জুড়াইল ॥ ১ ॥

তুমিত সুখসাগরে ভাসিতেছ শুভক্ষণে। আমিত প্রবল দুঃখ গণিতেছি মনে মনে। জানাব কত কহিয়ে, বিরহানলে দহিয়ে, চিরদিন দুঃখ সহিয়ে, পাষাণে বেঁধেছি প্রাণে ॥ মিলন অমীয়-জলে, যেন জগত জুড়ালে, পুনঃ বিচ্ছেদ হইলে, সে দুঃখ সহে কেমনে। স্বপক্ষেরে হাসাইতে, বিপক্ষেরে কাঁদা-ইতে, ক্ষণেক সুখ হইতে, দুঃখ ভাল চিরদিনে ॥ ২ ॥

রাগিণী আড়ানা তাল জলদ তেতালা।

কেমনে ভুলিব তারে যে রূপ জাগিছে মনে। মনেরে বু-ঝাতে পারি না পাল্লি পাপ নয়নে। সকলে বলে আমারে, সে ভুলি লভুল তারে, তারে ভুলে লয়ে কারে, থাকিব মহী ভুবনে ॥ জানত দেহ আমার, সাগরে ডুবে একবার, কেমনে সে দেহ আর, ভাসাব কুপজীবনে। যত দিন বেঁচে থাকিব, তত দিন মনে রাখিব, সে দিনে তারে ভুলিব যে দিনে লবে শমনে ॥ ১ ॥

তুমি তারে ভাব সদা সেত তাঁ মনে না ভাবে। সে জন্য ভুলিতে বলি কাষ কি গো কেমন ভাবে। সতত অবাধ্য মনে,

বাধ্য কর সুযতনে, সাধ্য কি ইন্দ্রিয়গণে, যেতে পারে ভিন্ন ভাবে ॥ যে ডুবেছে সিন্ধুনীরে, সে কি আর কিএসে ফিরে, তুমিত আছহ তীরে, কেন ভাব অন্যভাবে। যদ্যপি ভুলাতে চাও, কদাপি না ফিরে চাও, ক্ষণকে ভুলিয়ে যাও, দেখ সে ভাবে না ভাবে ॥ ২ ॥

রাগ বাহার তাল তেওট।

কে বলে বসন্ত সুসান্ত সুখের কাল। আমারে জ্ঞান হয় যেন কৃতান্ত কাল। বসন্তের আগমনে, সুখি সকল জনে, আ-মারে হয় মনে, হইল অন্তকাল ॥ অঘট ঘটাইবে, ভ্রমেতে ভুলাইবে, আমারে জ্বলাইবে, রহিবে কত কাল। অবলার অপমানে, দয়া নাহিক মনে, আমারে ভাল জানে বিরহি চিরকাল ॥ ১ ॥

বসন্ত সুখের কাল জানে সকলে সই। আপনার ভাগ্য ফলে সকলি ফলে সই। দরিদ্র লঙ্কাপুরে, হরিদ্রা পেলে করে, অমৃত সরোবরে, খায় গরলে সই ॥ জাননা বিধুমুখি, সংযোগী সদা সুখি, বিয়োগী তেমনি দুঃখি, জলেতে জ্বলে সই। বি-পক্ষ সখ্য হবে, সদা সুখেতে রবে, নিবাতে পার যবে, বিচ্ছেদ অনলে সই ॥ ২ ॥

রাগিণী পরজ তাল জলদ তেতালা।

বেঁধেছো আমায় প্রেমডোরে প্রাণ এ জনমের মত। সাধে কি সদত থাকি হয়ে পদানত। মান আর অপমানে রাখিয়াছি এক স্থানে, সুখ দুঃখ সম জ্ঞানে, আছি চোরের মত ॥ কত লোকে কত কয়, সকলি সহিতে হয়, পাছে তোর কলঙ্ক হয়, ভাবি অবিরত। থাক যখন যে ভাবেতে, রয়েছি তার পশ্চাতে, তব মঙ্গল চাহিতে, সকার অনুগত ॥ ১ ॥

কি গুণে তোমার বাঁধিব রে না দেখি স্বপনে। দয়া করে গুণমণি বাঁধা নিজগুণে। সকলি জান মনেতে, যে গুণ আছে আমাতে, কিবলি তব গুণেতে, আছি মানে মানে ॥ সুখ দুঃখ সম ভাব, না হলে কি থাকে ভাব, রহে যেন এই ভাব, উভয়েরি মনে মনে। যে ক দিন জীবন রবে, দাসী শত দুঃখী হবে, তথাপি নাহি ত্যজিবে, রাখিবে চরণে ॥ ২ ॥

রাগিণী সোহিনী তাল জলদ্ তেতালা।

মিছে আর কেন এলে হে জ্বালাতে। শেষে কি রেখেছ বল দেশেতে চলাতে। সকলিত ঘটে কালে, সে সব কথা ভুলে গেলে, কত যত্ন করেছিলে, আমার মন টলাতে ॥ মনে হয় না যে কাতরে, কত কান্না পায়ে ধরে, ভালবাসি হে তোমারে, কথাটি বলাতে। দুঃখ না করি মনেতে অবশ্য হবে মরিতে, তুমি থাক এ জগতে, অধর্ম্ম কলাতে ॥ ১ ॥

বল কোন দোষে আমারে দুষিলে। অনুগত বলে এত রাগেতে রুষিলে। কার্য্য সাধনেরি তরে, কেবা কোথা পায়ে ধরে, মহতে কি ত্যজ্য করে, গণ্ডকীর শীলে ॥ ভয়ে হইয়ে অভয়া, তাপিতে দিয়েছ ছায়া, কুশীলে করেছ দয়া তুমিত সুশীলে। আগে যদি মন্দ রয়, সঙ্গগুণে ভাল হয়, অধর্ম্ম হইবে ক্ষয়, তুমি ধর্ম্মশীলে ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ তাল পোস্ত।

আমি তাই ভাবি দিবা বিভাবরি। যে না ভাবে সে অভাবে, কেন ভেবে মরি। ভুলায়ে কত কৌশলে, কেমনে রহিল ভুলে, কাঁদালে নাহি কাঁদিলে, কেন কেঁদে মরি ॥ সাধনা করে কাতরে, সাধিলে কত আদরে, সাধনা পূরালে

তারে, কেন সেধে মরি। বিষম বিরহানলে, এ দেহ দাহ করিয়ে, এ জ্বালা সে না জানিলে, কেন জ্বলে মরি॥ ১॥

যখন ভাব করে মজেছো ভাবেতে। এখন সে না ভাবে তোমায় হইবে ভাবিতে। ভুলাতে কত কেঁদেছে, ভুলায়ে সে ভুলে আছে, এখন-তো তাই শোধিতেছে, হতেছে কাঁদিতে॥ পেয়েছে কত যাতনা, করেছে কত কামনা, সিদ্ধ হয়েছে সাধনা, ক্ষতি কি সাধিতে। কিন্তু এ কথা নিশ্চয়, বিরহ একের নয়, তাহাতে অবশ্য হয়, উভয়ে জ্বলিতে॥ ২॥

রাগিণী মজমুয়া বসন্ত তাল ধিমা তেতালা।

আমার মনের যে দুঃখ কারে বল্‌ব। ওকি করব, কোথায় যাব, বুঝি অনঙ্গ আগুণে এমনি চিরদিন জ্বল্‌ব। নয়নে নিরখী যায়, কেন মন তারে চায়, একি দায় প্রাণ যায়, কিসে তারে ভুল্‌ব॥ লোক লাজ কুল ভয়ে, রয়েছি ধৈর্য্যেরে লয়ে, কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে, কুপথে কি চল্‌ব। আমি সতী কুলবতী, না জানি পিরীতের গতি, না বুঝে কি গজমতি, উলুবনে ফেল্‌ব॥ ১॥

দুঃখ রবে না হবে সুখোদয় গো। ধৈর্য্য ধরগো পাবি বরগো, দেখ দুঃখ বিনা সুখলাভ কার কোথা হয় গো। যে ভাবে যে ভাবে যায়, সে ভাবে তাহারে পায়, ঘটে না তাহার দায়, যার থাকে ভয় গো॥ যে জন কুপথে চলে, মুকুতা বনেতে ফেলে, কখন না সুখ মেলে, দুঃখ অতিশয় গো। ধৈর্য্য ধরে থাক ঘরে, অমৃত পাইবে পরে, তা না হলে প্রণয় করে, ঘটিবে প্রলয় গো॥ ২॥

মিছে কেন আর ভেবে ভেবে মরব। সেই রয়ে বরব, সব দুঃখ হরব, না হয় পরের জ্বালায় ঘরে হতে আস্তে আস্তে সরব। সদা ভয়ে জ্ঞান হত, থাকি যেন চোরের মত, সকলেরি অনুগত, কত পায়ে ধরব ॥ কবে সুখ হবে বলে, এখন মরি দুঃখে জ্বলে, কার বলে কি কৌশলে, এ বিপদে তরব। আশার আশাতে আর, প্রাণ রাখা হলো ভার, ভাবিয়ে করেছি সার, কলঙ্ক হার পরব ॥ ৩ ॥

কুল ত্যজনা তুমি কুলবালা গো, পিরীতের জ্বালা গো সামান্য জ্বালা গো, এখন কুল ত্যজে অকুলে গেলে ঘটিবে কত জ্বালা গো। যতনে কুল রাখিবে, তবে দুকুল দেখিবে, কুল গেলে দুকুল নাশিবে, হইবে ব্যাকুলা গো ॥ বিধুমুখ দেখিবার তরে, কত লোক যত্ন করে, কুলের বাহির হলে পরে. মুখ হবে কালা গো। কুলে আছ গৌরবিণী, জানত কত মানিনী, কেন হয়ে কাঙ্গালিনী, যাবে হাটখোলা গো ॥ ৪ ॥

কিসে কুল রাখিবে আমায় বল গো। বিপক্ষ দল গো করে ছল গো, তাতে যাতনা অনল কিবল হতেছে প্রবল গো। বাদসাধে সাধ করে, রহিতে না দেয় ঘরে, কেন অমৃত সাগরে, উঠালে গরল গো ॥ তার ভাবনা অনলে, যদি প্রাণ গেল জ্বলে, কি ফল রাখিয়ে কুলে, কেবা দিবে জল গো। অকারণে করে দ্বন্দ, যারা করে পরের মন্দ, থাকেন যদি শ্রীগোবিন্দ, দিবেন প্রতিফল গো ॥ ৫ ॥

রাগিণী সোহিনী কানেড়া তাল ধিমা তেতাল।

যে রূপে সে ভুলে গো আমায়। কর তার উপায়। মনে বুঝি সে ভুলিলে আমিও ভুলিব তায়। আমি যেমন তার লাগি,

সদত দুঃখের ভাগী, সেও তেমনি অনুরাগী, মনে মনে জানা যায়॥ সুখত ফুরায়ে গেছে, দুঃখের শেষ হয়েছে, তবে আর কেন মিছে, আসাতে প্রাণ জ্বলায়। সহেনা যন্ত্রণা আর, সদা করি হাহাকার, ভাবিয়ে করেছি সার, ঘুচাইব প্রেমদায়॥ পাষাণে বাঁধিব বুক, একাকি থাকিব সুখে, কালি দিব শত্রু মুখে, ধৈর্য্যেরে করে সহায়। কুটিল কুমতি লোকে, অসুখী প-রের সুখে, বিভুতি সে দগ্ধমুখে, সাধে বিসাধ ঘটায়॥ ১॥

পিরীতি যে করে একবার। সে কি ভুলে আর। কথাতে সকলে পারে কাযেতে ত্যজিতে ভার। প্রেম অমূল্য রতন, সুজ-নেরি প্রাণধন, ত্যজিলে হবে নিধন, দেহেতে কি কায তার॥ কুজনে কুতর্ক করে, ছাড়া কোথা এ সংসারে, কলঙ্কে কি ভয় তারে, পিরীতি ব্যবসা যার। প্রথমে সহিতে হয়, শেষে কেবা কোথা রয়, তখন প্রেমে সুখোদয়, কলঙ্ক হয় অঙ্গভার॥ আগে দুঃখ না সহিলে, শেষে কোথা সুখ মিলে, সমুদ্রে না প্রবেশিলে, মেলে কোথা রত্নহার। সুহৃদ ভঙ্গ করে যারা, লঙ্কাপুর বাসি তারা, মনের দোষে প্রাণে সারা, সুখ হয় কোথা কার॥ ২॥

সাধে কি পিরীতি ছাড়তে চাই। আর কাজ নাই। প্রেম গেলে প্রাণ যাবে ঘুচিবে সব বালাই। জানিত যত যতনে, পেয়েছি প্রেম রতনে, কুজনের কুবচনে, সদা মনে ব্যথা পাই॥ বোঝা গেছে ভাবের ভাব, ঘটেছে ভাবে অভাব, থাকা যাওয়া সম ভাব, সে ভাব আর ঘটিবে নাই। তথাপি সহিতে পারি, সদা সঙ্গ হলে তারি, সকল দুঃখ পরিহরি, সুখে হরিগুণ গাই॥ সেই জন্যে এত খেদ, অসহ্য তারি বিচ্ছেদ, কিন্তু মাত্র দেহ ভেদ, মন আছে এক ঠাঁই। বিচ্ছেদে ব্যাকুল হলে, সকল সুখ যাই ভুলে, আবার একবার দেখা হলে, সকল দুঃখ ভুলে যাই॥৩

যে দেহে না আছে প্রেমরস। তার কি পৌরষ। বৃথা যে জীবন তার জানে না সে কোন রস। প্রেম পরম পদার্থ, প্রেমা-ধীন পরমার্থ, যে জেনেছে প্রেমের অর্থ, জগত তাহারি বশ॥ দেখ এ তিন সংসারে, প্রেমভক্তি হীন নরে, কেহ না গৌরব করে, সকলে করে অযশ। কিবল মনুষ্য আকার, পশু তুল্য ভাব তায়, বহে মাত্র দেহ ভার, কখন না মেলে যশ॥ অরসিকে রসাভাষ, লোকে করে উপহাস, যে না বোঝে সে আভাস, রসে উপজে বিরস। কি হবে পরে দুষিলে, প্রেম করিতে শিখিলে, প্রেম ডোরেতে বাঁধিলে, সাধ্য কি হচ্ছে অবশ॥ ৪॥

রাগিণী ঐ তাল খেমটা।

ওরে যা যা চলাসনে আর তোর মুখ দেখ্‌তে প্রাণ চায় না। ছি ছি কোন সরমে আশীষ হেথা ডাক্তেতে কেউ যায় না। মজেছ কার ভাবের ভাবে, বুঝেছি তোর কাযের ভাবে, আগু-নেতেও এমন ভাবে মানুষকে পোড়ায় না॥ অরসিকের হাতে মন, আস্ত থাকে কতক্ষণ, ভেঙ্গেছে মন আরতো সেমন, মনেতে মিশায় না। সামান্য বাণের দাগ, ঔষধে মিলায় সে দাগ, এ যে বিচ্ছেদ বাণের দাগ, না মলে মিলায় না॥ ১॥

ওলো থাক থাক বুঝেছি আর তোর পিরীতে আমার কায নাই। এত অপমানে সত্য সত্য আমার কি আর লাজ নাই। দেখে শুনে শেখে লোকে, আমিত শিখেছি ঠেকে, যে অস্ত্র মে-রেছ বুকে, মরতে কি আর ভয় নাই॥ বুঝে দেখ মনে মনে, যে দশা করেছ মনে, এখন আর কি আছে মনে, মনমত কি হয় নাই। ডাইনে খেকো ছেলের মত, প্রহার করছ ভূতগত, মানু-ষের প্রাণ সবে কত, আমার কি আর কেউ নাই॥ ২॥

ছিছি ধিক রে তোর পিরীতে সইতে পারলিমে দুষ্ট কথা রে। ওরে এক ঘরে ঘর করতে হলে হয়ত কত কথা রে। প্রেমের দ্বন্দ্ব অলঙ্কার, যেমন গলার শোভা হার, পথিকের সঙ্গে কার, হয় বিবাদের কথা রে॥ যে যার মনে সে তার মনে, মনের কথা জানে মনে, বুঝিলিনাত মনে মনে, আমার মনের কথা রে। বিদ্যা শূন্য বিদ্যাসাগর, তুমি নাকি রসের সাগর, মোসা-কাটা রসিক নাগর, এই কি রসের কথা রে॥ ৩॥

তবে শোন শোন প্রাণসই বলব কি মনে কত সাধ লো। ওলো যত বলি মুখের কথা মনে নাই বিষাদ লো। মম দেহে তুমি প্রাণ, তোমাতে কি অভিমান, দেহছাড়া হলে প্রাণ, বেঁচে কিবা সাধ লো॥ তুমি সুধাংশুবদনী, ও মুখে বল যে বাণী, সুধামাখা অনুমানি, শুন্তে সদা সাধ গো। তোমা ছাড়া যে দিন হব, সে দিন লীলা সম্বরিব, জীয়ন্তে মরিয়ে রব, ফুরাব সব সাধ লো॥ ৪॥

রাগিণী ঐ তাল পোস্ত।

মনে যারে ভালবাসি সেত সদা মনে রয়। তাহার বিচ্ছেদে আমার যাতনা কিছু না হয়। যদি থাকে মনে মনে, কায কি আর দরশনে, কি ফল বল শ্রবণে, মন সকলের আশ্রয়॥ ধৈর্য্য গুণে বেঁধে মন, সুখে থাকি সর্ব্বক্ষণ, মনেতে করি স্মরণ, না থাকে বিচ্ছেদের ভয়। দেখ কোন রূপ গুণে, বাধ্য হয় ইন্দ্রিয় গণে, মন যদি নাহি জানে, তাহাতে কি ফলোদয়॥ ১॥

একি অসম্ভব কথা বলে ভুলালে আমারে। বিচ্ছেদে না-হিক খেদ যাতে মর্ম্ম ভেদ করে। যত কর্ম্ম যোগাযোগ, মন বটে করে ভোগ, বিনে ইন্দ্রিয় সংযোগ, মন কি পাইতে পারে॥ করিতে রাজপূজন, করে কত আয়োজন, করেনা কি আকিঞ্চন,

প্রসাদ পাইবার তরে। প্রত্যক্ষ দেখে সকলে, এই অবনীমণ্ডলে, প্রসাদ পাইবে বলে, দেবপূজা ঘরে ঘরে ॥ ২ ॥

রাগ সিন্ধু তাল ধিমা তেতালা।

পিরীতি গোপনে যদি রয়। তাহাতে আর এজগতে আছে কিবা সুখোদয়। কালি দিয়ে শত্রুমুখে, তারা থাকে মনের সুখে, পরম যতনে রাখে, না থাকে কলঙ্কভয় ॥ পরে নাহি ধরে ছল, জ্বলে না বিরহানল, উভয়ে থাকে সরল, সফল সেই প্রণয়। জ্বরেনা যন্ত্রণা জ্বরে, মরেনা গঞ্জনাশরে, ডোবেনা লাঞ্ছনানীরে যারে বিধাতা সদয় ॥ ১ ॥

পিরীতি কি থাকে গোপনে। কে দেখেছে কে করেছে এই তিন ভুবনে। গোপনে রাখিবার তরে, কেবা না যতন করে, ব্যক্ত হয় বায়ুভরে, গুপ্ত রহিবে কেমনে ॥ পরের হাতে গেলে পরে, কোথা ভাল বলে পরে, গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে, ভাল মন্দ সর্ব্বজনে। শরে জ্বরে কে না মরে, কে কোথা ডোবেনা নীরে, তেমতি পিরীতি ঘেরে, বিচ্ছেদ আছে সর্ব্বক্ষণে ॥ ২ ॥

থাকেনা গোপনে কে বলে। যে পারে সে পারে সখি পারে কি তা সকলে। ঘরে পরে সমভাবে, মিষ্ট বচনে তুষিবে, পরের কথা না কহিবে, থাকিবে বিনয় বলে ॥ পরের হাতে নাহি যাবে, পিরীতি কেমনে পাবে, সতত মনে বুঝাবে, পুজিবে বিপক্ষদলে। জানিলে তার কৌশল, কেহ নাহি ধরে ছল, অবশ্য থাকে বিরল, ডোবেনা কলঙ্কজলে ॥ ৩ ॥

প্রেম অতি সাধনেরি ধন। যতনে বা অযতনে কদাচ নহে গোপন। উভয়ে চতুর হবে, কিছু দিন গোপনে রবে, প্রকাশ হইবে যবে, সাধ্য কে করে বারণ ॥ করিলে কলঙ্ক ভয়, পিরীতি নাহিক হয়, দুকুলত নাহি রয়, সেত অঘট ঘটন। কলঙ্ক নাহি

থাকিলে, পিরীতে কি সুখ মেলে, দুঃখ ভোগ আছে বলে, সুখের এত যতন ॥ ৪ ॥

রাগিণী ঐ তাল ঠুমরি।

যায় যায় যায় ফিরে চায়, আবার ফিরে চায়, কুরঙ্গনয়নী। কত রঙ্গ ভঙ্গি করে অনঙ্গমোহিনী। ভ্রমণ করে কত ছলে, মুনি গণের মন টলে, কেন রাজ পথে চলে, মাতঙ্গগমনী ॥ মরি কি মধুর স্বর, বচন কি মনোহর, জয় করি পীকবর, বিহঙ্গবাদিনী। কুচগিরি সুযতনে, ঢাকা দিয়েছে বসনে, কামাতুর নরগণে, আতঙ্গ দায়িনী ॥ ১ ॥

হায় হায় হায় রসরায়, বলিব তোমায়, ভাবনা কি তায় হে। রসিকে বুঝিতে পারে অরসিকে দায় হে। রমণী নয়নোপরে, শুধা বিষ দুই ধরে, যারে যে ভাবেতে হেরে, সেত সেই পায় হে ॥ কামিনী বিষ নয়নে, দৃষ্টি করে যায় পানে, তখনি সে মরে প্রাণে, বিষের জ্বালায় হে। শর সন্ধান করেছে, যেনেছে মৃত্যু হয়েছে, যদি পুনঃ বাঁচে পাছে, তাই ফিরে চায় হে ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ তাল খেমটা।

পরের ভাবে লাভ কি হবে ভাব করা সার হলো আমার। দান করে প্রাণ যায় বুঝি প্রাণ মান করা সার হলো আমার। অভিমানে মান খোয়ালো, সাধনাতে সাধ ফুরালো, অনুরাগে রাগ বাড়িলো, বাঘ ধরা সার হলো আমার ॥ মিছে আশায় বেড়াই ঘুরে, এই রোগেত মানুষ মরে, কি সাহসে, আঁধার ঘরে সাপ ধরা সার হলো আমার। অনুষ্ঠানে গোল বাদিল, অকারণে ঢোল বাজিল, সাজ করিতে দোল ফুরাল, সাজ করা শার হলো আমার ॥ ১ ॥

ভাব না বুঝে করে ভাবা মিছে ভবনা সয় না প্রাণে। যেনে পরের হাতে গিয়ে পরে বায়না সয়না প্রাণে। বেঁচে উঠ নরের সাড়ায়, যেচে ছোটে পরের কথায়, নেচে হাঁটি ঘরের দফায়, কোপির নাচনা সয়না প্রাণে॥ কথায় কথায় বোল বাড়ালে, পাড়ায় পাড়ায় গোল বাদালে, থানায় থানায় ঢোল বাজালে, বেতাল বাজনা সয়না প্রাণে। সাপের বাঘের মন্ত্র আছে, কুজনের কুতন্ত্র কাছে, দেব যন্ত্র হেরে গেছে, তোমার কান্না সয়না প্রাণে॥ ২॥

রাগ ভৈরব্ তাল তেওট।

কি হলো পোহাল যামিনী। বিনাশী তমশী রাশি প্রকাশিছে দিনমণি। সুখতারা দেখা দিলে, আঁখি তারা ভাষে জলে, কালী তারা তারা বলে, বিদায় হলো গুণমণি॥ আসিতেছে দিনমণি, হাসিতেছে কমলিনী, নাশিতেছে কুমুদিনী, ব্যাকুলা কুলরমণী। দিবসে দুঃখিনী হয়ে, নিবাসে রব কি লয়ে, হুতাশে মরিব ভয়ে, হারাইয়ে শিরোমণি॥ ২॥

ভেবনা ভেবনা প্রেয়সী। কিছু কাল পরে আবার উদয় হইবে শশী। দেখনা করে বিচার, হবে না বিচ্ছেদ আর, জান না মন আমার, তব হৃদয় নিবাসী॥ দিনমণি দিনে বাঁধা, শিরোমণি শিরে বাঁধা, গুণমণি গুণে বাঁধা, অবিচ্ছেদ অভিলাষী। রতি ছাড়া রতিপতি, শচী ছাড়া সুরপতি, ব্রজ ছাড়া ব্রজপতি, শিব কোথা ছাড়া কাশী॥ ২॥

রাগিণী রামকেলি তাল কওয়ালি ঠেকা।

আর যেন রজনী পোহায়না। মানা কর গো, ধরি কর গো, গুণাকর গো, নিশাকর গো, নিশিরে লইয়ে যেন নিজ স্থানে যায়না। রবি রহিবে বিরলে, না যাবে উদয়াচলে, যেন কমলিনী

জলে, সলিলে আসায়না ॥ শশী সুধা বরিষণে, বুড়াবে তাপিত জনে, যেন কুমুদিনীগণে,জীবনে ডুবায়না। মিনতি করি ভাস্করে, যেন দিবসে নাস্করে,নিশাচরে কি তস্করে, চকোরে কাঁদায়না ॥১॥

ঐ দেখ নিশিত আর রয়না। শশী যায় গো, হবে দায় গো, রসরায় গো, যেতে চায় গো, বিদায় কর উহারে বিলম্বত সয়না। ছি ছি সখী ভ্রমে ভুলে, কলঙ্ক রটাবি কুলে, এত অধৈর্য্য হইলে, প্রেম করাত হয় না ॥ সৃষ্টি ছাড়া তব আশা, ঘটাবি কত দুর্দ্দশা, হেন অসম্ভব ভাষা, মানুষেতে কয় না। আমি মরি ভেবে ভেবে, তুমি ভুলে গেছ ভাবে,' কেমনে গোপনে রবে, মনেত তা লয় না ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ তাল ধিমা তেতালা।

প্রাণনাথ প্রভাতে কি প্রভা দেখাতে আইলে। অরুণ বরণ আখি কিরণেতে জ্বালাইলে। একি ভাব প্রাণধন, হারায়েছ কত ধন, আমার আশার ধন, বল কারে বিলাইলে ॥ বল দেখি কি বিচারে, আশা অকুল পাথারে, ডুবায়ে রেখে আমারে, কোথা নিশি পোহাইলে। যে কালে হরিলে মনে, প্রতিজ্ঞা সত্য বচনে, তবে কেন অকারণে, অাঁখি নীরে ভাষাইলে ॥ ১ ॥

কি দোষে কমলমুখী অধীনে হলে বিরত। করিব কার উপাসনা হয়ে তব অনুগত। আমার সর্ব্বস্ব ধন, দেহেতে যে ছিল মন, তোমারে করে অর্পণ, রয়েছি চোরের মত ॥ যদি দিয়ে থাক মনে, নয়েছি তা নাহি মনে, প্রতিজ্ঞা গেল কেমনে, অনুমানে কহ কত। বিবাহের আবাহনে, গিয়ে ছিলাম কোন স্থানে, বেষ্টিত বান্ধবগণে, তাইতে নিশি পোহাইল ॥ ২ ॥

রাগিণী বিভাস তাল জলদ তেতালা।

কিবা শোভা শশধরে ছিল বিভাবরি কালে। দিবাকর খর

করে হিমকরে বিনাশিলে। ছিল কত সুশীতল, সুখে ভাসে মহীতল, নাশিত বিরহানল, শশীর সুধা সলিলে ॥ দেখে দ্বিবা আগমন, মনে হয়ে, জ্বালাতন, গোপনে করে রোদন, গুপ্ত নায়িকা সকলে। লোকের গঞ্জনা ভয়ে, প্রকাশিতে নাহি পারে, প্রবোধ করি মনেরে, ভ্রমে কত মায়াছলে ॥ ১ ॥

শশীর কি শোভা ছিল প্রভাকর না থাকিলে। আলোকে লোকে কি চাহে অন্ধকার না থাকিলে। হলাহল না থাকিত সুধা মান্য কে করিত, সুখ ভোগ কে মানিত, দুঃখ ভোগ না থাকিলে ॥ আছে বলে ধর্ম্মাধর্ম্ম, তাইতে লোকে মানে ধর্ম্ম, কে করিত পুণ্যকর্ম্ম, পাপকর্ম্ম না থাকিলে। ভাল মন্দ সম গতি, মিলিত হয় সৃষ্টিস্থিতি, কেবা করিত পিরীতি বিচ্ছেদ রীতি না থাকিলে ॥ ২ ॥

রাগ ললিত তাল জলদ তেতালা।

গাতোল কমলমুখি প্রকাশিল প্রভাকর। কুমুদীকুল আকুল পলাইল নিশাকর। গুণমণি যেতে চায়, আরত না রাখা যায়, প্রকাশে ঘটিবে দায়, উভয়ে হবে তস্কর ॥ প্রাণ হতেছে চঞ্চল, নাশিছে বুদ্ধির বল, গুরুজনে পেলে ছল, হইবে অতি দুস্কর। একাযের কি আছে শেষ, হয়েছে সুখের শেষ, থাকিতে রজনী শেষ, বিশেষ উপায় কর ॥ ১ ॥

ভয় কি দেখাও মিছে আমাতে কি আমি আছে। নিশি পোহাইল শুনে সেই সঙ্গে সঙ্গে গেছে। করে কত আকিঞ্চন, পেয়েছিলাম দরশন, কোথা যাবে প্রাণধন, মৃত্যু ভয় মনে হয়েছে ॥ চোর হলে আছে বিধি, রাখিবে লইয়ে বাঁধি, বল দেখি প্রাণে বধি, বিধি কি আর আছে পাছে। মুখের ক্লেশ না

হতে, দুঃখের শেষ না হতে, সুখের লেশ না হতে, সুখতারা প্রকাশিছে ॥ ২ ॥

রাগ ললিত তাল জলদ তেতালা।

বিদায় হইলাম প্রিয়ে যে দায়ে হৃদয়ে ধরে। দেহিব সর্ব্বস্ব ধন মন রইল তব করে। তুমি সুখে থাক সখি, চলিলাম মন রাখি, দেখ২ বিধুমুখি রেখ লো যতন করে॥ হয়ে তব প্রেমা-ধীন, দুঃখে গেল চিরদিন, সুখ মাত্র দুই এক দিন, সংশয় মদনের শরে। ভাল নয় ভালবাসা, কেবল আশানীরে ভাসা, না পুরিল মনের আশা, দুর্দ্দশা কি হবে পরে ॥ ১ ॥

অধীনীরে প্রাণে বধি চলিলে হে কি বিচারে। রক্ষকে ভক্ষক হলে সে কথা কব কাহারে। কি বুঝিয়ে নিজ মনে, রাখিয়ে যাহ কেমনে, আমারে হরে শমনে, যত্নে কে রাখে তাহারে॥ তুমি হে গুণের নিধি, আমার সুখের নিধি, হারাইল সেই নিধি, বিধি বিবাদি আমারে। দেহ হইল অসার, মিলন অমৃত সার, করিবে জীব সঞ্চার, মৃতশরীর আধারে ॥ ২ ॥

রাগ ঐ তাল সওয়ারি।

যেওনা প্রাণনাথ অধীনীরে ত্যজিয়ে। তব বিচ্ছেদ যাতনা কিসে রব সহিয়ে। অস্তগত নিশাকরে, দেখে হৃদয় বিদরে, প্রখর রবির করে, চকোরিরে সঁপিয়ে॥ দয়া কি নাহি অন্তরে, জ্বলায়ে মন অন্তরে, কেমনে যাবে অন্তরে, বিচ্ছেদ শর হা-নিয়ে। জানি তবি অনুকূলে, কুল রেখে আছি কূলে, কি ভুলে দিবে অকূলে, বিনি মূলে কিনিয়ে ॥ ১ ॥

ত্যজিয়া তোমারে বাসনা কি যাইতে। বিরহ একের নহে জাননা কি মনেতে। কুলনারী কি সাহসে, দিবসে রাখিবে বাসে, চকোরী চাহে কি আশে, দিনে শশী দেখিতে ॥ ভেবনা

ধনি অন্তরে, অভিন্ন অন্তরান্তরে, কেবলি নয়নান্তরে, কলঙ্কেরি ভয়েতে। রাখিতে তোমারি কুল, সতত থাকি ব্যাকুল, তুমি হইলে আকুল, ডুবিব অকুলেতে ॥ ২ ॥

রাগিণী যোগিয়া। তাল জৎ।

গুণমণি কি গুণে বেঁধেছ আমায়। কি দোষে নিগ্রহ এত ভেবে বুঝা দায়। অন্য গুণের বন্ধন, চিহ্ন হয় দরশন, ইথে নাহি নিদর্শন, দেখাইব কায় ॥ কত গুণের গুণমণি, গুণীগণের শিরোমণি, আমি নিগুণা রমণী, কব কি কথায়। বন্ধনে যাতনা কত, কেবা নহে অবগত, এবন্ধনে সুখ এত, না দেখি কোথায় ॥ ১ ॥

বেঁধেছি যে গুণে জান না কি মনে। দোষী না হইলে বন্ধ হয় কেমনে। অন্য গুণে বাঁধা রবে, কোন কালে মুক্ত হবে, ইথে মুক্ত হবে যবে, লবে শমনে ॥ আঁখিশরে কত নরে, বধেছ লো অকাতরে, তারি ফল করে করে, পেলে গোপনে। বক্ষঃ দেশ নখাঘাতে, মুখদেশ দন্তাঘাতে, অন্য দেশ দণ্ডাঘাতে, রবে পীড়নে ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ তাল পোস্ত।

কোথা আছ ওরে প্রাণ, কালে হরে আমার প্রাণ, একবার দেখা দিয়ে প্রাণ, এসে জুড়াও তাপিত প্রাণ। নিশ্চয় হয়েছে এবে, একুরবে রবে না রে প্রাণ। অবস ইন্দ্রিয়গণ, স্বজনে করে রোদন, রয়েছে দুটি নয়ন, বুঝি তব দরশন, আশার আশে প্রাণ ॥ গমন করিবে প্রাণী, অন্য শোক নাহি মানি, মনে এই অনুমানি, মম লাগি অনাথিনী, হতে হবে প্রাণ। কি আর কহিব তোরে, এই ভিক্ষা দিবে মোরে, প্রাণ বলে আর পরে, বিধুমুখি মধুস্বরে, ডেকনারে প্রাণ ॥ ১ ॥

আমি এসেছিরে প্রাণ, চেয়ে দেখ আমার প্রাণ, তোরে দেখে আমার প্রাণ, খেদে কাঁদে আমার প্রাণ। কি কারণে এত ভীত অবিভুত বল আমার প্রাণ। প্রেমসুধাসিন্ধু নীরে, অভিষেক করেছি তোরে, যাবে না আর কালের করে, অমরে সাধ্য কে মারে, ওরে আমার প্রাণ॥ তবে মহাপ্রলয়েতে, যদি হয় লয় হতে, সেই কালে উভয়েতে, যেখানেতে যাব ওরে প্রাণ। জীবনে কিম্বা মরণে, দোঁহে রব এক স্থানে, প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম প্রমাণে, এখন কি ভুলেছ মনে, ওরে আমার প্রাণ॥ ২॥

রাগ খট তাল জৎ।

যতনে লইয়ে করে কেন অযতন করে। প্রকাশিতে নাহি পারি প্রমাদে হৃদি বিদরে। থাকিত সে কত ভয়ে, সাধিত কত আশয়ে, মানিত কত বিনয়ে, এখন পাই না পায়ে ধরে॥ রাজ্য লাভ হলে পরে, যেত না জাহ্নবি পারে, এখন দেখি অকাতরে, যায় দেশ দেশান্তরে। কহিত সে সর্ব্বদাই, আর আমার কেহ নাই, এখন আবার দেক্তে পাই বারণের বংশ নগরে॥ ১॥

পিরীতেরি এই রীতি প্রকাশ আছে সংসারে। প্রথমে যতন করে শেষ না রাখিতে পারে। কিন্তু সুজন যে জনা, কভু করেনা বঞ্চনা, সেত কখন চাহেনা, প্রিয়ারে পায়ে ধরাতে॥ প্রথমে করিতে ভাব, দেখায় কত ভঙ্গি ভাব, শঠের এই স্বভাব, শরলা কুল মজাতে। কুজনের পিরীতি যথা, সুখ কি আছয়ে তথা, যে শুনে সুজনের কথা, সেই পায় স্বর্গ হাতে॥ ২॥

রাগিণী ভৈরবী তাল ধিমা তেতালা।

কেন ওরে প্রাণ প্রেমবাণ প্রাণে হানিলে। কি বিবাদে সাধেং এত বাদ সাধিলে। ভাল যেন প্রাণ হঁরে, রেখেছিলে

শূন্যপরে, বিচ্ছেদ অসি কি বিচারে, শবপরে মারিলে॥ তথাপি ক্ষান্ত না হয়ে, কুবাক্য বিষ মাখায়ে, ছেদন কর রয়ে রয়ে, কি পৌরষ রাখিলে। চিতা চিন্তা আশাকাষ্ঠে, বিরহ অনল শ্রেষ্ঠে, দাহ কর এত কষ্টে, রেখ হে পরকালে॥ ১॥

কুরঙ্গ নয়নি ধনি আগেত তা জানিনে। প্রেমবাণে বিঁধে-ছিলাম কুরঙ্গ অনুমানে। বাণে বিদ্ধ হলে পরে, দেহ খণ্ড করিবারে, বিচ্ছেদ অসী তীক্ষ্ণধারে, ছেদ করি সুমনে। মাংস শুদ্ধির কারণে, কুবাক্য বিষ লবণে, শোধন করি শূন্য স্থানে, রেখেছিলাম গোপনে। পোড়ায়ে বিরহানলে, দিয়েছি জঠ-রানলে, এখন হৃদি গঙ্গাজলে, অস্থি দিব যতনে॥ ২॥

রাগিণী ঐ তাল ঐ।

বুঝেছি ভাবে এভাবে আর কি ভাব রয়। মনের যে ভাব তব মনে অনুভাব হয়। যত দিন ছিলে স্বভাবে, ভাবনা ছিলনা ভাবে, এখন কেন মরি ভেবে, ভাবে অভাব উদয়॥ সুখ আশে করে ভাব, ঘটিল দুঃখের ভাব, দেখিয়ে তোমার ভাব, ভেবে জীবন সংশয়। প্রথমে ছিলে যে ভাবে, কোথা হারালে সে ভাবে, মজেছ কার নূতন ভাবে, পুরাতন ভাব ভাল নয়॥ ১॥

কি ভাব মনে ভাবনাত রবেনা আর। স্বভাবে অভাব ভেবে কুভাবত ভেবনা আর। বুঝেছ যা অনুভাবে, ভাবে সকলি সম্ভবে তুমি থাকিলে স্বভাবে, এভাবত যাবেনা আর॥ প্রেমে থাকে এক ভাব, ক্রমে হয় কত ভাব, ভ্রমে ঘটেছে যে ভাব, সে ভাবত পাবে না আর। আমি ভাবি নাহি ভাবি, মনেং এই ভাবি, তুমি হলে ভাবের ভাবি, কুভাবত হবে না আর॥ ২॥

রাগিণী ঐ তাল জলদ তেতালা।

কতই ভাবনা মনে উঠিতেছে ক্ষণেং। আঁখি অশ্রুনীরে

ভাসে বিনে তাহার ঈক্ষণে। সেত নহে অনুকূল, আরত না দেখি কূল, কেমনে রবে দুকুল, ব্যাকুল কুল রক্ষণে॥ ভাবিয়া তাহার ভাব, করি কত অনুভাব, বুঝি আর না রবে ভাব, ভেবে বুঝেছি লক্ষণে। আশাত ছিল মনেতে, সুখ পাইব ভাবেতে, জনম গেল দুঃখেতে, পিরীতি করে কুক্ষণে॥ ১॥

মরি কি গুণে ভুলেছ শত ধিক তব চক্ষে। থাকিলে কিঞ্চিৎ গুণ তবেত ছিলনা রক্ষে। তথাপি নহে সে রত, তুমি এত অনুগত, দেখে তোমায় পদানত, হাসিছে যত বিপক্ষে॥ মিছে কি হবে সাধিলে, কি ফল বল কাঁদিলে, মনে২ না বুঝিলে, সেত দিয়েছিল শিক্ষে। এক ভিন্ন অন্য আর, নাহি অনুষ্য আকার, ভাবিয়া করেছ সার, সামান্য প্রেম উপলক্ষে॥ ২॥

রাগিণী ঐ তাল ঐ।

শঠের স্বভাব যদি প্রথমেতে জানা যায়। তবে কি অবলা নারী অকুলে কুল হারায়। বিষম বিষে অন্তরে, বচনে মোহিত করে, কিছু দিন গেলে পরে, মলে ফিরে নাহি চায়॥ শঠজনে শত ধন্য, কি গুণে ভুবনে মান্য, দেহ যার দয়া শূন্য, সেত বন্যপশু প্রায়। ধর্ম্ম কর্ম্ম নাহি মানে, চিরঞ্জিবী ভাবে মনে, যেনে শুনে অকারণে, অবলা জনে মজায়॥ ১॥

কপট হৃদয় বিনে শঠে চিনিবে কেমনে। সাধে কি অবলা মজে শুনে শরল বচনে। পেয়েছ কুজনের মন্ত্র, ভুলেছ সুজনের তন্ত্র, হারায়েছ শীঙ্গা যন্ত্র, কাঁদিলে কি হবে বনে॥ নিজ যাত্রা দিয়ে পরে, হস্ত রাখি শিরোপরে, ভ্রমণ কর শূন্যোপরে, পক্ষীর সহ গমনে। চিরদিন থাক ভাবিতে, হইবে তারে সেবিতে, বাকি কি আছে ডুবিতে, দেখ পাতাল ভুবনে॥ ২॥

রাগিণী ঐ তাল ঠুমরি।

অভিমান ত্যজ মানেনি লো যামিনী যে যায়। নিরাশা নীরে ভাসালে আমার আশায়। মিনি অপরাধে এত, কেন হইলে বিরত, বুঝি এ জনমের মত, করিবে বিদায়॥ করে তব উপাসনা, হল অসাধ্য সাধনা, জাননা কত যাতনা, রবির প্রভায়। অনুগত দোষী হলে, কে কোথা ভাসায় জলে, দণ্ড করি কর কোলে, ধরি তব পায়॥ ১॥

মরি হায় কি সুজন তুমি রসিক শরল। মূলচ্ছেদ করি দেহ অগ্রভাগে জল। রজনী করিয়ে শেষ, আমারে দেখাতে বেশ, এসেছ বাড়াতে ক্লেশ, করিয়া কৌশল॥ অসহ্য সূর্য্যকিরণে, জ্বলালে মম জীবনে, তুমিত সুখ সাধনে, আছহ সবল। যার দায়ে হল দায়, থাক গিয়ে তারি পায়, অন্য দণ্ড নাহি তায়, বিনে তুষানল॥ ২॥

রাগিণী ঐ তাল জলদ তেতালা।

সাধের পিরীতে সখি কেন শত্রু হাসাইল। গঞ্জনাতে নেত্রাঞ্জন নেত্রনীরে ভাষাইল। জীবন হইল জীর্ণ, শরীর হইল শীর্ন, সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ, কালী সহ মিশাইল॥ কেন তার কথায় ভুলে, কিবল কালি দিলাম কুলে, আদরে আকাশে তুলে, বুঝি পথে বসাইল। প্রথমে যা বলেছিল, সে কথা কোথা রহিল, কলঙ্কে মহী পূরিল, ঘরে পরে রোষাইল॥ ১॥

না জেনে আপনার দোষ কি হবে পরে দুষিলে। কে কি নহেক অসুখী পিরীতে শত্রু হাসিলে। যে গেছে পরে ভজিতে, পিরীতি রসে মজিতে, সে কি আর পারে ত্যজিতে, সর্ব্ব ধন বিনাশিলে॥ আগে বিচার করিতে, শেষে না হত কাঁদিতে, উচিত ছিল ভাবিতে, যে কালে ভালবাসিলে। যাইতে যম-

মন্দিরে, সে কি আর কি এসে ফিরে, কেমনে পাইবে তীরে, প্রেমসাগরে ভাসিলে ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ তাল ঐ।

আসা হইবে হে তব আশাত ছিলনা মনে। বিদেশে কি আশার আশে, পাসরে ছিলে স্বজনে। স্বদেশ ত্যাজি বিদেশে, ছিলে হে যাব উর্দ্দেশে, তাহার বিনি আদেশে, নিবাসে এলে কেমনে ॥ আছি ভুমে কি আকাশে, চারিদিগে শত্রু হাসে, মম দুঃখ কেবা নাশে, রক্ষা কে করে যৌবনে। একাকী রমণীবাসে, প্রাণ কি রহে হুতাশে, তথাপি তোমারি আশে, কুল রেখেছি যতনে ॥ ১ ॥

যত বল প্রাণসখি সকলি সহিতে হয়। করেছি অবৈধ কর্ম্ম মনেতে আছে সে ভয়। সামান্য অর্থের আশেতে, থাকিতে হয় বিদেশেতে, জানত বিনা ধনেতে, ধর্ম্ম কর্ম্ম নাহি রয় ॥ বুঝেছ কুলের মর্ম্ম, রেখেছ লো নিজ ধর্ম্ম, করেছ উত্তম কর্ম্ম, সর্ব্বকালে হবে জয়। সতীত্ব রাখে যতনে, ধন্য সে নারী ভুবনে, মান্য করে দেবগণে, এ কথা অন্যথা নয় ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ তাল পোস্ত।

কি বিরাগে অনুরাগে রাগেতে রহিলে হে। কেন দিলে মনে ব্যথা, কথা না কহিলে হে। দেখাইলে ইকি ভাব, কোন দেবের আবির্ভাব, কালকেতু সমভাব, কি ধন বহিলে হে ॥ দেখিয়ে তোমার গতি, চঞ্চল হইল মতি, রাতারাতি নরপতি, আকৃতি ধরিলে হে। জান পেয়েছ যে ধনে, সেবা কর সুযতনে, তাইতে কি কঠিন মনে, করুণা হরিলে হে ॥ ১ ॥

ভুলাক্তি হয়েছি আমি তুমি কি জাননা লো। ব্যঙ্গছলে বল কিম্বা সত্য সে ঘটনা লো। শরলা সুখে থাকিবে, যে ভাবে যাহা

কহিবে, অবশ্য তাহা ফলিবে, বিফল হবেনা লো ।। কমলে এক খঞ্জন, যেবা করে দরশন, নিশ্চয় হইবে রাজন, তার কি ভাবনা লো। তুমিত কমলাননে, খঞ্জনযুগ নয়নে, রাজা হলেম দরশনে, অমান্য কোরোনা লো ।। ২ ।।

তুমিত ভূপতি হলে আর কি ভাবনা হে। অধীনী দুঃখিনীর প্রতি নিগ্রহ করোনা হে। কার্য্য কারণের ধর্ম্ম, কারণ হইতে কর্ম্ম, বুঝিয়া তাহারি মর্ম্ম, শ্রেষ্ঠ কে বলনা হে ।। সিন্ধু যাবে বিন্দু ভাবে, বিন্দু সিন্ধু তাবে পাবে, উত্তমাধম স্বভাবে, আ-হয়ে তুলনা হে। যে কারণে রাজা হলে, রেখো তারে পদতলে, তবেত মহৎ বলে, করিবে গণনা হে ।। ৩ ।।

একি অসম্ভব কথা কহিলে সজনি লো। অধীনের কি এত ভাগ্য হইবে অধীনী লো। আমারে করেছ রাজা, তুমি যে রাজাধিরাজা, যত রাজা তব প্রজা, শুন বিনোদিনি লো ।। যে লয় রাজ্যের কর, সে দেয় তোমারে কর, আমিত তব কিঙ্কর, মদনমোহিনি লো। কারণে যে নাহি জানে, মানীরে যে নাহি মানে, সেই পায় অপমানে, মহত্তের কি হানি লো ।। ৪ ।।

রাগিণী ঐ তাল খেমটা।

এসোং বিধুমুখি দেখি তোমায় লো। বিচ্ছেদজ্বালায় লো প্রাণ জ্বলে যায় লো, এখন বলং সে অনল কি দিলে নিবায় লো। তব রূপ চিন্তা করে, শীতল করি অন্তরে, আঁখিত না ধৈর্য্য ধরে, একি প্রেমদায় লো ।। মনত লয়েছ হরে, রয়েছি লো শূন্যপরে, পড়েছি তোমারি করে, ভুলেছি কথায় লো। পিরীতে এত ভাবনা, না জানি কত কামনা, সহিয়ে যত যাতনা, করি হায়ং লো ।। করে এত প্রাণপণ, পেলেমনাত তোমার মন, বুঝেনা

আমার মন, সদা তোরে চায় লো। মনেত ভাল বাসনা, মুখে প্রকাশ করনা, বচনে করে শান্তনা, রেখ রাঙ্গাপায় লো॥ ১॥

কেন কেন বঁধু এত করিছ খেদ রে। তুমি আমি আমি তুমি নাহি কিছু ভেদ রে। শুন ওহে গুণনিধি, ইহাতে কি আছে বিধি, সৃজন করেছে বিধি, পিরীতে বিচ্ছেদ রে॥ ভয়ে মরি কুলনারী, প্রকাশিতে নাহি পারি, একবার একবার মনে করি, করি কুলচ্ছেদ রে। কুজনে কুতর্ক ছলে, কত বলে প্রাণ জ্বলে, কবে হবে শত্রুকুলে, সমূলে উচ্ছেদ রে॥ ২॥

দুঃখের ভাবনা ভাবতে২ গেল সুখের দিন লো। আশাতে আসা ফুরাল বাঁচ্ব কত দিন লো। কি কহিব বিধাতারে, সকলি করিতে পারে, নাহি জানি কি বিচারে, ঘটালে এদিন লো॥ স্বপনে মনেতে নাই, তোরে অকূলে ভাসাই, কুলে আছ বলে তাই, আছি এত দিন লো॥ তোমার বিচ্ছেদানলে, অহরহ দেহ জ্বলে, অবিলম্বে মৃত্যু হলে, হয় শুভদিন লো॥ ৩॥

রাগিণী ঐ তাল জলদ তেতালা।

না বুঝে নাগর কেন হেন প্রেম করেছিলে। প্রাণের অধিক ধন মানধনে বিনাশিলে। মানে যদি গেল মান, কি ফল রাখিয়ে প্রাণ, ঘরে পরে অপমান, সহেনা শত্রু হাসিলে॥ সামান্য সুখেরি তরে, সর্ব্বস্ব সঁপিয়ে পরে, এখন বেড়াও রোদন করে, হারাইয়ে কুলশীলে। যদি না মরিতে চাও, মনেরে ধরে বুঝাও, প্রেমের পথে কাঁটা দাও, যেইওনা ব্রহ্মা ডাকিলে॥১॥

না বুঝে সজনি কেন নিন্দা কর অকারণে। মান গেছে বলে প্রাণ ত্যজিতে বল কেমনে। প্রাণের অধিক মান, এ কথা বটে প্রমাণ, আছে আর সুসন্ধান, জানেনা সকল জনে॥ পরে যে দিয়েছে প্রাণ, মান আর অপমান, শত্রু মিত্র সম জ্ঞান, ভয় কি

তার মরণে। পিরীতি পরম ধন, প্রেমে বাঁধা নিত্যধন, ইহার অধিক ধন, নাহি এ তিন ভুবনে ॥ ২ ॥

রাগিণী কানেগড়া তাল জলদ তেতালা।

পাষাণ হতে কঠিন জীবন আমার গো। নহিলে এত যন্ত্রণা সহে অনিবার গো। আমি তার অনুগত, সে কেন মোরে বিরত, সদত কুসঙ্গে রত, না করে বিচার গো ॥ বিনে পতি রতিপতি, করিছে কত দুর্গতি, ভয়ে ভীতি কুলবতী, জাতি রাখা ভার গো। স্বপক্ষ হল বিপক্ষ, হাসে কেবল শত্রুপক্ষ, নাহি দেখি উপলক্ষ, করিতে সুসার গো ॥ ১ ॥

ভেবনা ভেবনা সখি এ দুঃখ রবেনা গো। আপনার পতি কভু পরত হবেনা গো। সকলি কর্ম্মের ভোগ, হয়ে থাকে এমন রোগ, আছে তেমনি যুক্তিযোগ, শোকত পাবেনা গো ॥ আছে একটি কবিরাজ, নাম তার রসরাজ, কটাক্ষে সারিবে কায, কথাটি কবেনা গো। এ দুঃখ দূরে যাইবে, ডাকিলে দেখা পাইবে, সদা ঔষধি খাইবে, কিছুত লবেনা গো ॥ ২ ॥

যা জান তা কর সখি যাতনা সহেনা গো। পরের কথা শুন্তে গেলে প্রাণত রহেনা গো। সুবৈদ্য থাকিতে হাতে, কেন মরি অপঘাতে, মুক্ত হব রোগে হতে, কেহত কহেনা গো ॥ অনঙ্গেরি প্রসঙ্গেতে, সহেনা আর এ অঙ্গেতে, কুল কি যাবে সঙ্গেতে, মনেত ধরেনা গো। এ কথা সকলে মানে, আছে শাস্ত্রের বিধানে, ঔষধার্থে সুরা পানে, নিষেধ করেনা গো ॥ ৩ ॥

এখনি বৈদ্য আনিব তাতে নাহি ভয় গো। কুপথ্য করহ পাছে হতেছে সংশয় গো। ভেষজবৈদ্য বিদ্যমান, পথ্য তাহারি প্রধান, দশ বৈদ্যেরি সমান, বৈদ্যশাস্ত্রে কয় গো ॥ সে বৈদ্য নহে অবাধ্য, নারায়ণ সমারাধ্য, রোগী হইলে সুসাধ্য, আরোগ্য নি-

শয় গো। তাহার চিকিৎসা গতি, লজ্জা পাবে রতিপতি, পতি কিম্বা উপপতি, বশীভূত হয় গো॥ ৪॥

রাগিণী ঐ তাল পোস্ত।

প্রকাশিয়ে কহ সখি আমারে ভেবনা পর। দেখিয়া তোমার দেহ দুঃখে দহিছে অন্তর। মহাশোকে সমাকীর্ণ, কোন জ্বরে এত জীর্ণ, সুবর্ণ বর্ণ বিবর্ণ, শীর্ণ হল কলেবর॥ অঙ্গে নাহি রহে বাস, সদা বহে দীর্ঘশ্বাস, মুখে নাহি সুধাভাষ, শুকায়েছে ওষ্ঠাধর। মুদিয়া দুটি নয়ন, ভূমে করেছ শয়ন, ক্ষণেং অচেতন, একি ভাব ভয়ঙ্কর॥ ১॥

কি কব দুঃখের কথা কহিতে হৃদি বিদরে। কুস্বপ্ন দেখিয়ে সখী জীয়ন্তে রয়েছি মরে। যমরাজা মহাশয়, আসিয়া মম আলয়, লয়ে যাবে যমালয়, বলে আমার কেশে ধরে॥ দেখ এতিন সংসারে, মৃত্যু ভয় কে না করে, শমনে দেখে শিয়রে, কার না চৈতন্য হরে। কিবা রূপ প্রাণহর, দণ্ডধারী ভয়ঙ্কর, নামে কাঁপে কলেবর, সে যেন নয়নোপরে॥ ২॥

রাগিণী ঐ তাল একতালা।

স্বরূপে আমারে বল ওলো বিনোদিনি। মুখে যেমন ভাল বাস মনে কি তেমনি। যে ভাব আমার মনে, কত জানাব কথনে, তোমা ভিন্ন অন্য জনে, স্বপনে না জানি॥ জানত তোমারি তরে, যে লাঞ্ছনা ঘরে পরে, আর কি হইবে পরে, মদনমোহিনি। সর্ব্ব ত্যাগী যার ভাবে, সে যদি না মনে ভাবে, হেন কষ্ট নাহি ভবে, এই মনে গণি॥ ১॥

কি-রূপে জানাব তোমায় ওহে গুণমণি। মুখের কথায় সুখের ভাব থাকে কি এমনি। দুইমত তুল্য রয়, প্রণয়ে থাকেনা ভয়, একের অন্যথা হয়, বিচ্ছেদ তখনি॥ দুঃখ ভোগ না ক-

রিলে, এক ভাবে না থাকিলে, সর্ব্ব ত্যাগী না হইলে, পিরীত কি বাখানি। ইথে সন্দেহ করোনা, কেন করিব বঞ্চনা, নাহিক ভিন্ন ভাবনা, শুন সত্য বাণী ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ তাল ঠুমরি।

এসো হে নিদয় বঁধু বস হৃদয়পরে। জুড়াল চাতকীর প্রাণ হেরে নবজলধরে। ভাগ্যে আমি ছিলাম দেশে, তবু ভাল নিশির শেষে, গৃহে এসে ছদ্ম বেশে, দেখা দিলে দয়া করে ॥ তুমি কেন কর ভয়, ইথে কি আছে সংশয়, শেষে এই দশা হয়, পড়িলে শঠেরি করে। মন ভেঙ্গেছে তোমার, জেনেছে মন আমার, এখনত হল সুসার, বিষম বিচ্ছেদজ্বরে ॥ ১ ॥

যে জন চির অধীন অধিক বলনা তারে। ব্যঙ্গছলে বিধুমুখী বিড়ম্বনা কর কারে। ভক্তিভাবে যেই জন, সেবে তব শ্রীচরণ, সেই পদ আভরণ, রাখে কে হৃদয়ের হারে ॥ মনে বুঝিয়া নিশ্চয়, তোমাতে হয়েছি লয়, যমেরে না করি ভয়, আর কে আছে সংসারে। বিপাকে পড়িয়া তাই, সাধে কি নিশি পোহাই, মনেতে অন্যথা নাই, দণ্ড কর সুবিচারে ॥ ২ ॥

রাগিণী কানেগড়া বসন্ত তাল খেমটা।

বল পিরীত হতে কি আছে মিষ্ট। সব সুখের ইষ্ট। দুষ্ট লোকে কষ্ট বলে স্পষ্ট কয় বিশিষ্ট। হলে সরল স্বভাব, সেই বুঝে ভাবের ভাব, প্রেমে তারি সুখলাভ, যার শুভাদৃষ্ট ॥ যাঁর কার্য্য এসংসার, নিত্যানন্দ নির্ব্বিকার, জগতে যে সারাৎসার, কর তাঁরে দৃষ্ট। গোলোকপুরী শূন্য করে, অবতীর্ণ মহীপরে, বাঁধা রাধার প্রেমডোরে, গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ ॥ দেখহ বাইবেলের মতে, ইহুদী লোকের প্রীতে, এলেন স্বর্গপুর হতে, প্রভু ইষু

খ্রীষ্ট। তাইতে কহিয়াছে সার, পিরীত শূন্য দেহ যার, মাত্র মনুষ্য আকার, কাষে কাঙ্গাল বিষ্ট ॥ ১ ॥

জানি পিরীত ভাল কিবল শুন্তে। কে পারে চিন্তে। শান্ত লোকে ক্ষান্ত থাকে, ভ্রান্তে করে চিন্তে। যাঁদের আছে বুদ্ধি-যোগ, তাদের ঘটেনা ও রোগ, মূর্খে করে দুঃখভোগ, ছাড়েনা প্রাণান্তে ॥ বৈদ্যশাস্ত্রে স্পষ্ট কয়, মিষ্ট দ্রব্য ইষ্ট নয়, খেতে বটে শ্রেষ্ঠ হয়, কষ্ট ভোজনান্তে। সামান্য পিরীত ব্যর্থ, তাতে নাই পরমার্থ, সর্ব্বদা ঘটে অনর্থ, ভ্রমে কত ভ্রান্তে ॥ সাধুশাস্ত্রে এই কথা, যথার্থ পিরীতি যথা, পরমার্থ লাভ তথা, জানে গুণ-বন্তে। কৃষ্ণ খ্রীষ্ট সত্ত্বগুণে, প্রিয়ভাবে সর্ব্বজনে, সমভাবে সর্ব্ব-স্থানে, থাকে আন্ত অন্তে ॥ ২ ॥

রাগিণী টোড়ী তাল জলদ তেতালা।

হয়েছি অক্ষম তার দোষ গুণ বিচারেতে। ভাল মন্দ যাহা ভাবে ভাবিত সম ভাবেতে। যখন যে রূপে দেখি, ভুলে যায় দুটি আঁখি, সদত হৃদয়ে রাখি, বাসনা হয় মনেতে ॥ জানি সে ভাল বাসেনা, তথাপি মন বুঝেনা, সহি যে কত যাতনা, থাকি-য়া তার বসেতে। করে কত অপমান, তবু নহি ম্রিয়মাণ, যদি করে অভিমান, সাধি ধরে চরণেতে ॥ ১ ॥

বিচার বিহীন হলে কে তারে অযোগ্য বলে। ভাল মন্দ সমভাব হয় কি সামান্য বলে। মণি মুকুতার হারে, অকারণে অঙ্গ ভারে, কায কি আর অলঙ্কারে, প্রেমহার পরেছ গলে ॥ পেয়েছ যে পদতল, করেছ জন্ম সফল, গঙ্গাজলে কিবা ফল, ভাসিতেছ প্রান্তিজলে। মানের ভয় যে না করে, সে থাকে জীয়ন্তে মরে, পিরীত করে পায়ে ধরে, খ্যাতি কল্লি নারীদলে ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ তাল ঐ।

কি আশ্চর্য্য দরশন সংশয় হতেছে মনে। কে কোথা দেখেছ বল সুধাংশু প্রকাশে দিনে। কুমুদী মুদিত রয়, নলিনী প্রফুল্ল হয়, সঘনে মৃণাল দ্বয়, আঘাত্ করে নবঘনে॥ বহে মন্দ সমীরণ, তাহে বিন্দু বরিষণ, রোদন করে বসন, ত্যজিবে বলে এইক্ষণে। চঞ্চলা চমকে তাতে, মোহীত পিকরবেতে, যে জন দেখে চক্ষেতে, পীড়িত করে মদনে ॥ ১ ॥

বিস্ময় হইলে বঁধু বিপরীত দরশনে। চতুর নাগর তুমি আমি বুঝাব কেমনে। দিনে দেখ শশধরে, মৃণাল মেঘের পরে, কুমুদিনী লাজভরে, নলিনী হাসে গোপনে॥ মনে এই অনুমানি, ভ্রান্ত হয়েছ আপনি, শুনিয়া তোমার বাণী, প্রবোধ না হয় মনে। বর্ত্তমান দেখাইবে, তবে সন্দেহ যাইবে, নতুবা লজ্জা পাইবে, হাসিবে সকল জনে ॥ ২ ॥

রাগ সারঙ্গ, তাল জলদ তেতালা।

পিরীতি পদ্ধতি রীতি সকলে জানেনা গো। না জেনে প্রবর্ত্ত হলে কেহত মানেনা গো। দুজনে সুজন হলে কলঙ্ক রটেনা গো। যত দিন জীবন থাকে বিচ্ছেদ ঘটেনা গো॥ সুজনে কুজনে হলে সমানে মেলেনা গো। কিছু দিন থাকে শেষে স্বভাবে চলেনা গো। কুজনে কুজনে হলে সকলি আঞ্জনা গো। সুখ মাত্র নাহি তাতে কেবলি গঞ্জনা গো ॥ ১ ॥

না করে পিরীতি আগে পদ্ধতি কে জানে গো। শিরং নাস্তি শিরঃপীড়া একথা কে মানে গো। কেবা না বাসনা করে সেবিতে সুজনে গো। নব প্রেমে কত ভ্রমে, চলিবে কেমনে গো॥ সর্ব্বদা ঘটনা হয় সুজনে কুজনে গো। চিরদিন থাকে কেবল

কলহ সাধনে গো। উত্তম মধ্যম আর অধম বিধানে গো। সুখ ন্যূনাধিক কিন্তু থাকেনা গোপনে গো ॥ ২ ॥

রাগ সুরট মোল্লার তাল পোস্ত।

গরজে গম্ভীর নাদে শরতে সাধে কাদম্বিনী। জলদেং করে ডাকিছে চাতক চাতকিনী। বায়ু বহে খরশান, ধারা যেন বর্ষে বাণ, আতঙ্কে কম্পিত প্রাণ, দমকে চমকে দামিনী॥ গগণ মণ্ডল ঘেরে, আছে তরল তিমিরে, দিবাকরে নাহি হেরে, কাতরে কাঁদে কমলিনী। মনে হেন অনুমানি, দিবসে হয় যামিনী, গুপ্ত রসিকা রমণী, ভ্রমেতে হল উন্মাদিনী ॥ ১ ॥

সময়ে সম্ভব মত বিধাতা যদি মিলাইত। তা হলে কষ্ট সমূহ সমূলে বিনষ্ট হইত। সরস রতি প্রসঙ্গ, বিচ্ছেদে হয় রস ভঙ্গ, তা না হলে কি অনঙ্গ, আতঙ্ক শত দেখাইত ॥ যে যাহারে চাহে মনে, সে থাকে তার নয়নে, তা হলে কি সুখের দিনে, গোপনে এত কাঁদাইত। শরতে সে গুণরাশি, যদি দেখা দিত আসি, তবেত সুখের নিশি, হাসিতে কত পোহাইত ॥ ২ ॥

রাগ ঐ তাল খেমটা।

বলনা কি অপরাধে ছাড়লি আমার ঘর রে। তুচ্ছ কথায় উচ্চ করে বাড়ালি বিস্তর রে। অকারণে দেশ ঢলালি, আমায় মেলি আপনি মলি, কেন বা শত্রু হাসালি, জ্বলালি অন্তর রে ॥ আগে বা কি দুঃখে ছিলি, এখন কত সুখী হলি, পরের কথায় ভুলে গেলি, আমায় ভাবলি পর রে। কুলনারীর কুল মজালি, একবার মনে না ভাবিলি, এখন এমন কি দোষ পেলি, পলালি সত্বর রে ॥ ৩ ॥

বল্বো কি দুঃখের কথা বুক কেটে যায় লো। সাধেং সুধা ছেড়ে কেবা বিষ খায় লো। ঐ খেদে মরি জ্বলে, পরের দোষ

সবাই বলে, আপনার দোষ অধিক হলে, কেবা দেখ্‌তে পায় লো ॥ কত সুখে ভাসাইলে, শেষে দুঃখে কাঁদাইলে, তুমি আগে ন্য ভুলিলে, কেবা ভুলেতে চায় লো। মজালে যদি মজিলে, রাগে কি তা পাসরিলে, উভয়ে ঐক্য থাকিলে, কেবা জ্বলেতে ধায় লো ॥ ২ ॥

রাগিণী মোলতানি তাল জলদ তেতালা।

রূপের গৌরবে ধনী এত উন্মত্ত হইও না। তোমা হতে এ জগতে আর কি রূপসি মেলেনা। যেমতি দেখ স্বপন, তেমতি রূপ যৌবন, ক্ষণেকে হয় নিধন, বারেক মনে ভাবনা ॥ জীব জলবিম্ব প্রায়, ক্ষণেকে জলে মিশায়, কিছু কাল শোভা পায়, শেষে কিছুই থাকেনা। যে অবধি দেহ রবে, মরণে সদা চিন্তিবে, তবে সবে দয়া হবে, হইবে ধর্ম্ম সাধনা ॥ ১ ॥

অকারণে কর নিন্দে ইহা তব অনুচিত। জগতে যতেক জীব কে কোথা মত্ত রহিত। মিথ্যা সকলি জগতে, সকলে জানে মনেতে, কাযে কে পারে বুঝিতে, এ যে মায়া বিরচিত ॥ ভাল মন্দ সৃষ্টি যথা, দোষ গুণ আছে তথা, অভিমান যাবে কোথা, কহ পুরুষ পণ্ডিত। অনিত্য এই সংসার, তুমিত বুঝেছ সার, তবে দ্বেষ কর কার, একি ভাব বিপরীত ॥ ২ ॥

মরি মরি ও সুন্দরী এত শিখেছ কোথায়। অন্য মায়ায় নাহি ভুলি ভুলেছি তব কথায়। এ জগত মায়া হতে, নিশ্চয় জানে লোকেতে, তবে কে বোঝেনা চিতে, সেই মায়াতে ভুলায় ॥ যশঃ কীর্ত্তি আছে যার, অভিমান সাজে তার, আর সকলি অসার কালে কালেতে মিশায়। ছাড় লো রূপ গৌরব, রাখ লো কীর্ত্তি সৌরভ, দেহ লো প্রেম বৈভব, কুরূপে কর বিদায় ॥ ৩ ॥

সুন্দরি বলিয়া তবে কেন ব্যঙ্গ কর আর। তুমিত জেনেছ মিথ্যা মায়া কার্য্য এ সংসার। সেই মায়া সহকারে, যত কর্ম্ম এ সংসারে, আবার বল কি বিচারে, যশঃ কীর্ত্তি হল সার॥ তথাপি গুণ থাকিলে, কীর্ত্তি লাভ হত কালে, নির্গুণা নারী কপালে, অভিমান হয় অঙ্গ ভার। তুমিত হে জ্ঞানি জন, জেনেছ যত কারণ, কিন্তু স্থির নহে মন, দেখ করিয়ে বিচার॥৪

রাগিণী ঐ তাল তিওট।

বুঝিতে না পারি সই পিরীতির রীত, হিতে বিপরীত, সদা সশঙ্কিত, সকলে বিরত, ব্যাকুলিত চিত, ভেবে প্রাণ ওষ্ঠাগত, ভাবিতে না পারি সই। কখন না জানি এ বিষম জ্বালা, কি কাল ঘটালে কালা, অবলা শরলা, হয়েছি বিভোলা, নিতান্ত চঞ্চলা, কুল রেখে কুলবালা, থাকিতে না পারি সই॥ সদত কুতর্ক করিযে কুজনে, কুচ্ছ করে অকারণে, দয়াহীন জনে, বিনয় না মানে, বুঝি আর গোপনে, পিরীতি পরম ধনে, রাখিতে না পারি সই। আছি যে ভাবেতে যে যন্ত্রণা সয়ে, কিবল আশার আশয়ে, সর্ব্বত্যাগী হয়ে, মরমে মরিয়ে, লোক লাজ ভয়ে, পরের তরে প্রকাশিয়ে, কাঁদিতে না পারি সই॥ ১॥

রাগিণী ঐ তাল কওালি ঠেকা।

কে জানে নয়নে আমার ছিল এত জল গো। বহে ধারা নাশে তারা ভাসে ধরাতল গো। সব জল একত্র হলে, বাড়াত জলধিজলে, মন মধ্যে না থাকিলে, সরম অনল গো॥ পিরীতেরি পরিশ্রমে, জ্বরাগ্রস্থ কত ভ্রমে, বিকৃতি হইল ক্রমে, করিল দুর্ব্বল গো। ঘটিল বিষম বিঘ্ন, হইল এ দেহ ভগ্ন, কত কাল জলমগ্ন, থাকিবে সবল গো॥ ১॥

ভয় কি পিরীত জ্বরে হয়েছে বিকার গো। শান্তি হবে ভ্রান্তি যাবে, পাবে প্রতিকার গো। বিষে বিষক্ষয় বলে, বিকার উৎপত্তি জলে, করহ নয়নের জলে, জলে জলসার গো॥ পিরীতি যে না করিল, করিয়ে যে না কাঁদিল, সে জলে যে না ভাসিল, বৃথা জন্ম তার গো। প্রেমানন্দ নয়ন জলে, দোষ কি জলধি হলে করুহ ধৈর্য্য অনলে, শুষ্ক অনিবার গো॥ ২॥

রাগ ঐ তাল খেমটা।

যে রূপ লেগেছে মরমেতে। প্রাণ সই, তোরে কই, বুঝিতে না পারি কিবা আছে করমেতে। অন্তে গিয়ে গঙ্গাবারি, বুঝি গঙ্গালাভ করি, প্রকাশিতে নাহি পারি, মরি সরমেতে॥ মনে কি প্রবোধে রাখি, সলিলে ভাসিল আঁখি, কি আছে কপালে সখী, হবে চরমেতে। ব্যাকুল হয়েছি প্রাণে, ধরি গো তব চরণে, যা কর আপনার গুণে, যথা ধরমেতে॥ ১॥

কি দায় ঘটালি ভাবি তাই লো। বড় দায় প্রেমদায়, ডেকে রোগ আনলি ঘরে কপালেতে ছাই লো। যদি জলে গিয়েছিলে, কেন সে দিগে চাহিলে, বল দেখি কোথা গেলে, তারি দেখা পাই লো॥ বারেক তারে হেরিয়ে, অমনি গেলি যমালয়ে, কোথা গিয়ে কি উপায়ে, তোমারে বাঁচাই লো। আমাদেরত আছে আঁখি, সকল দিগে চেয়ে দেখি, কিছুত না মনে রাখি, যেথা সেথা যাই লো॥ ২॥

রাগিণী ঐ তাল পোস্তা।

আজি কিবে শুভক্ষণে হল শুভ দরশন। নাগর নাগরী হেরি মরি যুড়াল নয়ন। মেঘে যেন সৌদামিনী, শ্যামের বামে কমলিনী, মনে মনে অনুমানি, এই বুঝি বৃন্দাবন॥ তপ্ত ভূমে বর্ষে জল, যুড়াইল মহীতল, পুরাতন বিরহানল, এবে কর নিবারণ।

ছিলাম কত মনের দুঃখে, বাক্য হয়েছিল মুখে, এখন সবে মনের সুখে, কর মঙ্গলাচরণ ॥ ১ ॥

ক্ষণেক সুখেতে আমি শুভ দিন নাহি গণি। চিরদিন থাকে যাতে তাই কর লো সজনী। আনন্দে কহ এখন, এ ভবন বৃন্দাবন, দুদিন পরে হবে বন, বিনে শঠ শিরোমণি ॥ এই যুক্তি কর সবে, চিরদিন নিবাসে রবে, প্রতিজ্ঞা করাবে যবে, কিঞ্চিত প্রবোধ মানি। তথাপি শঠের রীত, কেবা কোথা করে হিত, এ মঙ্গল বিপরীত, ঘটনা হবে এখনি ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ তাল জলদ তেতালা।

পিরীতে যে সুখ দুঃখ জেনেছি বিশেষ মতে। অতি সুকঠিন কথা না পারি পরে বুঝাতে। যে করেছে প্রেমসার, সে যেন ভুলেনা আর, প্রথম বাসনা যার, সে যেন না যায় মরিতে ॥ দিল্লীর লড্ডুকা প্রায়, খায় যেবা নাহি খায়, দোঁহে যে ভাবে পস্তায়, সেই ভাব সর্ব্বত্রেতে। অনিত্য পিরীতের ধারা, সর্ব্বদা শোকেতে সারা, নিত্যপ্রেম করেছে যারা, ধন্য তারা এ জগতে ॥ ১ ॥

জেনেছ যদ্যপি তুমি পিরীতেরি তত্ত্ব মনে। জেনে জানাতে অপরে নাহি পার কি কারণে। না পরিল প্রেমহার, না বহিল বিচ্ছেদ ভার, কি ফল দেহেতে তার, সম জীবনে মরণে ॥ কেহ বা গরল খায়, কেহ বা তা নাহি খায়, উভয়েরি প্রাণ যায়, সম্ভব হবে কেমনে। বিনা অনিত্য সাধনে, কেবা পায় নিত্যধনে, মুনিগণে প্রেমধনে, সাধনা করে যতনে ॥ ২ ॥

রাগিণী বারোয়াঁ তাল যৎ।

মনে কি আছে হে সখা হইবে সত্য কহিতে। আবার কি বিরহানলে হবে আমারে দহিতে। কত দিন ভুলিয়ে ছিলে

যদি এসে দেখা দিলে, পুনঃ সে দশা ঘটিলে, মিশায়ে যাব মহিতে ॥ যখনি মনে করিব, তখনি চক্ষে হেরিব, অন্যথা হলে জানিব, দিবে না ঘরে রহিতে। চিরদিন হাহাকার, করে হলেম শবাকার, এ দেহে বিচ্ছেদের ভার, আর কি পারি সহিতে ॥ ১ ॥

আমার মনের কথা জান না কি মনে মনে। সকল কথা প্রথমেতে বলেছি সত্য বচনে ॥ পঞ্চশর সহ্য করে, সাধে কি থাকি অন্তরে, প্রকাশ হইলে পরে, কুচ্ছ করিবে কুজনে ॥ কুলে আছি তারি তরে, দেখা হয় বর্ষান্তরে, তাই মান ভাগ্য করে, খেদ কর অকারণে। প্রণয়েরি এই ভাব, উভয়েরি সম-ভাব, হবে না লো ভিন্ন ভাব, যত রাখিবে গোপনে ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ আল ঠুমরি।

তার তরে ভেবনা লো আর। সেত নয় আপনার, তুমি তারে ভাব সদা সেত ভাবেনা একবার। ভেবে কালি হল কায়া, এবার বুঝি পেলে গয়া, তার উপরে কিসের মায়া, মনে দয়া নাহি যার ॥ কথায় কথায় অভিমান, মিনি দোষে নাশে মান, হানিয়ে বিচ্ছেদ বাণ, প্রাণ জ্বালায় অনিবার। যে দিয়েছে মনে ব্যথা, তার সঙ্গে আর কিসের কথা, কখন না রবে তথা, যথা নাহি সুবিচার ॥ ১ ॥

আমি কি তাহারে ভাবি পর। সে যে কত গুণাকর, তা হলে পিরীতি কোথা ঘটে পরস্পর। কথান্তরে মতান্তরে, কিম্বা থাকে দেশান্তরে, সে কেবল নয়নান্তরে, নহে অন্তরে অন্তর ॥ যারে দিলাম কুল মান, তার কাছে কি অপমান, বিনাশে চাতকীর প্রাণ, কোথা নব জলধর। সেত রাজা আমি প্রজা, সদা তারি করি পূজা, অবিচারি হলে রাজা, তবু দিতে হবে কর ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ তাল পোস্ত।

ভালবাসা হলে কি আর ভোলা যায় লো প্রাণ সজনী। পুরুষে ভুলিতে পারে ভুলেনা রমণী। অবলা শরলা অতি, পুরুষ পাষাণ মতি, গোপনে করে পিরীতি, মজায় কুলের কামিনী॥ লক্ষান্তরে দিবাকর, প্রকাশে প্রখর কর, থাকিয়া সলিলোপর, সুখে ভাসে কমলিনী। দ্বিলক্ষ যোজন পরে, শশধর বাস করে, তবু তারে নাহি হেরে, প্রাণে মরে কুমুদিনী॥ রমণী কত যতনে, হৃদয়ে রাখে রমণে, পুরুষে তা নাহি মানে, কঠিন কেমনি। সে তুলনা যদুপতি, মথুরায় হল ভুপতি, ব্রজেশ্বরীর কি দুর্গতি, হল কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী॥ ২॥

ভোলেনা ভাল বাসিলে এ কথা কেমনে রহিবে। ভোলা একটি শব্দ তবে কোথায় থাকিবে। কখন পুরুষ ভুলে, কভু ভুলে নারীকুলে, কিন্তু সূত্র থাকে মূলে, সেত না কাটিবে॥ সূর্য্য সরোজিনী বন্ধু, কুমুদিনী সখা ইন্দু, তবে কেন মধু বিন্দু, দিয়ে ভ্রমরে তুষিবে। কি বিচারে গোপীগণ, পতিরে করে গোপন, কৃষ্ণপ্রেমে দিল মন, শাস্ত্রে কি কহিবে॥ গৃহ ত্যজে বনবাসি, হইল কলঙ্ক রাশি, তারা যদি নহে দোষী, তবে কৃষ্ণে কে দুষিবে। জগতেরি এই রীতি, সকলেরি সমগতি, যেমতে কর পিরীতি, শেষে বিচ্ছেদ ঘটিবে॥ ২॥

রাগিণী ঐ তাল খেমটা।

ভাবসনে লো কমলিনী ঐ দেখ তোর ভ্রমরা বঁধু এসেছে। এসে যেন চোরের মত এক পাশেতে বসেছে। বিনোদিনী কেত কিনী, নব প্রেমের সোহাগিণী, নব নাগর পেয়ে ধনী, মনের সাধে সাজিয়েছে॥ রজঃ মাখা কাল গায়, চক্ষে নাহি দেখ্‌তে পায়, প্রেমের দায়ে প্রাণ যায়, ভারি দায়ে ঠেকেছে। হয়েছে

কি রূপের বাহার, গুঞ্জরবে ডাকে না আর, কাঁটা বনে পড়ে বেটার, পালক ছিঁড়ে গিয়েছে ॥ ১ ॥

বলিসনে আর সহচরী ভ্রমরার গুণ জানত ভাল মতে। কোন কালে এক ফুলে থাকে বেড়ায় দ্বারে দ্বারেতে। মিছে কর অনুযোগ, সকলি কপালেরভোগ, নইলে কেন এমন রোগ, হল গণ্ড যোগেতে ॥ আমি সতী কুলবতী, পুরুষ লম্পট অতি, সদত চঞ্চল মতি, ক্ষতি কি আছে তাতে। ভ্রমরা হয়েছে সাধু, সকল বেটি খাওয়ায় মধু, তবুত পদ্মিনীর বঁধু, বলবে সকল লোকেতে ॥ ২ ॥.

রাগিণী ঐ তাল কাওয়ালি ঠেকা।

যার প্রাণ ভাল নয় কেন প্রেম করে। যার মন ভাল নয় কেন মান করে। যার রূপ ভাল নয় কেন নৃত্য করে, যার স্বর ভাল নয় কেন গান করে ॥ যার কুল ভাল নয় কেন কুচ্ছ করে, যার রীত ভাল নয় কেন দান করে। যার বল ভাল নয় কেন যুদ্ধ করে, যার জ্ঞান ভাল নয় কেন ধ্যান করে ॥ ১ ॥

রাগিণী পুরবী তাল জলদ তেতালা।

সূর্য্যের সুপ্রভা নাম বল কে রেখেছে সখী। কোন গুণে কমলিনী সে প্রেমে মজেছে সখি। জল ত্যজি এলে কুলে, শুষ্ক কর যে সমূলে, তবু লোকে ভ্রমে ভুলে, প্রণয় মেনেছে সখী ॥ দশ দিগ দীপ্ত করে, বহু জনে তৃপ্ত করে, গুপ্ত প্রেম লুপ্ত করে, কি লাভ হয়েছে সখী। বিরহি করিতে পার, দয়ামাত্র নাহি যার, সে জনে দিনের ভার, কি বুঝে দিয়েছে সখী ॥ ১ ॥

অরুণ কিরণ বিনে নয়নে কি দেখা যায়। অনুদয়ে প্রভাকর জগতে কি শোভা পায়। সূর্য্য সরোজে প্রণয়, এ কথা সম্ভব নয়, উভয়েতে জড় হয়, তুলনা মাত্র দেখায় ॥ দিনে সখা দেখা

দিলে, মিলনে কি সুখ মিলে, দিনমণি না থাকিলে, যামিনীরে কেবা চায়। গৃহে গেল দিবাকর, আসিতেছে নিশাকর, না পাইলে গুণাকর, তবে কি হবে উপায় ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ তাল ঐ।

অন্তরের নিধি তুমি কেমনে গেলে অন্তরে। বল বল কেমন আছ গিয়েছ নয়নান্তরে। তুমি হয়েছ বিরূপ, তথাপি কি অপরূপ, আমি কেন তব রূপ, সতত ভাবি অন্তরে ॥ বলনা কি মনে ভেবে, অভাব ঘটালে ভাবে, আমিত আছি স্বভাবে, তব ভাব ভাবান্তরে। যত দিন বেঁচে থাকিব, স্বপনে নাহি ভুলিব, উদ্দেশে সেবা করিব, থাক যদি দেশান্তরে ॥ ১ ॥

পিরীতির এই রীত প্রকাশ আছে জগতে। শতযুগ না দেখিলে কে কোথা ভুলে মনেতে। যে ভাবে যারে যে ভাবে, সে ভাবে তারে সে ভাবে, প্রতিরূপ যেমন ভাবে, দেখে সবে দর্পণেতে ॥ আমি আছি তব পায়ে, তুমি আমার হৃদয়ে, দেখ দর্শন বিষয়ে, সুসাধ্য কোন পক্ষেতে। হৃদি নিবীড়কাননে, সদা দেখিব কেমনে, তুমি চাহিলে চরণে, অনাসে পার দেখিতে ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ তাল ঐ।

নিঠুর নাগর তুমি কেমনে ছিলে ভুলিয়ে। কি বিচারে দূরে গেলে আমারে গাছে তুলিয়ে। তোমার মুখ না দেখে, বুক ফাটে মনোদুঃখে, তুমিত ছিলে হে সুখে, অধীনী প্রাণ জ্বালায়ে। তব বঞ্চনাতে ভুলে, ভাসিতে হল অকূলে, অনাশে গেলে নিকুলে, অবলা কুল মজায়ে। ধিক তোরে রসরায়, প্রণতি পিরীতের পায়, রাখিলে মম মাথায়, কলঙ্ক ভার সাজায়ে ॥ ১

অবিচারে কর দোষী শশীমুখী দুঃখী হয়ে। দেহ দূর বটে কিন্তু মন বাঁধা তব পায়ে। তোরে বুকোপরে তুলে, আমি কি রয়েছি মূলে, দোঁহে আছি সমতুলে, কৌশলে কুল রাখিয়ে॥ তোরে ভাসায়ে পাথারে, আমি কি গিয়েছি পারে, রয়েছি তুল্য আকারে, কলঙ্ক তুফানে লয়ে। দেখ এতিন ভুবনে, নাহি জানি অন্য জনে, পলাইব সেই দিনে, যাব যবে যমালয়ে॥ ২॥

রাগিণী ঐ তাল একতালা।

পিরীতি ত্যজিয়ে প্রিয়ে কেমন আছ বল বল। বুঝিতে না পারি ভেবে মন করে টল টল। তাই ভাবি নিরবধি, একি বিপরীত বিধি, হারাইয়ে প্রেমনিধি, কি সুখেতে ঢল ঢল॥ প্রকাশ্য হাস্য বদনে, ভাবিতেছ সর্ব্বজনে, অন্যমনা ক্ষণে ক্ষণে, দুটি আঁখি ছল ছল। হল যদি প্রেম ভঙ্গ, কায কি অন্য প্রসঙ্গ, সুখে কর সাধুসঙ্গ, কাশীধামে চল চল॥ ১॥

প্রেম ভঙ্গ হল যদি ভাবনা কি আছে আর। নিরোগ শরীরে এখন বৈদ্যরাজ কিবা ছার। সতত নির্ভয়ে রব, নিদ্রাহারে সুখী হব, কুম্ভীরে রম্ভা দেখাব, হলেম যদি নদী পার॥ পিরীতি বিষম জ্বালা, ঘুচেছে সহস্র জ্বালা, আছে মাত্র একটি জ্বালা, সে জ্বালা নিবাণ ভার। হরি পদে থাকে মন, হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন, কাশীতে কি প্রয়োজন, গৃহে পাইব নিস্তার॥ ২

রাগিণী ঐ তাল ঐ।

দেখে তোরে শশীমুখী সন্দেহ হতেছে মনে। বিষণ্ণ বাক্য রহিত বসে বিরস বদনে। গণ্ডদেশে দুই কর, রসহীন ওষ্ঠাধর, সজল নয়নোপর, ঢেকেছ শেষ বসনে॥ ক্ষণে না দেখিয়ে যারে, শূন্য দেখ ত্রিসংসারে, আজি নাহি দেখ তারে, কেন কুরঙ্গনয়নে।

হতেছে কত ভাবনা, বুঝি এ ভাব রবেনা, আমারে করে বঞ্চনা, ভজেছ কি অন্য জনে ॥ ১ ॥

জান না কি যাদুমণি যে দুঃখে জীবন জ্বলে। অনুচিত এত বলা আমারে অধীনী বলে। সন্দেহ করে আমারে, দোষী কর অবিচারে, প্রত্যয় নহে পিতারে, আপনি তস্কর হলে ॥ জানা-গেছে বিদ্যা যত, জ্যোতিষ পড়েছ কত, আপনারি মন মত, দেখিতেছ হে সকলে। শুন হে স্বরূপে কই, তোমা ভিন্ন কার নই, তবে যে জ্বলিতে রই, তোমার বিরহানলে ॥ ২ ॥

কুরঙ্গনয়নী ধনী ভাল সুরঙ্গ দেখালে। নির্ব্বোধ জানিয়ে ভাল প্রবোধে মন ভুলালে। আপনি চোর না হলে, চোরে চিনি কি কৌশলে, রোগী হয়ে মুখের বলে, ভাল সতীত্ব জানালে ॥ আমিত তব নিকটে, বিরহ কেমনে ঘটে, কহিতেছ অকপটে, কিবা মন্ত্রণা সাজায়ে। কি আছে তোমার মনে, কত ভাবি অনু-মানে, দেখ সখী রেখ মানে, কি হবে বাক্য বাড়ালে ॥ ৩ ॥

না বুঝে মনের ভাব কেন ভাব অনুভাবে। কুতর্ক করিবে যত সন্দেহত নাহি যাবে। যে ভাব আমার মনে, তুমি কি জান না মনে, তবে কেন ভ্রান্ত মনে, কুভাব ভাব সুভাবে ॥ মিলনে বিচ্ছেদের ভয়, তাইতে হয়েছে সংশয়, পুনঃত বিচ্ছেদ হয়, অবসন্ন তাই ভেবে। যে অবধি তব ভাবে, আমি আছি সমভাবে, বিচ্ছেদ হবে না ভাবে, তুমি থাকিলে স্বভাবে ॥ ৪ ॥

রাগিণী ঐ তাল পোস্তা।

পিরীতি সহজ শব্দ সকলে অভ্যাস করে। কেহ বলে প্রেম করেছি ভ্রান্তি বলে দেশাচারে। উত্তম পিরীতের ভাব, পায় পরমার্থ ভাব, লৌকিক পিরীতের ভাব, তাই বা জানে কে নরে ॥ উভয়ে থাকে সমানে, প্রেম ঘটে সেই স্থানে, যদি মীনের

মরণে, তখনি সলিল মরে। সরোজিনী দিনমণি, প্রবল প্রেম বাখানি, জল ছাড়া কমলিনী, কেন শুকায় রবি করে ॥ ১ ॥

হয় না এমন কর্ম্ম আছে কি গো এ সংসারে। পিরীতি কঠিন বটে সকলে নাহিক্ক পারে। হিন্দু জেতে সর্ব্বদেশে, সতী নারী অনায়াসে, জীয়ন্তে অগ্নি প্রবেশে, মৃতপতি সহকারে ॥ দেখ দক্ষ প্রজাপতি, যজ্ঞ করে মহামতি, জীবন ত্যজিল সতী, পতি নিন্দা অনুসারে। এই ভাবে সর্ব্বদাই, সর্ব্বত্রে দেখিতে পাই, জগতে পিরীতি নাই, বলিতেছ কি বিচারে ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ তাল ঐ।

তোমার অধীন হয়ে চিরদিন বিফলে গেল। সুখসিন্ধু তীরে থেকে দুঃখ-নীরে ভাসতে হল। আঁখি নজালে জীবনে, আপনি ভাসে জীবনে, কেমনে রাখি জীবনে, আশা জীবনে ডুবিল ॥ সুখ দুঃখ সর্ব্ব স্থানে, বিধাতা লেখে গোপনে, আমার কপালের গুণে, লিখিতে কি ভুলেছিল। ঘরে পরে অপমান, দাঁড়াইতে নাহি স্থান, ঐ খেদে কাঁদে প্রাণ, লাভেত শত্রু হাসিল ॥ ১ ॥

ভাল সঙ্গ হলে বঁধু স্বভাব যাবে কোথায়। তাহাতে অদৃষ্ট-যোগ আক্ষেপ কর বৃথায়। সতত কমলবনে, বাস করে ভেকগণে ভৃঙ্গ মত্ত মধুপানে, ভেকে কখন না খায় ॥ রাহু আসি রাগ ভরে, গ্রাস করে সুধাকরে, কিন্তু রাখিয়ে উদরে, সুধাবিন্দু নাহি পায়। তব দশা দেখে তাই, মরমেতে মরে যাই; আমার কি সাধ নাই, সুখী করিতে তোমায় ॥ ২ ॥

রাগিণী পুরিয়া ধনাশ্রী তাল জৎ।

দিনমণি রবে কত দিন অস্তাচলে যাবে না আর গো। সু-খের যামিনী বুঝি আসিবে না আর গো। একে বিরহের তাপ, পঞ্চশরে পঞ্চতাপ, তাহাতে রবির তাপ, এত তাপ অবলার

প্রাণে, সহিবে না আর গো ॥ রজনী আসিবার আশে, ধৈর্য্য হয়ে আছি বাসে, নিরাশা হলে সে আশে, এ হুতাশে জীবন আমার রহিবে না আর গো। এ বারে এলে রজনী, যেতে দিও না সজনী, হয় হবে অপমানি, কমলিনী, যেন শোকে, ভাবিবে না আর গো ॥ ১ ॥

আইল সুখের যামিনী দিনমণি স্বস্থানে যায় গো। চির দিন এই জগতে থাকে কে কোথায় গো। জান না শশী উদয়ে, রবি যাবে নিজালয়ে, সকলি হবে সময়ে, অসময়ে ইচ্ছামতে, কেবা কোথা যায় গো ॥ কেন করিছ বিলাপ, যেন দেখিছ প্রলাপ, বিষম বিরহ তাপ, সেই তাপ সহিছ সখী, শঙ্কা কি তোমার গো। বাতিক জ্বর প্রভাবে, ভ্রান্তি হয়েছে স্বভাবে, সকল দুঃখ দূরে যাবে স্নিগ্ধ হবে নিশিযোগে, শশীর প্রভায় গো ॥ ২ ॥

রাগিণী ঐ তাল জলদ তেতালা।

তোমার মনের ভাব বুঝিতে না পারি ভেবে। স্বভাবে অভাব দেখে কত ভাবি অনুভাবে। আমিত অধীনী নারী, আছি তব আজ্ঞাকারী, পর্ব্বত হইতে ভারি, হইলে কার ভাবের ভাবে ॥ তুমিত ভাবনা মোরে, আমি সদা ভাবি তোরে, না হেরে নয়ন ঝোরে, ব্যাকুলা তব অভাবে। পেয়েছ কেমন ধনী, হয়েছ তেমন ধনি, উঠেছে সুখ্যাতির ধ্বনি, ভুলেছ হে নূতন ভাবে ॥ ১ ॥

অধীন জনে কি এত ব্যঙ্গ করা শোভা পায়। যে বাঁধা তোমার পায় তারে কি অন্যেতে পায়। তুমিত হৃদয়চরী, দেখ না বিচার করি, কুচগিরি হৃদে ধরি, এত ভারি হলেম তায় ॥ উভয়ে থাকে স্বভাবে, মিছে ভাবনা অনুভাবে, আমি আছি সমভাবে, মলে কি এ ভাব যায়। প্রকাশিছে এই

বাণী, পাইয়ে তোমারে ধনী, মন হয়েছে স্বধনি, অন্য ধনে নাহি চায়। ২॥

রাগ গৌর সারঙ্গ তাল জলদ তেতালা।

মম অন্তঃপুর হতে মনঃ হারায়েছে সখী। সেই অবধি নিরবধি দশ দিগ শূন্য দেখি। নয়নে কহি আভাসে, প্রাণান্তে নাহি প্রকাশে, কভু কাঁদে কভু হাসে, কিন্তু সব জানে আঁখি॥ প্রাণের আধার মনে, চুরি করিল কেমনে, কি প্রবোধে অবোধ প্রাণে, বুঝায়ে দেহেতে রাখি। জীবন হল সংশয়, প্রকাশিতে করে ভয়, তোমারে সন্দেহ হয়, সত্য,বল বিধুমুখী॥ ১॥

কে করিল মন চুরি চোর বলিছ হে কারে। না জানিয়ে সাধু জনে চোর বল কি বিচারে। তুমি কি জান না মনে, একথা সকলে জানে, ঘটনা করে নয়নে, সেই ডেকে আনে চোরে॥ এই রীতি আছে চোরে, বসন ভূষণ হরে, মন চুরি করে পরে, কি লাভ হইতে পারে। নিদর্শন না দেখাবে, চোরে কেহ না ধরিবে, শেষে নিজে দণ্ড পাবে, মদন রাজ বিচারে॥ ২॥

শুন লো কমলমুখী চোর কি বাঁচে বচনে। দুরন্ত কন্দর্প রাজা একান্ত দুষ্ট দমনে। যদি বল সে রাজারে, বাধিত করিব করে, শেষে ধর্ম্ম রাজার দ্বারে, ত্রাণ পাইবে কেমনে॥ ধন চোরের অপমান, প্রাণ চোরের বধে প্রাণ, মন চোরের পরিত্রাণ নাহি জীবনে মরণে। শয়নে স্বপনে ধ্যানে, চোরে হেরি মরি প্রাণে, কি আছে তোমার মনে, বল না ধরি চরণে॥ ৩॥

অবলা শরলা আমি মিছে দোষী কর মোরে। মন চুরি করিতে কি পারে হে সামান্য চোরে। আমিত অধীনী নারী, কিছুই বুঝিতে নারি, কেমনে যাইতে পারি, তব হৃদয় মন্দিরে॥ একি তব মন্দ দশা, কে করিল এ দুর্দ্দশা, বাঘের

ঘরে ঘোগের বাসা, বাটপাড়ে লয়েছে হরে। চুরি করে কত মনে, কাঁদায়েছ কত জনে, সেই ফল এত দিনে পেয়েছ ধর্ম্ম বিচারে ॥ ৪ ॥

ধরা পড়েছ লো ধনী আর কি থাকে গোপনে। ভাল চাহ ফিরে দিবে থাকিবে লো মানে মানে। কাতর দেখিয়ে প্রাণে, ধরে দিয়েছে নয়নে, আগুণে ঢাকি বসনে, রাখিবে বল কেমনে ॥ বুঝিয়া ইহার মর্ম্ম, রক্ষা কর নিজ ধর্ম্ম, মনের অগোচর কর্ম্ম, আছে বল কোন খানে। বাঁধিয়ে বাহু যুগলে, রাখিয়ে হৃদিকমলে, মদন ভূপতি বলে, দণ্ড করিবে বিধানে ॥ ৫ ॥

সাধে কি হে প্রাণ সখা লয়েছি তোমার মনে। ভয় কি ভাল করেছি রেখেছি অতি যতনে। আমার কি দোষ পেয়ে, কটাক্ষ শর হানিয়ে, অবলা প্রাণ জ্বালায়ে, পলায়ে ছিলে গোপনে ॥ নিজ দোষ না দেখিয়ে, পর দোষ প্রকাশিয়ে, ধর্ম্ম ভয় না করিয়ে, কাঁদাও কত নারীগণে। যত দণ্ড কর মোরে, মনত দিব না ফিরে, হাতে পেয়েছি তোমারে, দেখ্‌ব জীবনে মরণে ॥ ৬ ॥

নিরাশা হয়েছি সখি যে দিনে লয়েছে চোরে। বহু ভাগ্য ফলে কেহ হারাধন পায় ফিরে। লয়েছ আমার মনে, দুঃখ নাহি করি মনে, পরিবর্ত্ত কর মনে, সুখ্যাতি রবে সংসারে ॥ যা করেছ একবার, ও পথে যেইওনা আর, চোরের নাহি নিস্তার, বিপদে পড়িবে পরে। লোভে শাসন করিবে, পরধনে না চাহিবে, অনাশে সুখে থাকিবে, যে ধন পেয়েছ করে ॥ ৭ ॥

রাগিণী ঐ তাল একতালা।

বিফলে যৌবন নিধি কেন বিনাশ করিলে। জীবনে মরণ সম কি কষ্টে কাল কাটালে। মদনানলে জ্বলিয়ে, যদি গেলে

যমালয়ে, বুঝেছ কি কুল লয়ে, সাক্ষী দিবে পরকালে ॥ হারাইলে অন্য নিধি, পাইবার আছে বিধি, জানত যৌবন নিধি, পায় কেবা গত হলে। বিতরণ কর পরে, সার্থক হইবে পরে, নতুবা যক্ষের করে, কি ফল ধন থাকিলে ॥ ১ ॥

কি কব দুঃখের কথা বিধি বিধবা করেছে। সে দিন হতে সুখের আশা সকলি ফুরায়ে গেছে। সতত থাকি বিরলে, ভাসি নয়নেরি জলে, নিরাশা জলধি জলে, যৌবন নিধি ডুবেছে ॥ বুঝেছি মনেতে ভেবে, চিরদিন কাঁদিতে হবে, সিন্ধু হতে উদ্ধারিবে, হেন জন কেবা আছে। লইতে পরের ধন, কেনা করে আকিঞ্চন, যক্ষের হাতের ধন, কবে কে কোথা পেয়েছে ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

রাগিণী রামকেলি তাল জলদ তেতালা।

দেহ রাজ্যে মন রাজা মহাতেজা মহাজন। পরমাত্মা পিতা মাতা মজায়া জগত কারণ। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দ্বয়, দুই রাণী তুল্যা হয়, মহামোহ বিবেকাদি, অসঙ্খ্যা সন্তানগণ ॥ ধর্ম্মাধর্ম্ম মন্ত্রিবর, সুতর্ক কুতর্ক চর, কুমতি সুমতি দাসী, বায়ু অগ্রেতে গমন। পাপ পুণ্য আদি ধন, সদা করে উপার্জ্জন, সুখ দুঃখ খাদ্য দ্রব্য সুখেতে কর ভোজন ॥ ১ ॥

রাগিণী ঐ তাল ঐ।

মন রে মলিন ভাবে কত দিন রবে বলনা। অনিত্য চিন্তনে মত্ত চিত্ত শুদ্ধিত হল না। ভগ্ন হল দেহ রথ, না পুরিল মনোরথ, দেখিয়ে সাধুর পথ, সে পথে কেন চলনা ॥ মহা মোহেরি

মন্ত্রণা, দিতেছে কর্ত্ত যন্ত্রণা, প্রবৃত্তি দেবী দেখনা, করিছে কত ছলনা। না বুঝিলে নিজ হিত, শক্র বশে বিমোহিত, কররে তারি বিহিত, রিপু দলেরে দলনা॥ কুসন্তানে তেয়াগিয়ে, বিবেকে প্রিয় বাসিয়ে, নিবৃত্তিরে বামে লয়ে,, সেই সুখেতে গল না। বাড়িলে নিবৃত্তির বল, পলাবে প্রবৃত্তির দল, প্রকাশিবে জ্ঞানানল, সেই অনলে জ্বলনা॥ ১॥

প্রবৃত্তি প্রধানা রাণী সর্ব্বদা হৃদয়ে রয়। মহামোহে প্রিয়-পুত্র মম অনুগত হয়। মহামোহ মহাসুরে, ভয় করে সুরাসুরে, বিবেক স্বপরিবারে, হইয়াছে পরাজয়॥ প্রবৃত্তি নয়নের তারা, নিবৃত্তি শোকেতে সারা, বহু কাল ত্যজ্য তারা, করেছে কানন আশ্রয়। নিবৃত্তি অপ্রিয়া হয়, পুত্রগণ কৃতি নয়, তাইতে দূরেতে রয়, সকলেই দুরাশয়॥ সংসারের এই রীতি, বিনা ধনে নাহি গতি, সন্তান হইলে কৃতি, পিতা মাতা করে ভয়। সুসন্তানে ত্যজ্য করে, কুসন্তানে রেখে ঘরে, আমাদের কে রক্ষা করে, এ কথা সম্ভব নয়॥ ২॥

মহা মোহ বশে মন মিছে গত হল দিন। ঐহিক সুখ সাধনে কাটাইলে চিরদিন। জীবন বিম্ব জীবন, ক্ষণেকে হবে নিধন, না চিন্তিলে নিত্যধন, থাকিবে আর কত দিন॥ বিফলে সময় যায়, সেত মুখ নাহি চায়, কবে করিবে উপায়, নিকট হল দুর্দ্দিন। প্রবৃত্তির যোগাযোগে, করিছ যে সুখভোগে, বাড়িতেছে ভবরোগে, এত নহে সুখের দিন॥ মরণে কত যাতনা, একবার মনে কর না, কেহত সঙ্গে যাবে না, ভাবিলে না শেষের দিন। ত্যজহ বিপক্ষদল, লহ রে বিবেক বল, চিত্ত হইবে নির্ম্মল, অবশ্য পাবে সুদিন॥ ৩॥

রাগিণী যোগিয়া তাল জৎ।

উচিত সময়ে যদি না কর নিজ সুসার। অসময়ে যত আশা সকলি হবে অসার। প্রথমে বিদ্যা বিষয়, দ্বিতীয়ে ধন সঞ্চয়, তৃতীয়ে পুণ্য না হয়, চতুর্থে কি হবে আর॥ গেল কাল এলো কাল, এইত তৃতীয় কাল, পুণ্য সঞ্চয়েরি কাল, কর তারি প্রতিকার। ভ্রান্তিরে কর বিনাশ, সদ্গুরু বাক্যে বিশ্বাস, হবে চৈতন্য প্রকাশ, তবে পাইবে নিস্তার॥ ১॥

রাগিণী ঐ তাল ঐ।

মনেতে ভেবেছরে মন চিরদিন কি এমনি যাবে। জীব জলবিম্ব প্রায় এখনি কালে মিশাবে। অহরহ জীবগণে, যায় শমন ভবনে, তথাপি ভাবনা মনে, তোমারে লইবে কবে॥ দম্ভের মহিমা বলে, ভ্রমণ কর ভ্রমে ভুলে, যত্ন কর আমার বলে, তারা কি তোর সঙ্গী হবে। ত্যজ বিষয়বাসনা, কর ধর্ম্মের উপাসনা, সে বিনে আর কেও রবেনা, যে কালে কালে ধরিবে॥ ১॥

কৃষ্ণ বিষয় গান।

রাগ ললিত তাল জলদ তেতালা।

পরমাত্মা উপাসনা বেদান্ত বর্ণনা করে। তবে আর কোন মতে সাধনা করি সাকারে। থাকিতে সমুদ্র জল, কেবা চায় অন্য জল, লইতে নদীর জল, বিধি হয় কি বিচারে॥ স্বর্গপুরে স্থান পায়, পাতালে কে যেতে চায়, কে কোথা গরল খায়, অমৃত পাইলে করে। নিত্যসুখে সুখী হব, চিরদিন স্বভাবে রব, সদা সদানন্দে পাব, যাব কৈবল্য-নগরে॥ ১॥

তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য হয়। একেবারে কোন কর্ম্ম সুসিদ্ধ নাহিক হয়। অট্টালিকাপরে যেতে, সোপান থাকে তাহাতে, তাহা ছাড়িয়া উঠিতে সম্ভব নাহিক হয়॥ ঈশ্বর প্রধান মন্ত্র, শাক্ত আদি অপ্রপঞ্চ, তাহার সোপান পঞ্চ, ধরিয়া

উঠিতে হয়। ত্যজে পঞ্চ উপাসনা, যে করে মুক্তি সাধনা, বিধাতারি বিড়ম্বনা, সকল অঙ্গ ভঙ্গ হয়॥ ২॥

নিরাকার ব্রহ্ম যদি স্থির হইল এইক্ষণে। সে সকল তত্ত্বাতীত সাকারে যাবে কেমনে। স্বল্প বুদ্ধি ভক্তগণে, অশক্ত উক্ত সাধনে, কল্পনা করে স্বগুণে, তাদের হিতের কারণে॥ কল্পনা করে জল্পনা, কি ফল হবে বলনা, স্ববল হবে যে জনা, সে কি সে বচনে মানে। দেখনা করে বিচার, হয় সকলি অসার, এক বস্তু মাত্র সার, শাস্ত্রযুক্তি সুবিধানে॥ ৩॥

তেজোময়ংবলে যদি স্থির হল সর্ব্বমতে। তবে বস্তু বিনে তেজঃ প্রকাশিল কোথা হতে। বস্তু দেখহ আগুন, আলোক তাহার গুণ, বস্তু না থাকিলে গুণ, সম্ভব হয় কি মতে॥ কৃষ্ণ রূপ মনোহর, তেজঃ ভাসে নিরন্তর, সেই তেজঃ পরাৎপর, ব্যাপিত চরাচরেতে। বেদান্ত অন্ত জানিয়ে, বস্তু গোপনে রাখিয়ে, তেজ ব্রহ্ম প্রকাশিয়ে, মান্য হল ত্রিজগতে॥ ৪॥

তুমিত পরমজ্ঞানী গুরু হইলে আমার। হইল ভ্রান্তির শান্তি শুনে তব সুবিচার। কোন শাস্ত্র না দেখিব, কোন কথা না শুনিব, শ্রীকৃষ্ণনাম জপিব, সিদ্ধান্ত করেছি সার॥ শয়নে-স্বপনে মনে, হৃদয়ে রাখি যতনে, ভজিব কৃষ্ণচরণে, অন্য চিন্তা নাহি আর। ভক্তি অসি সহকারে, বিনাশি শমন অসুরে, যাইব গোলোকপুরে, অনায়াসে হব নিস্তার॥ ৫॥

রাগ ললিত তাল জলদ তেতালা।

সময় আছে বলেরে মন সাধনে ক্ষান্ত হইওনা। ক্ষণধ্বংসি নাম যার তারে বিশ্বাস করোনাখ অজর অমর জেনে, চিন্তা কর বিত্তাধনে, এখনি লবে শমনে, ভাবিয়া ধর্ম্মে ভাবনা॥ ফুরাল নিয়ম কাল, ভাবিলেনা মহাকাল, গত হইল যে কাল, পুনঃ ফিরে আসিবেনা। আত্ম বন্ধু কত শত, আছে সদা অনুগত,

জীবন হইলে গত, কেহত সঙ্গে যাবেনা ।। ক্ষণে সাধু সঙ্গ হবে, বিষয় বাসনা যাবে, জ্ঞানানন্দ প্রকাশিবে, ঘুচিবে মৃত্যুযাতনা। বিষয়েরে বিষজ্ঞানে ত্যজ্য করহ এইক্ষণে, সত্য পীযূষ যতনে, সুখে করহ ভজনা ।। ১ ।।

বিধিমত কর্ম্ম যদি করিত সকল জনে। তবে এ নিষেধ বিধি থাকিতনা কোন স্থানে। জানিয়ে শাস্ত্রের মর্ম্ম, সকলে ভজিলে ব্রহ্ম, তবে মহামায়ার কর্ম্ম, নির্ব্বাহ হতো কেমনে ।। ক্ষণে নাশিছে নিশ্বাস, তাহে কে করে বিশ্বাস, মোহ করিয়ে আশ্বাস, প্রবোধ করিছে মনে। অহিকের সুখ যত, ধন জন অনুগত, তাইতে মমতা এত, দারা পুত্র পরিজনে ।। বিষয়বাসনা যাবে, সাধু সঙ্গ নাহি হবে, শেষে কি করিবে ভেবে, দুকুল যাবে সমানে। যদি কালে বিনাশিবে, জগতে কিছু না রবে তবে কেন মরি ভেবে, অকালমৃত্যু হরণে ।। ২ ।।

কালী বিষয় গান।

রাগ সুরট মল্লার তাল জৎ।

কালী কালী কালী বলে দেহত হইল কালি। কত দিন গত হলো গেলনাত মনের কালি। যদি কালীনামের গুণে, নাশিতে নারি শমনে, তবে এ তিন ভুবনে, কলঙ্কী হইবে কালী ।। শুনেছি সকল তন্ত্রে, কালীনাম মহামন্ত্রে, জপিলে রসনাযন্ত্রে, মুক্তিপদ পায় কালী। কালে বিনাশিব বলে, কালী বলি সদা কালে, আমার কপালের ফলে, সদয় হলেনা কালী ।। তব নাম উপলক্ষে, ভাল হয় সকল পক্ষে, বিনাশ করি বিপক্ষে, রক্ষা কর রক্ষাকালী। করিলে তব সাধনা, থাকেনা কোন ভাবনা, করোনা মা বিড়ম্বনা, যাতনা সহেনা কালী ।। পতিতে নাহি তারিলে, এই অবনীমণ্ডলে, পতিতপাবনী বলে, কেউ ডাকিবে না কালী।

আমারে কুপুত্র দেখি, মুদিত করোনা আঁখি, কবে গো করাল-মুখি কালের মুখে দিব কালি ॥ ১ ॥

রবেনা ভাবনা তব বিচার কর মনেতে। সাধনার অসাধ্য কর্ম্ম কিছু নাই এ জগতে। জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ, তাতে না-মেরি সংযোগ, তবে যাবে ভবরোগ, মুক্তিভোগ পাবে হাতে ॥ কত মতে কত কয়, কোন কথা মিথ্যা নয়, ভাবের ভেদ নাহি হয়, বেদ তন্ত্র পুরাণেতে। তন্ত্রে মন্ত্রে আছে ফল, এ কথা নহে নিষ্ফল, কিন্তু নিজ কর্ম্মের ফল, অবশ্য হবে ভোগিতে ॥ শাস্ত্র সকলি দেখিবে, সদা বিচার করিবে, হিতে বিপরীত হবে, যুক্তি হীন বিচারেতে। সাধু সঙ্গ কর সুখে, নিবার সকল দুঃখে, কালি দিয়ে কালের মুখে, থাক সদা স্বভাবেতে ॥ সর্ব্বত্র সমান ভাবে, সকল জীবে দেখিবে, দয়া প্রকাশ করিবে, শত্রু মিত্র সকলেতে। রিপুগণে কর বাধ্য, সকলি হবে সুসাধ্য, সূক্ষ্ম কি নামের সাধ্য, পতিতজনে তারিতে ॥ ২ ॥

কে বুঝে তোমার মায়া এই জগত সংসারে। আমি কি বুঝিতে পারি নাহি বুঝে সুরাসুরে। কেহ বলে বিশ্বজয়ী, কেহ বলে দয়াময়ী, কেহ কয় করুণাময়ী, কি গুণে বলে তো-মারে ॥ কালীদাসে কালে লবে, জগতে সুখ্যাতি রবে, শিব বাক্য মিথ্যা হবে, চিন্তা না কর অন্তরে। বিনে তত্ত্বজ্ঞানযোগ, নাহি পায় মুক্তিভোগ, তবে তব নামযোগ, করিয়া কি হবে পরে ॥ যদ্যপি জ্ঞান সাধনে, পাব মুক্তি মহাধনে, তবে আর কি কারণে, কালীনাম লবে নরে। বুঝিয়া শাস্ত্রের মর্ম্ম, ত্যজ্য করি সকল ধর্ম্ম, আচরিব জ্ঞানকর্ম্ম, রব এক পথ ধরে ॥ সন্তানে সঁপিয়ে কালে, কেমনে নিশ্চিন্ত হলে; পাষাণের কন্যা বলে, দয়া নাই তব শরীরে। যদি হয় সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, যোগে থাকে শত জন্ম, তবু নিজ পিতৃধর্ম্ম, কেহ না ত্যজিতে পারে ॥ ৩

"প্রাচীন প্রসিদ্ধ কবিবর রামপ্রসাদি পদের চলিত ছন্দে এই গান প্রস্তুত হইল।

দয়া নাই কিছু তোমার মনে। এ জগতে তোরে কে না জানে। দক্ষ রাজার কন্যা বট যক্ষরাজা রাখে ধনে, নিজে অন্নপূর্ণা কিন্তু পতি ভিক্ষারী ভ্রমে শ্মশানে॥ পিতার দশা দেখে আমার কোন আশা নাহি মনে, বল মা মায়ের ধনে কোন কালে কে ধনি হয়েছে সন্তানে। পিতা হলেন কাশীবাসী পুত্রে রাখিয়ে ভবনে, যে ধন আছে আমার পিতার কাছে তার অধিক পাব কোনখানে॥ উপস্বত্ব ভোগ করিব পিতা ঠাকুর বর্ত্তমানে, হব দান বিক্রয়ের অধিকারী শঙ্করের অবর্ত্তমানে। আমিও শেষকালে গিয়ে বাস করিব পিতার স্থানে, আছে পিতার উক্তি সেবে শক্তি মুক্তি পাব ভক্তিগুণে॥ ১॥

অভিমান কেন কর মিছে। কহ সত্যকথা আমার কাছে। তুমি কি নও রাজার ছেলে ব্যঙ্গ ছলে ভুলাও কারে, দেখ যোগীর রাজা পিতা তোমার তারে বড় কে আর আছে॥ শ্মশান মশান স্থখান রাজ্য ঐশ্বর্য্যের কি আছে সীমা, নরমুণ্ডমালা অস্থিমালা বিভূতি কতই রয়েছে। বর্ত্তমানে রাজ্যধনে পুত্রে করি অধিকারী, ভাল হাসির কথা কাশীনাথের কাশীবাস প্রকাশ পেয়েছে॥ পিতা মলে পিতৃধন পাবে যে ভেবেছ মনে, সে যে নাম ধরে মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যু পরাজয় করেছে। সন্তানে হইবে ধনি মায়েরত আহ্লাদের বিষয়, কিন্তু ধনের আশা থাক্তে দেখ কে কোথা মুক্ত হয়েছে॥ ২॥

আমি কি তোর অবোধ ছেলে। আমি ভুলবনা কোন কৌশলে। মা বাপের অনেক ধন আছে তাতে আমার মন না ভুলে, যে ধন ব্রহ্মা আদি চিন্তা করে সেই পদ শিবের হৃৎ-

কমলে ॥ মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুজয়ী মরবেনা বটে অকালে, কিন্তু লয় হবে রবেনা কেহ মহাপ্রলয়েরি কালে। যদি বল তুমি তবে বেঁচে রবে কি কৌশলে, আমি মায়ের নামে কাল নাশিব বাপের ধন লইব বলে ॥ জানি আমি আশা স্বত্বে মুক্ত হয় না কোন কালে, আমি জ্ঞানধনের অভিলাষী মুক্তি পাব অবহেলে। যদুনাথ ঘোষে বলে মরি যদি ভয় কি কালে, তবু ছাড়বনাত শব হইয়ে পড়ে রব পদতলে ॥ ৩ ॥

তুমি কি বুঝিবে ভেবে। এ ভাব জানা যায় কি অনুভাবে। জগৎপতি যে কৌশলে জগতে সৃজন করেছে, ইহা যাহার কীর্ত্তি সেই জানে অন্যে কি জানা সম্ভবে ॥ যাহা ইচ্ছা বল মোরে কোন দুঃখ নাহি মনে, আমি সকলি সহিতে পারি শিবনিন্দা না সহিবে। শিব রামের নিন্দা করে আমারে বাড়ায় যে জনে, যেমন গোড়া কেটে আগায় জল চিরদিন নরকে রবে ॥ সকলি অনিত্য তুমি সার ভেবেছ অন্তরে, যদি ব্রহ্মা আদি কেউ না রবে আমার দেখা কোথায় পাবে। বেদান্ত পড়েছ বাপু জ্ঞানী হয়েছ এইক্ষণে, তবে আমার উপাসনা করে তোমার কিবা ফল হইবে ॥ ৪ ॥

অন্য ভাবের ঐ ছন্দের গান।

মহিমা মা তোর জানা গেছে। লোকে কে বলে তোর বিচার আছে। ব্রহ্মাণ্ড জননী তুমি তোমা ছাড়া কে হয়েছে, দেবের অনুরোধে দৈত্যবধে পক্ষপাত প্রকাশ পেয়েছে ॥ ঘরের ভিতর ভূতের কাণ্ড বাহিরে তব নাম ডেকেছে, বাড়ীর কর্ত্তা বেড়ান ভিক্ষে করে কর্ত্রীর অহামান বেড়েছে। ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখে ভূতগণে ভয় করেছে, নারীরূপা হয়ে লজ্জা খেয়ে পতির হৃদে পা দিয়েছে ॥ ডাকিনী যোগিনী কত ভ্রমিতেছে, পাছে পাছে, কত রুধিরের ধারা দেখে দেবতাগণে দ্বেষ ক-

রেছে। হুহুঙ্কার রব শুনে ত্রিসংসার কাঁপিতেছে, নারীর পদ-ভরে মহীতল রসাতলে দেখিতেছে ॥

দেখ না মনে বিচার করে। কেন ব্যঙ্গ কর অবিচারে। বেদ বিধি যে না মানে সেইত অকালে মরে, আমি কুসন্তানে না শাসিলে রক্ষা কে করে সংসারে ॥ সকলি ভূতের খেলা ভূতময় সর্ব্বাধারে, তুমি যত সৃষ্টি দৃষ্টি কর পঞ্চভুত সহকারে। সকল ভুতের রাজা যে জন আছি তারি শক্তি ধরে, সেই ভুতের কাণ্ড না থাকিলে থাকতে কি ব্রহ্মাণ্ড পরে ॥ দেবগণ অন্তর্যামী সকলি জানে অন্তরে, মহাপাপী মূর্খ না হইলে দ্বেষ কেবা করে কারে। দেবের আদি মহাদেব মানে যত যোগিবরে, যত অ-সুর মরে পদস্পর্শে পড়ে আছে শিবাকারে ॥ ২ ॥

প্রাচীন কবিবর নরচন্দ্রের কৃত গানের চলিত ছন্দে
এই গান প্রস্তুত হইল।

ভাব রে চৈতন্যময়ী কালী কালনিবারিণী। কলিতে জাগ্রত কেবল আদ্যাশক্তি সনাতনী। করিলে চক্ষু মুদিত, দেখিতে পাবে নিশ্চিত, সব জগতে ব্যাপিত, তারা তিমির-বরণী ॥ আসিয়া ভুতের দল, নাশিয়া দৈত্যের দল, হাসিয়া দেবের দল, পূজে জগতজ্জননী। শক্তির সাধনা বিনে, মুক্তি নাই কোন স্থানে, অসংখ্য শাস্ত্রবচনে, অসীমা মহিমা শুনি ॥ ১ ॥

কালীনাম জপে যদি যমের ভয় না থাকিত। তবে ধর্ম্ম-রাজা বলে এ জগতে কে মানিত। যদি কালী কৃপাবলে, গ্রাস করিত না কালে, তবে মহাপ্রলয়কালে, ব্রহ্মা আদি না মরিত ॥ নিজ পুত্র গণপতি, তার কেন এ দুর্গতি, ভবে হবে কিবা গতি,

ভাবিয়া হয়েছি ভীত। অমরদলপালিনী, অসুরদলনাশিনী, তবে জগতজননী, কেমনে হবে কথিত ।। ২ ।।

ভক্তিভাবে ভবানীরে যে জন ভাবনা করে। মুক্তিসিদ্ধ শিব উক্তি মুক্তিফল পায় করে। কালে সকলি মহাশিবে, সেত অন্যথা না হবে, কালীনামের প্রভাবে, অকালমরণ হরে ।। ভাল মন্দ কর্ম্ম যথা, তার ফল যাবে কোথা, তাহাতে অদৃষ্ট গাঁথা, এই প্রথা সর্ব্বাধারে। অদৃষ্ট কর্ম্ম কারণে, নাশ হল দৈত্যগণে, সেই দশা গজাননে, আর যত চরাচরে ।। ৩ ।।

অদৃষ্টের ফল যদি কিছুতে নাহি খণ্ডিবে। ঘুচিল সকল শঙ্কা তর্ক কি থাকিল তবে। ভাল যদি নামের গুণে, হরে অকালমরণে, সেওত বলে বচনে, প্রমাণ কোথা দেখাবে ।। শুভাশুভ কর্ম্মরোগ, করিতে হবে সম্ভোগ, তাহে উপাসনা যোগ, বলনা করে কি হবে। সুরাসুর সর্ব্বজনে, কালে পাইবে নিধনে, মাতা কোথা কুসন্তানে, স্বহস্তে কে বধে কবে ।। ৪ ।।

এত নাস্তিকের মত প্রকাশ আছে জগতে। ভবিষ্য পুরাণের লেখা প্রবল হবে কলিতে। পিতা মাতা গুরুজনে, প্রত্যক্ষ দেখে না মানে, অদৃশ্য দেবতাগণে, মানে না দোষ কি তাতে।। দৈবকাল পুরুষত্ব, ভিন হইলে একত্ব, ফলে না ফলের স্বত্ব, শাস্ত্রযুক্তি বিচারেতে। কালী কৃষ্ণ শিব রাম, যে না ভজে অবিরাম, তারত নাহি বিশ্রাম, কৃত জন্ম যাতায়াতে ।। খ্রীষ্টান আদি যত, উপাসনা শত শত, দেশাচার বিধিমত, আছে সকল দেশেতে। উপাস্য দেবতাগণে, কেহ মানে কোন জনে, নাস্তিকে কেহ না মানে, কোন দেশে কোন মতে ।। ৫ ।।

রাগিণী ভৈরবী।

নিস্তার মা নিস্তারিণি দুরন্ত ভবতরঙ্গে। অনঙ্গ প্রসঙ্গ রঙ্গে কাল কাটিল কুসঙ্গে। কালের কুটিল গতি, ক্রমে বাড়িছে কুমতি,

কৃপা করি দিনের প্রতি; হের করুণা অপাঙ্গে ॥ কাম আদি রিপুকুল, বিনাশিবে দুই কুল, ভেবে হয়েছি আকুল, প্রাণ কাঁপিছে আতঙ্গে। তুমি সকলের সার, জীবে করিতে নিস্তার, তাইতে নাম তোমার, নিস্তারিণী ভয় ভঙ্গে ॥ নিত্য ধাম কাশী-স্থানে, যাব গো মা কত দিনে, অন্নপূর্ণা দরশনে, সুখী হব সাধু সঙ্গে। আপনারি আদ্য অন্ত, ভাবিয়া হয়েছি ভ্রান্ত, কৃপা করি কর শান্ত, মানস মত্ত মাতঙ্গে ॥ লয়েছ দীনের ভার, ও পদ করেছি সার, তোমা বিনে কেবা আর, নিবারে কালভুজঙ্গে। সাধনে অনেক বাধা, নিবার মা অন্য ক্ষুধা, দিয়া পাদপদ্ম সুধা, তৃপ্ত কর মনঃভৃঙ্গে ॥ ১ ॥

রাগ বিভাষ তাল জলদ তেতালা।

কালীরূপ কর চিন্তে শুন ওরে ভ্রান্তমতি। কলিকালে কালী বিনে নাহি আর অন্য গতি। দেখ যত দেবকায়া, নিদ্রিত অবিদ্যা মায়া, কলিতে আছ জাগিয়া, যোগমায়া ভগবতী ॥ নিদ্রিত থাকে যে কালে, সমতুল্য মৃতকালে, তার কাছে কি কৌশলে, পাইবে সে তত্ত্বনীতি। বিধাতারি বিড়ম্বনা; নাহি করে বিবেচনা, করে অন্য উপাসনা, হইয়ে আত্ম বিস্মৃতি ॥ মহা-প্রলয়েরি কালে, সকলে মিলাবে কালে, কালীরবে চির-কালে, তন্ত্র শাস্ত্রের সম্মতি। দেখ এই মহীতলে, কত লোকে কালী বলে, আমি ছাড়িব কি বলে, সেই প্রসিদ্ধ পদ্ধতি ॥ কালী বলে যে ডাকিবে, অবশ্য কৈবল্য পাবে, সেখানে নাহি রহিবে, কৃতান্ত কুটিল মতি। বেদ তন্ত্র পুরাণেতে, যে জা বলে যত মতে, বিশ্বাস কর তাহাতে, যা বলেছে পশুপতি ॥ ১ ॥

একি অসম্ভব কথা ভেবে না পারি বুঝিতে। শক্তি বিনে মুক্তি নাই কহ কোন যুক্তিমতে। যত মতে যত বলে, বেদ সম্মত না হলে, সে শাস্ত্র কোথায় চলে, মান্য কে করে জগতে ॥

বিদ্যা অবিদ্যা রূপিণী, সেত শিব সীমন্তিনী, যোগীশ্বর শূলপানি, মানে অমরগণেতে। মহাকাল যাবে কালে, কালী রবে সর্ব্বকালে, বুঝালে ভাল কৌশলে, আরোপিত বচনেতে॥ পুরাণে করে কল্পনা, দেব দেবীর উপাসনা, দুর্ব্বলে করে জল্পনা, মানিবে কি সরলেতে। বেদের সিদ্ধান্ত সার, পরমাত্মা নিরাকার, বলে সাকার অসার, নাম রূপ স্বগুণেতে॥ ২॥

না বুঝিলে শাস্ত্র মর্ম্ম ধর্ম্ম কে জানিতে পারে। গুরুবল বিনে কেবা যেতে পারে ভবপারে। পুরাণাদি তন্ত্র বেদ, অবিচারে করে ভেদ, ফলে সকলে অভেদ, উপাসনা অনুসারে॥ বেদে বলে নিরাকার, রূপ গুণ নাহি যার, তবে উপাসনা তার, হবে বল কি প্রকারে। পরমাত্মা শব্দ গুণে, ঐতো এলো সগুণে, তবে আবার কোন গুণে, তর্ক কর কি বিচারে॥ এ কথা সকলে জানে, বলাবল কে না মানে, দুর্ব্বল সাধনা বিনে, সবল বলাবে কারে। যে রূপে যথা ভাবিবে, তারিত ভাবনা হবে, বলবান দেখ ভেবে, সেত আছে সর্ব্বাকারে॥ ৩॥

নির্গুণে স্বগুণে যদি জানিলে সিদ্ধান্ত মতে। তবেত ঘুচিল তর্ক ঐক্য হইল ভাবেতে। যত বস্তু চরাচরে, যদি আছে একাধারে, বিশ্বরূপ ব্যক্ত করে, সেই বিরাট রূপেতে॥ তবেত সে সর্ব্বাকারে, প্রকাশিত সমাকারে, নিরাকারে কি সাকারে, আছে বিনা পক্ষপাতে। যেখানে দেখ যে রূপ, সেইত তাহারি রূপ, তবে কিবল কালীরূপ, কি ভাবে বল ভাবিতে॥ তব বাক্য অনুসারে, উপাসনা করি তাঁরে, তৃণ খণ্ড লয়ে করে, ভাবনা করি সুখেতে। কিম্বা আপন শরীরে, এক খণ্ড লোম ধরে, দেখিব বিচার করে, অবশ্য পাব তাহাতে॥ কালী কৃষ্ণ রূপ যার, ব্রহ্মাদি তারি আকার, এক বস্তু, ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাহি

জগতে। ঘুমাল বা কে জাগিল, দ্বিতীয় কিসে ঘটিল, কার ভ্রান্তি বৃদ্ধি হলো, বলনা বুঝে মনেতে ॥ ৪ ॥

হরিনামের গান।

রাগিণী খাঁরয়াঁ তাল ঠুমরি।

সদা হরি হরিবল। মুখে বোল না হরিতে। কোনকালে কালে আসি করিবে কবল। শুনরে দুরন্ত মতি, শ্রীপতি জগতের পতি, নাহি অন্য আর গতি, হরিনামটি কেবল ॥ অরূপে রূপে আনিতে, কত মতে কত কবে, অভিমান না করিবে, কেহ ব-লিলে দুর্ব্বল। শ্রুতি গোচর করিলে, স্পষ্ট সাকারে আনিলে, তবু নিরাকার বলে, তারা নহেত সবল ॥ যারা না করে বিচার, তারাই বলে নিরাকার, জগত তারি আকার, আছে তারি না-মের বল। কায কি অন্য বচনে, যা বলেছে যোগীগণে, দুর্ব্বল উপাসনা বিনে, কোথা পেয়েছে সুবল ॥ জন্ম হইল বিফল, তর্ক সকলি নিষ্ফল, দেখ না মোহের দল, ক্রমে হতেছে প্রবল। ত্যজ্য কর তমোগুণে, পুজ্য কর সত্বগুণে, ভজ নির্গুণে স্বগুণে, সেই পথের সম্বল ॥ ১ ॥

রাগিণী ঐ তাল ধিমা তেতালা।

এ সময় রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও রসনা। দুর্ল্লভ মানব দেহ আর হবেনা। অন্তকাল হল জেনে, কাঁদিতেছে বন্ধুগণে, তথাপি ছাড়ে না মনে বিষয় বাসনা ॥ বয়েসে হলে প্রবীন, বুদ্ধিতে আছ নবীন, বিফলেতে গেল দিন, আর পাবে না। যতেক ইন্দ্রিয়-গণ, ক্রমে হলো অচেতন, যতক্ষণ সচেতন, নাম ভুল না ॥ যার দুঃখ সেই জানে, মুখে বলে বন্ধুগণে, জানিতেছ মনে মনে, মৃত্যু

যাতনা। শেষকালে গঙ্গাজলে, বন্ধুদলে হরি বলে, কৃষ্ণ করুণা করিলে, কালে লবে না॥

রাগিণী ঐ তাল ঐ।

কত দিন অতি দীন ভাবে রবে বলনা। কোন দিন ভাবিলে না রিপুর ছলনা। গত হয়েছে যে দিন, বিফলে গেছে সে দিন, বাকী আছে যে কদিন, আর ভুলনা॥ ভাব যারে শুভদিন, সেই হয় অশুভ দিন, যাহ্‌তে পাবে সুদিন, তারে ভজনা। ফুরালে আশার দিন, রহিবে আর কত দিন, সম্মুখে এলো কুদিন, কালে দেখনা॥ জন্ম লইলে যে দিন, বলেছিলে সেই দিন, হরি বলে নিশি দিন, করিব সাধনা। গর্ভে ছিলে যত দিন, ভুল নাহি তত দিন, এখন পেয়েছ কি দিন, মনে পড়ে না॥

কৃষ্ণলীলার গান।

রাগিণী মজমুয়া বসন্ত তাল খেমটা।

সখি কে দাঁড়ায়ে ঐ যমুনার কূলে কালো রং গো। মরি কিবা শোভা মনলোভা যেন সখের সং গো। মধুর মুরলি স্বরে, জগজন মন হরে, কত রঙ্গ ভঙ্গি করে, মরি কি সুঢং গো॥ কখন থাকে নগরে, কভু অরণ্য ভিতরে, কদম্বশাখার পরে, বেধেছে কি টং গো। কোথা থাকে কোথা যায়, কেহ না সন্ধান পায়, কভু নাচে কভু ধায়, দেখায় কত রং গো॥ ১॥

মরি কে বুঝিবে সই কালোরূপেতে কত গুণ গো। ভাবকের ভেবে ভাবনা বাড়ে শত গুণ গো। কত মতে কত রীত, কেহ বলে না নিশ্চিত, কেহ বলে গুণাতীত, কেহ কয় স্বগুণ গো॥ কেহ বলে গোলোকপতি, কেহ বলে প্রজাপতি, কেহ বলে জগৎপতি, ধরে সর্ব্ব গুণ গো। অরণ্য কি দৈন্যবাসে, থাকতে বড় ভালবাসে, যারা বেড়ায় তর্ক আশে, তাদের হয় বিগুণ গো॥ ২

আমি আর যাব না সই যমুনার কূলে জল আন্‌তে। নন্দের নন্দনের গুণ বাকী কেবা জান্‌তে। লজ্জা ভয় নাহি যার, সকলিত অবিচার, বাসনা নাহিক তার, বাঁশীর গান শুন্‌তে॥ বারি পূর্ণ করি ঘটে, ঘটে লয়ে কেলে তটে, না জানি ঘটে কি ঘটে কত ভাবি ভ্রান্তে। এই দেখি নদীতীরে, তখনি এসে নগরে, একা কত রূপ ধরে, কেবা পারে চিন্তে॥ দেখিলে রাগে বাড়ায়, না দেখিলে প্রাণ যায়, ননদী বিবাদি তায়, বলেদিবে কান্তে। যখনি যমুনায় যাই, করে ধরে বলে রাই, দিয়ে তোমারি দোহাই, রয়েছি নিশ্চিন্তে॥ আছে কত গোপীগণ, আমারে করে পীড়ন, কেহ না করে বারণ, এমন দুরন্তে। দেখ এই ব্রজপুরে, চুরি করে সকল ঘরে, তবু লোকে মান্য করে, কুটিল অশান্তে॥ ৩॥

শারদাদেবীর আগমনি গান।

মেনকা রাণীর প্রতি সখীগণের উক্তি।

রাগিণী আলাইয়া তাল জলদ তেতালা।

কেন গো মেনকা রাণী মলিন বদন হেরি। দুটি আঁখি ছল ছল বল কি বলেছে গিরি। সুধীরা ভূধররাণী, অধরে নাই মধুর বাণী, অধরা ধরা-শায়িনী, নয়নে না ধরে বারি॥ রাজা রাজ-সিংহাসনে, সন্তোষ প্রজা পালনে, সুখে আছে সর্ব্বজনে, এ ভাবত বুঝিতে নারি। আমরাত তব সঙ্গিনী, তব সুখে সুখ মানি, তোমার দুঃখে দুঃখিনী, ও দুঃখ কি সইতে পারি॥ ১॥

সখীগণের প্রতি মেনকার উক্তি।

রাগিণী ঐ তাল ঐ।

যে দুঃখ দহনে আমার দিবা নিশি দহে প্রাণী। জান না

কি সে যাতনা তোরাত মম সঙ্গিনী। এক কন্যা মাত্র গৌরী, গিয়েছে কৈলাসপুরী, বৎসরাবধি না হেরি, যেন মণিহারা ফণি ॥ যে মায়া কন্যা সন্তানে, আছে যার সেই জানে, বিনে তারি দরশনে, মৃত দেহ মনে গণি। তাহে দেখেছি স্বপনে, শঙ্করী শঙ্কর সনে, ভ্রমে শ্মশানে মশানে, সঙ্গে ডাকিনী যোগিনী ॥ ২ ॥

সখী উক্তি।

রাগ ললিত তাল জলদ তেতালা।

একি অসম্ভব কথা কহিলে মেনকা রাণী। শয়নে স্বপনে মনে ভাবি সে রূপ ভবানী। তব কন্যা উমাধনে, কেবা না তোষে যতনে, স্নেহভাবে সর্ব্বজনে, ভাবে দিবস রজনী ॥ যে বরে করেছ দান, কে আছে তার সমান, সর্ব্ব দেবের প্রধান, যোগীগণের শিরোমণি। সেই সদানন্দ মনে, থাকে শ্মশানে মশানে, সম ভাবে সর্ব্ব স্থানে, বিরাজিত শূলপাণি ॥ ৩ ॥

মেনকার উক্তি।

রাগ ঐ তাল ঐ।

যা গো সঙ্গিনী তোরা বলগে রাজা ভূধরে। উমারে না হেরে বুঝি মেনকা প্রাণেতে মরে ॥ ত্রিভুবন শূন্যাকার, দেখি দিনে অন্ধকার, উমা বিনে মেনকার, কে আছে আর ত্রিসংসারে ॥ সহজে আমি পাষাণী, পাষাণ সমান প্রাণী, নইলে কি প্রাণ নন্দিনী, পাসরে রয়েছি ঘরে। আমিত বৃথা জননী, জানে গণেশজননী, উমা বড় অভিমানি, না জানি কি মনে করে ॥ পেয়ে রাজা রাজ্যধন, ভুলেছে হৃদয়ের ধন, বিহনে সে উমাধন, কেমনে জীবন ধরে। লোক মুখে শুন্তে পাই, কৈলাসে বলে সবাই, উমা তোর কি মা নাই, গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে ॥ জানত

জামায়ের গুণ, সদত ভেবে নির্গুণ, আপনি হয়ে নির্গুণ, অঙ্গে ধরে বিষধরে। সদানন্দ সদানন্দে, যোগে থাকে নিত্যানন্দে, ভূত প্রেত মহানন্দে, শ্মশানে মসানে ফেরে ॥ ৪ ॥

হিমালয়ের প্রতি সখীগণের উক্তি।

রাগ বিভাব তাল জলদ তেতালা।

অচল সচল হয়ে যাও, হে কৈলাসচলে। চঞ্চলা অচলরাণী আন উমা হিমাচলে। না হেরিয়ে রূপ তারা, ভাসিছে নয়নের তারা, তব দারা সকাতরা, অধরা ধরণীতলে ॥ পিতা হয়ে কেমন করে, কন্যারে আছ পাসরে, সর্ব্বত্র পর্ব্বত পরে, কাঁদে দুর্গা দুর্গা বলে। কি কব গিরি তোমারে, দয়া নাই তব অন্তরে, রাজকন্যা কি বিচারে, দান করিলে নকুলে ॥ ৫ ॥

হিমালয়ের উক্তি।

রাগ ঐ তাল ঐ।

দুর্গানাম শুনে গিরি উঠে দুর্গা দুর্গা বলে। প্রেমানন্দ পয়োনিধি নয়ন পথে উথলে। পাব বলে মোক্ষধাম, সদা জপি রামনাম, সেই ফলে তারা নাম, কে আনিল শ্রুতিমূলে ॥ জামতাত মহাকাল, নাহি মানে কালাকাল, হইলে নিয়ম কাল, উমা আসিবে সে কালে। সবে মাত্র একটি কন্যে, রূপে গুণে জগত মান্যে, তারে পাসরে কি জন্যে, রব এই হিমাচলে ॥ আজি কৈলাসশিখরে, দূত পাঠাব সত্বরে, দয়াময়ী দয়া করে, আসিবেন মহীতলে। রাণীরে প্রবোধ দিবে, ক্ষণকাল ধৈর্য্য হবে, এখনি প্রাণ যুড়াবে, উমারে পাইবে কোলে ॥ ৬ ॥

এখানে শঙ্করের সন্নিধানে শঙ্করী বিদায়
গ্রহণ করিতেছেন।

ভগবতীর উক্তি।

রাগ বেহাগ তাল একতালা।

পশুপতি অনুমতি কর প্রণতি চরণে। যাব আমি হিমালয়ে পিতা মাতা দরশনে। যেন আমার জননী, হইয়ে অতি দুঃখিনী কাঁদিছে বলে নন্দিনী, নিশিতে দেখি স্বপনে॥ পিতা মাতা গুরুজনে, ভক্তি না করে যে জনে, মহাপাপ সেই জনে, ভোগে জীবনে মরণে। যতেক সঙ্গিনীগণ, আমার জীবনের ধন, তারাও করিছে রোদন, তারা নাম উচ্চারণে॥ পিতা সহজে অচল, অচলের যত দল, কেহত নহে সচল, কারে পাঠাবে এখানে। আপনি উদ্যোগি হয়ে, যেতে হয় হিমালয়ে, তাই ভাবিয়ে চিন্তিয়ে, এলাম তব সন্নিধানে॥ ১॥

ভগবতীর প্রতি পশুপতির উক্তি।

রাগ ঐ তাল ঐ।

তোমারে বিদায় দিয়ে কৈলাসে রব কি লয়ে। নিজ পুরী শূন্য করি যাইবে কি হিমালয়ে। যাবে এই শব্দ শুনে, কত ভাবনা উঠে মনে, কত বলিব বচনে, প্রাণ কাঁদে কত ভয়ে॥ হৃদয়ে রেখে তোমারে, মান্য হয়েছি সংসারে, যে কদিন রবে অন্তরে, রব শক্তি হীন হয়ে। জানত আমি সুদিন, কেমনে কাটিবে দিন, থেক না অধিক দিন, ভোলানাথেরে ভুলিয়ে॥ আমি উদাসীনের দলে, ভ্রমণ করি সর্ব্বকালে; এখন তবু গৃহি বলে, সে কেবল তোমারে পেয়ে। জন্ম মৃত্তিকা জননী, স্বর্গের অধিক জানি, গমন কর এখনি, অনুমতি আছে প্রিয়ে॥ ২॥

পার্ব্বতীর পিত্রালয়ে গমন।

রাগিণী ঝিঁজোটী তাল পোস্ত।

চলিল আনন্দময়ী প্রণাম করি শঙ্করে। গিরিপুরে যাত্রা করে মুখে বলে হরে হরে। ষড়ানন গজানন, নন্দী ভৃঙ্গী ভূতগণ, সঙ্গে সঙ্গি কত জন, আরোহণ সিংহোপরে॥ ঐশ্বর্য্য কি কব তাঁর, কুবের ভাণ্ডারি যাঁর, রূপ কি বর্নিব আর, দশদিগ দীপ্ত করে। কে বুঝে মায়ার সৃষ্টি, ভূতলে ভবানীর দৃষ্টি, করিতেছে পুষ্পবৃষ্টি, দেবগণ আনন্দভরে॥ সহজে সংজ্ঞা অভয়া, সর্ব্বভূতে সম দয়া, কটাক্ষে করুণালয়া, উত্তরিল গিরিপুরে। ভাবিয়া ভবানীর ভাব, নাহি হয় অনুভাব; একি অসম্ভব ভাব, পূজ্য করে সুরাসুরে॥ ১॥

হিমালয়ে মেনকার প্রতি সখীগণের উক্তি।

রাগ বিভাষ তাল জলদ তেতালা।

ঐ দেখ এলো তোমার শঙ্করী শিবমোহিনী। আর কেন ধরাতলে অধরা ভূধররাণী। সুপ্রভাত প্রকাশিল, জনম সফল হল, মঙ্গলা ঘরে আইল, কর গো মঙ্গলধ্বনি॥ আইল তোমার তারা, ভাসিল নয়নের তারা, হাসিল হয়ে অধরা, কাঁপিল দেখ ধরণী। কত পুণ্য করেছিলে, হেন কন্যা পেলে কোলে, এই জগতমণ্ডলে, রমণীর শিরোমণি॥ কেহ করে শঙ্খধ্বনি, কেহ দেয় জয়ধ্বনি, কেহ সাধে উলুধ্বনি, ব্যাকুলা কুলকামিনী। যে-খানে সেখানে যাই; শুভ রব শুন্তে পাই; আনন্দের সীমা নাই, সন্তোষ সকল প্রাণী॥ ১॥

মেনকার উক্তি।

রাগিণী আলাইয়া তাল জলদ তেতালা।

কোই এলি উমা এলি আয় মা নয়নের তারা। হেরে তব

মুখশশী প্রকাশিল নয়নতারা। উমা মা তোমা বিহনে, যে ভাবে আছি ভবনে, সম জীবনে মরণে, যেন ফণী মণিহারা॥ আমিত রাজার রাণী, কোন দুঃখ নাহি জানি, কেবলি ভেবে ভবানী সদা লোকে সকাতরা। তুমি জগতজননী, সর্ব্বসুখ প্রদায়িনী, হইয়ে তব জননী, দুঃখে দেহ হল সারা॥ যদি তুমি জগৎ-মাতা, প্রকাশিয়ে বল মাতা, সন্তানে কত মমতা, জাননা কি ভবদারা। ব্রহ্মাণ্ডজননী বলে, বর্ণনা করে সকলে, আমার কি বিমাতা হলে, মায়ের কি মা এমনি ধারা॥ শয়নে স্বপনে ধ্যানে, তব রূপ পড়ে মনে, নাম করি নিশি দিনে, তুমি আমার দুঃখহরা। আমি যে তোমার মাতা, সে কেবল বচনে মাত্রা, তুমি সত্য আমার মাতা, জননী পড়েছ ধরা॥ ২॥

ভগবতীর উক্তি।

রাগিণী ঐ. তাল ঐ।

অসম্ভব কথা মাতা কেন কহ অবিচারে। সন্তানে সহস্র দোষে মা বাপে কি দণ্ড করে। এই রীতি সর্ব্ব স্থানে, সমুদ্র সম সন্তানে, মা বাপে দেখে নয়নে, গোষ্পদ তুল্য আকারে॥ আমি যদি জগৎমাতা, আমারে মানে বিধাতা, তুমিত আমার মাতা, তোমা বড় কে সংসারে। এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে, আমারে পূজে সকলে, তব চরণ-যুগলে, আমি পূজা করি করে॥ করেছ কত কামনা, ভেবেছ কত ভাবনা, পেয়েছ কত যাতনা, আমারে উদরে ধরে। শুধিতে মায়ের ধার, দেয় যদি ত্রিসংসার, নহেত এক দিনের ভার, মায়ে কে চিনিতে পারে॥ মাতৃভক্তি নাহি যার, নরকে নিবাস তার, মেলেনা মুক্তি সুসার, বহু জন্ম জন্মান্তরে। ভক্তি না করে মাতারে, যে জন পূজে আমারে, যেন শিরশ্ছেদ করে, মম দয়া নাহি তারে॥ ৩॥

মেনকার উক্তি।

রাগ খাম্বাজ তাল জলদ তেতালা।

মরি মরি উমা মায়ের কিবা মধুর বচন। সুধাভিষেকেতে যেন জুড়াল মম জীবন। যেমন জুড়ালে মোরে, আশীর্ব্বাদ করি তোরে, সব লোকে ত্রিসংসারে, মায়ে করিবে যতন॥ মায়ে এত ভক্তিবলে, জগতের মাতা হলে, দেখ মা দুঃখী মা বলে, দিও কভু দরশন। এত গুণ না থাকিলে, এই অখণ্ডমণ্ডলে, কেবা ডাকিত মা বলে, জগতের যত জন॥ যেখানে সেখানে যাই, তুলনা নাহিক পাই, শত্রুমুখে দিয়ে ছাই, সব দেখি সুলক্ষণ। আনন্দময়ী আনন্দে, বিনাশিয়ে নিরানন্দে, লয়ে সদা সদানন্দে, সুখে থাক সর্ব্বক্ষণ॥ সফল হল সাধন, কায কি সামান্য ধন, পেয়েছি যে উমাধন, অতুল্য অমূল্য ধন। কিন্তু মা কাঁদে অন্তর, জামাইটিত যোগিবর, তাহে সপত্নীর ঘর, শুনি কত কুবচন॥ ৪

ভগবতীর উক্তি।

রাগ ঐ তাল ঐ।

যে সুখে কৈলাশপুরে থাকি মা বলি তোমারে। শুনিলে সে কথা মাতা ব্যথা পাইবে অন্তরে। ত্রিলোচন ত্রিলোক মান্য, সম ভাবে পাপ পুণ্য, হয়ে অভিমান শূন্য দৈন্যভাবে ভ্রমণ করে॥ আছে কুবের ভাণ্ডারি, তথাপি সে ভিক্ষাহারী, ত্যজে মণিময় পুরী, শ্মশানে সদা বিহরে। নাহি পরে রত্নমালা, গলে শোভে অস্থিমালা, সর্ব্বাঙ্গে সর্পের মালা, পরিধান বাঘাম্বরে॥ তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র যত, সকলি তাহার কৃত, ত্যজ্য করিয়া অমৃত, বিষপান করে করে। সদানন্দ নাম ধরে, সদানন্দে কাল হরে, আমারে রেখে অন্তরে, সপত্নীরে শিরে ধরে॥ নাহি হয় যোগভঙ্গ, সর্ব্বদা হরি প্রসঙ্গ, করেনা সে অন্য সঙ্গ, সাধুসঙ্গে কাল হরে। আমিও সে

সঙ্গগুণে, উদাসী হয়েছি মনে, বিবাহ দিলে কেমনে, বর দেখে যোগিবরে ॥ ৫ ॥

মেনকার উক্তি।

রাগ হামীর তাল একতালা।

তোমার কথার ভাব ভেবে না পারি বুঝিতে। অবলা রমণী আমি সাধ্য কি আছে আমাতে। সদত থাকি বিরলে, ডাকি দুর্গা দুর্গা বলে, তোমার জননী বলে, তাইতে মানে সকলেতে ॥ যে করেছে সুবিচার, পাপ পুণ্য কিবা তার, রত্নহার অস্থিহার; দেখে সে সমভাবেতে। যে করে ধর্ম্ম সাধন, চায় কি সে অন্য ধন, ধর্ম্মের অধিক ধন, আছে কি মা এজগতে ॥ হরিনামামৃত পানে, তৃপ্ত হয়েছে যে জনে, সে কি আর সুখ মানে, সামান্য সুধাপানেতে। বিনাশিয়ে অভিলাষে, নিরাশা রসে যে ভাসে, কৈলাসে কিবল বাসে, থাকে আনন্দ মনেতে ॥ মৃত্যুরে করিয়ে জয়, নাম হল মৃত্যুঞ্জয়, তার কি মরণে ভয়, সে কি ডরে গরলেতে। যেন জন্ম জন্মান্তরে, এমনি উদাসীন বরে, সবে কন্যাদান করে, মান্য হয় ত্রিলোকেতে ॥ ৬ ॥

সঙ্গিনীগণের উক্তি।

রাগ কেদারা তাল ধিমা তেতালা।

আজি কি আনন্দ হল উমা তব মুখ হেরে। অধিক কি কব আর যেন স্বর্গ পেলাম করে। আমরাত তব সঙ্গিনী, তোমা বিনে নাহি জানি, হলে কৈলাসবাসিনী, আমাদের রেখে অন্তরে ॥ না দেখিয়ে উমা তোরে, যে ভাবে থাকি সংসারে, কেমনে ছিলে পাসরে, সকলি জান অন্তরে। দেখি এই ভূমণ্ডলে, সবাই দয়াময়ী বলে, আমাদের অদৃষ্ট ফলে, দয়া হরিলে কি করে ॥ সদা শোকে সকাতরা, ভেবে হয়েছিলাম সারা, তব রূপ দেখে ত্বরা, সব দুঃখ গেল দূরে। বলিব গিরি রাজারে, যেতে দিবনা

উমারে, এখনি আনিয়ে হরে, রাখে এই গিরিপুরে ॥ জানি যত সুখের ঘর, দিগম্বর যোগিবর, সেত সপত্নী কিঙ্কর, শ্মশানে মশানে ফেরে। আমরাত সঙ্গিনী বলে, তাই বলি ব্যঙ্গছলে, নিন্দা না করি নকুলে, তুমি ভাল বাস যারে ॥ ১ ॥

ভগবতীর উক্তি।

রাগ ঐ তাল ঐ।

আয় গো সঙ্গিনি তোরা আয়২ দেখি নয়নে। তোরা যেমন সুখী হলি আমিত তার শতগুণে। আমার কিবা আছে গুণ, স্বামি সহজে নিগুণ, বলিব কি তোদের গুণ, ভাল বাস নিজ গুণে ॥ তোদের কথা মনে হলে, প্রাণ জ্বলে দুঃখানলে, একা কি বসে বিরলে, রোদন করি মনে মনে। এই ভাবে গেল দিন, অবলা বল বিহীন, কেবা কোথা চিরদিন, থাকে পিতার ভবনে ॥ আমিত বৎসরান্তরে, এসে থাকি গিরিপুরে, তোমরা কি শ্বশুরের ঘরে, থাকনা গো কোন দিনে। নিগুণ আমার পতি, কি করি কপালের গতি, তাবলে কি কুলবতী, ত্যজ্য করে কোন স্থানে ॥ সপত্নী মস্তকে রয়, আমারে রাখে হৃদয়, বলনা করে নিশ্চয়, ভাল বাসে কোন জনে। ব্যঙ্গ ছলে কত জনে, কত বলে কেবা গণে, সত্য শিবনিন্দা শুনে, শিবে কি রবে জীবনে ॥ ২ ॥

নবমী নিশির শেষে হিমগিরিরাজার প্রতি

মেনকা রাণীর উক্তি।

রাগিণী রামকেলি তাল জলদ তেতালা।

কি কর শিখর বর পোহালো নবমী নিশি। মলিন হতেছে দেখ উমা মায়ের মুখশশী। সঙ্গিণী গণের সঙ্গে, কত কথা কহে রঙ্গে, এবে সে আনন্দ ভঙ্গে, মুখে নাই সুধাহাসি ॥ আনন্দময়ী ভবনে, রয়েছি আনন্দ মনে, সদানন্দ আগমনে, নিরানন্দনীরে ভাসি। প্রাণ কাঁদে কত ভরে, গৃহে থাকিতে

অভয়ে, যেন জ্বলিল হৃদয়ে, প্রবল অনলরাশি ॥ কি কুদিনে যাত্রা করে, উমা এসেছিল ঘরে, গৃহি হয়ে এইবারে, হতে হইল উদাসী। শব প্রায় দেখি সবে, প্রকৃতি বিকৃতি কুরবে, কাঁদে হাহাকার রবে, যত পুরবাসি আসি ॥ কত সাধনেরি ধন, ত্যজিতে হবে সে ধন, কায কি আর রাজ্য ধন, নিধনের অভিলাষী। এত সাধের হিমালয়, এবে হবে যমালয়, আর কে ঘুচাবে ভয়, চল হই কাশী বাসি ॥ ১ ॥

মেনকার প্রতি রাজার উক্তি।

রাগিণী ঐ তাল ঐ।

ভাবিলে কি হবে রাণী পাঠাতে হবে উমারে। ভয়ে ভীত ভাবি কত ভোলা এসেছে ভূধরে। পিনাক ডমরু করে, হরি-গুণ গান করে, নাচিছে কত কিঙ্করে, ধরণী সুখে সিহরে ॥ জানত জামাতার গুণ, নাহি আর কোন গুণ, কিবল মাত্র তমো গুণ, ত্রিলোকে সংহার করে। সুবর্ণ প্রতিমা উমা, জগতের মনো রমা, কব কি গুণ গরিমা, নিঃক্ষেপ করেছি নীরে ॥ লোকে বলে আশুতোষ, কিছুতে নহে সন্তোষ, আমাদের কপালের দোষ, কন্যা দিলাম হেন বরে। যদি একা ফিরে যায়, ঘটাবে বিষম দায়, উমারে কর বিদায়, শিব বাক্য শিরে ধরে ॥ বিলম্বে কি প্রয়োজন, ডাক যত প্রিয়জন, কর তারি আয়োজন, দশমী শুভ-বাসরে। কাশী শ্রেষ্ঠ যার নামে, সাক্ষাত সে ভব ধামে, অন্নপূর্ণা রাখি বামে, দেখনা নয়ন ভরে ॥ ২ ॥

মেনকার উক্তি।

রাগ বিভাষ তাল জলদ তেতালা।

আমিত না পারি গিরি গৌরীরে বিদায় দিতে। করহ আপান গিয়ে যা হবে তব উচিতে। সহজে তুমি পাষাণ, অন্য কি দিব প্রমাণ, বাড়িবে তোমার মান, দয়া নাই তোমার চিতে

কার সঙ্গে নাহি বাদ, কেন ঘটিল বিষাদ, হেন অশুভ সম্বাদ, কে আনিল আচম্বিতে। এত ভয় কেন শিবে, তার কোপে কি হইবে, সেত সংহার করিবে, পারে কি রক্ষা করিতে॥ সকলিত দেখি ভণ্ড, বাহন প্রকাণ্ড ষণ্ড, জীয়ন্তে ভুতের কাণ্ড, আর না পারি দেখিতে। ধন্যা ধন্যা মম কন্যা, সাধে কি জগতে মান্যা না হলে বিকার শূন্যা,* পারে কি এত সহিতে॥ শিবে রেখে শিব বামে, তুমি দেখ কাশীধামে, উমা যাবে হরধামে, আমি কি পারি বলিতে। না পাঠালে শিবদায়, পাঠালে জীবন যায়, উভয় শঙ্কট তায়, ভয় কি আছে মরিতে॥ ৩॥

রাজার উক্তি।

ক্ষমা দাও গিরিরাণী অধৈর্য্য হলে কি হবে। না পাঠালে উমা মায়ে কত লোকে কত কবে। নিশ্চয় দশমী দিনে, উমা রবেনা ভবনে, জাননা কি মনেং, শিব লয়ে যাবে শিবে॥ দেখ এতিন ভুবনে, সুরাসুর সর্ব্বজনে, কেবা কোথা নাহি মানে, আদি দেব মহাদেবে। কেন করিছ ভাবনা, সৌভাগ্য করে মানানা, তব কন্যা পতিপ্রাণা, হিমালয়ে কেন রবে॥ পঞ্চভুত সহকারে, সৃষ্টিস্থিতি ত্রিসংসারে, যত বস্তু চরাচরে, ভুত ছাড়া নাহি পাবে। সকল ভুতের নাথ, আদি নাম ভুতনাথ, কেহ বলে বিশ্বনাথ, যে ভাবে তারে যে ভাবে॥ সামান্য জামাতা হলে, রাখিতাম হিমাচলে, একথা সাধ্য কে বলে, শঙ্করে কি তা সম্ভবে। ত্যজিয়ে মনের ভার, করহ মঙ্গলাচার, শিবে দেহ উপচার, যে তোমার মনে লবে॥ ৪॥

সখীউক্তি।

রাগ খট তাল জৎ।

সকাতরা গিরিরাণী শোক সম্বরণ করে। অঞ্চলের অগ্রভাগে আঁখি অশ্রুনীরে হরে। বলে কি করিলে তারা, নাশিলে নয়-

নের তারা, যেন কত শক্তিহারা, উঠিছে ধরণীধরে॥ মাতারে অস্থিরা দেখি, উমা হয়ে অধমুখী, মাতৃস্কন্ধে শির রাখি, কাঁদিতেছে মৃদুস্বরে। যত কুলবধূগণ, করে মঙ্গল আচরণ, শোকে সজল নয়ন, হাহাকার মহীপরে॥ যে দুঃখ মেনকার মনে, কত কহিব বচনে, ভাল জানে সেই জনে, কন্যা আছে যার ঘরে। লজ্জিতা জামাতা হেরে, আচ্ছাদন অর্দ্ধশিরে, শঙ্করীর করে ধরে, সঁপিল শঙ্করের করে॥ বৃষোপরে আরোহণ, অস্থি অহি অভরণ, না কহে অন্য বচন, কেবল বলে হরে হরে। চক্ষুত উঠেছে ভালে, পলক নাহিক ফেলে, তাইতে মরিবার কালে, হরনেত্র বলে নরে॥ ১॥

ভগবতীর প্রতি মেনকার উক্তি।

রাগ ললিত তাল জলদ তেতালা।

চলিলে প্রাণের উমা বল মা আসিবে কবে। দুঃখিনী জননী বলে আর কি তোমার মনে রবে। তোমার মায়া প্রমাদে, ভাবনা কত বিষাদে, দুর্গা২ বলে কাঁদে, খেদে পুরবাসি সবে॥ বিষম দশমীর দিন, আমারে করিল দীন, আর কি হবে এমন দিন, পুনঃ কি আসিবে ভবে। হারাইয়ে উমাধন, হলো জীবনে মরণ, পুনঃ পাইব জীবন, আবার দেখা দিবে যবে॥ এখন আছ নয়নে, প্রবোধ না মানে মনে, উমা তব অদর্শনে, না জানি কি দশা হবে। উমা তব আগমনে, মানিত সকল জনে, এখন যদি মরি প্রাণে, কেহত না কথা কবে॥ প্রাণ কাঁদে মরি ভয়ে, তুমি যাবে শিবালয়ে, শূন্য দেহে হিমালয়ে, আর কি থাকা সম্ভবে। বাসনা আমার মনে, মা বলে মা রেখ মনে, শয়নে স্বপনে মনে, এইরূপে দেখা দিবে॥ ২॥

ভগবতীর উক্তি।

রাগিণী যোগিয়া তাল খং।

কেঁদনা কেঁদনা গো মা সহেনা আমার প্রাণে। তোমারে কাতরা দেখে বুকে যেন বজ্র হানে। মাতা পিতা দরশনে, ছিলাম কি আনন্দ মনে, শঙ্কর আইল শুনে, আছি ভুমে কি বিমানে॥ জনক জননী হতে, গুরু নাই এ জগতে, কহিতেছে সর্ব্ব মতে, তবু অনেকে না মানে। দুঃখ দিয়ে তব মনে, ভাবি কত মনে মনে, না জানি পাপিনী জনে, গতি কি হবে নিদানে॥ যে বরে করেছ দান, দেখিতেছ বিদ্যমান, আমার যে এত মান, সে কেবল তোমারি মানে। শিব যদি একা যাবে, সেওত বিষম হবে, এদেহত না রহিবে, আশুতোষ অপমানে॥ সেত আপনি এসেছে, অপমান হয় পাছে, নৈলে কি বাসনা আছে, যাইতে কৈলাস স্থানে। করি শোক সম্বরণ, বিদায় কর এখন, ইচ্ছা হইবে যখন, দেখিবে নিজ চরণে॥ ২॥

সখীগণের উক্তি।

রাগিণী ঐ তাল ঐ।

বল উমা কত দিনে আসিবে গিরিভবনে। অন্ধকার হল দিমে উমাচন্দ্রমা বিহনে। আমরাত তোমার দাসী, মনে করি দিবানিশি, হেরি তব মুখশশী, ভাসি আনন্দজীবনে॥ তব পতি ত্রিপুরারি, কুবের আছে ভাণ্ডারি, নিবাস কৈলাস পুরী, গৃহ পূর্ণ ধনে জনে। এসেছিলে এই ভবে, পুনঃ সেই স্থানে যাবে, আর কি তোমার মনে রবে, গিরিপুরবাসিগণে॥ তুমি আরাধনের ধন, আমাদের জীবনের ধন, তেজ্য করে সেই ধন, কায কি আর অন্য ধনে। কি ফল বল সংসারে, লয়ে চল নিজপুরে, সদা সদাশিবে হেরে, যুড়াব তাপিত প্রাণে॥ হরিল সকল বল, নয়নে

না ধরে জল, হল জনম সফল, সদাশিব দরশনে। শঙ্কর বামে শঙ্করী, দাঁড়াও হয়ে হরগৌরী, হেরি যুগলমাধুরী, বাসনা করেছি মনে ॥ ১ ॥

মানব লীলা বিবাহ বিষয়ক গান।

বাসর বর্ণনা।

রাগিণী মজমুমা বসন্ত তাল একতালা।

চলিত মতে বিবাহ তাল বলিয়াও ব্যবহার হইয়া থাকে।

নবনাগর নাগরি কিবে সাজ্‌লো রে। যেন চাঁদের কোলে চকোরিণী বস্‌লো রে। যত কুলকামিনী, নব নব সোহাগিনী, নব প্রেমের প্রেমাধিনী, নব রসে মাতলো রে ॥ মনোমথমোহিনী, আমদে উন্মাদিনী, তারকার হার জিনি, যেন চাঁদে ঘেরলো রে। কত রঙ্গ ভঙ্গি করে, গান করে মৃদুস্বরে, কত আনন্দ সাগরে, সবে সুখে ভাসলো রে ॥ প্রেমিক পুরুষ গণে, দেখে থাকিয়ে গোপনে, অবশ অনঙ্গবাণে, মনে মনে বাজ্‌লো রে। পরকীয়া অনুরাগে, যারা ফেরে যোগেযাগে, তাদের পিরীত এই সুযোগে, আর অধিক বাদলো রে ॥ ১ ॥

বরের প্রশংসা।

রাগিণী ঝিজোটি তাল একতালা।

মরি কি সুন্দর নটবর বর বাসর ঘর করেছে আলো। তেম্নি করে ঘোমটা টেনে যেন শ্যামের বামেন্দ্রাই বসিলো। লজ্জাভরে আড় নয়নে, বরে হেরে সুযতনে, ব্যঙ্গ করে সখীগণে, কত সাধ উঠে মনে, মনে মনে মান করিলো ॥ আসি যত কুলনারী, কত মত বেশ ধরি, রহে বর কন্যা ঘেরি, যেন স্বর্গবিদ্যাধরী, মহী-

পরে উত্তরিলো। অপার আনন্দভরে, বাস করে বাসরঘরে, রসাভাস পরস্পরে, বরে গায় মধুস্বরে, শ্রবণে শ্রবণ জুড়ালো॥

বরের নিন্দা।

রাগ সুরট মল্লার তাল পোস্ত।

এদশা জানিলে কে আসিত বাসর ঘরে গো। বর দেখে জ্বর এলো ধর ধর আমারে গো। কালি মাখা কেশ পরে, দন্ত বাঁধা স্বর্ণতারে, বৃদ্ধ পিতামহ বরে, দিল কি বিচারে গো॥ এমন বরে কে বরিল, এমন মরণ কে মরিল, এ ঘটকালি, কে করিল, দেখিব তাহারে গো। না জানি কি ধনাশয়ে, কিম্বা গুণে মুগ্ধ হয়ে, সুবর্ণ প্রতিমা লয়ে, ভাসালি সাগরে গো॥ এদুঃখ জানাব কারে, সবে অন্ধ অবিচারে, শত ধিক বিধাতারে, আর দেশাচারে গো। কুলের অভিমান করে, কি দুর্দ্দশা ঘরে ঘরে, শতমুখী কুলের শিরে, কেন নাহি মারে গো॥ ১॥

বরের উক্তি।

রাগ ঐ তাল ঐ।

যা হবার হয়েছে ভেবে কি হবে এখন গো। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন গো। বিবাহ জন্ম মরণ, দৈব তাহারি কারণ, সাধ্য কে করে খণ্ডন, বিধাতার লিখন গো॥ যৌবন মদে মাতিয়ে, ব্যঙ্গ কর না বুঝিয়ে, যৌবন স্বপন লয়ে,রবে কতক্ষণ গো। যুবতী যৌবনকালে, তুচ্ছ করে ভূমণ্ডলে, যৌবন গত হইলে, জীবনে মরণ গো॥ দেখেছি তোমার বর, পিতামহের সহোদর, ছিয়াত্তরে মন্বন্তর, করেছে স্মরণ গো। যুবতীরে যমে ডাকে, বৃদ্ধ শত বর্ষ থাকে, কে কখন পড়ে বিপাকে, কে জানে কারণ গো॥ আছে যে বিবাহের বিধি, জেনেছ যদি অবিধি, তুমি এবার নূতন বিধি, করহ সৃজন গো। কুল শীল না মানিবে,

ছেলে বরে কন্যা দিবে, বিধবা আর না হইবে, যাবৎ জীবন গো॥ ২॥

পুনঃ বাসর বর্ণনা।

রাগ লুম বেহাগ তাল পোস্ত।

মরি মরি কি সেজেছে সুখের বাসর ঘর গো। যেমন বাসর তেম্নি আসর তেম্নি কন্যে বর গো। কন্যার কি সুগঠন, চন্দ্রমা সম বদন, বরের কি সুবরণ, নব জলধর গো॥ যত কুলবধূ গণে, শুভদিনে শুভক্ষণে, বিবাহের আয়োজনে, অস্থির অন্তর গো। যেন অমর ভুবন, সদানন্দ সর্ব্বক্ষণ, কিবা শুভদরশন, রমণী শঙ্কর গো॥ শাশুড়ী জামাতার কাছে, কত রঙ্গ করিতেছে, লজ্জা ভয় সকল গেছে, আনন্দে অধর গো। কত মত্ত বেশ ধরি, যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী, শূন্য হতে সম্বারারি, হানে পঞ্চ শর গো॥ লোভা কুল নরগণে, নিরখে বাঁকা নয়নে, পঞ্চবাণে মনে মনে, হয় জ্বর জ্বর গো। বিবাহের শুভযোগে, সবে ভ্রমে যোগেবাগে, রসিক প্রেমানুরাগে, হতে চায় কিঙ্কর গো॥ ১॥

সখী উক্তি বরের প্রতি প্রস্তাব।

রাগ ঐ তাল ঐ।

বল দেখি প্রাণসখা এ কোন বিধান হে। বিপরীত রীত দেখি চমকিত প্রাণ হে। শুন ওহে গুণরাশি, ঐ দেখ পূর্ণশশী, ভূতলে উদয় আসি, ত্যজিয়ে বিমান হে॥ রাহু করেছে গ্রহণ, স্থিত আছে সর্ব্বক্ষণ, তবু শশীর কিরণ, রয়েছে সমান হে। কলঙ্কিত কলাহীনে, গোপনে রহিত দিনে, এবে সে দোষ বিহীনে, সদা দীপ্তমান হে॥ আশ্চর্য্য দেখে অকালে, অধৈর্য্য হল সকলে, বিমান ত্যজে ভূতলে, বেড়েছে সম্মান হে। বিকশিতা কমলিনী, প্রফুল্লিতা কুমুদিনী, আমি অবলা রমণী, না জানি নিদান হে॥ ১॥

বরের উক্তি উত্তর।

রাগ ঐ তাল ঐ।

শুন শুন প্রাণসখি কহি বিবরণ লো। স্বকীয় ঐশ্বর্য্য দেখে হলে বিস্মরণ লো। তব মুখ পূর্ণশশী, প্রকাশিত দিবা নিশি, কেশ পাশ রাহু গ্রাসি, উজ্জ্বল কিরণ লো॥ নয়ন কুমুদী যত, সুখে হল প্রফুল্লিত, হৃদ্দিপদ্ম বিকশিত, আনন্দিত মন লো। হেরিয়ে রূপ মাধুর্য্য, সকলে বলে আশ্চর্য্য, সাধে কি হল অ-ধৈর্য্য, রসিক সুজন লো॥ ধনি হইবার তরে, কেবা না বাসনা করে, সকলে কি পায় করে, রমণীরতন লো। নারী সব সুখ জন্য, দেবকুলে করে মান্য, না হলে কি বহুপুণ্য, মেলে ও চরণ লো॥ ২॥

অন্য সখী উক্তি বরের প্রশংসা।

রাগিণী ঝিঁঝোটি তাল পোস্ত।

আজি বিবাহবাসরে এসে কি হইল হায়। নটবর বর দেখে ঘরে যাওয়া দায়। বেষ্টিতা রমণীগণে, সবে মান্যা রূপে গুণে, কি কারণে আমার পানে, আড়নয়নে চায়॥ লজ্জাভরে নত শিরে, সুধা হাস্য কিবা ধরে, তাহে মৃদু২ স্বরে, নিধুর গান গায়। কন্যার কি ভাগ্যোদয়, বিধাতা ভাল সদয়, যেন চন্দ্রমা উদয়, কি সুন্দর কায়॥ প্রার্থনা দেবতা স্থানে, সকলে রাখ কল্যাণে, জন্মে জন্মে কন্যাগণে, এমি বর পায়। পীযূষ মাখা বচন, বহু গুণের ভাজন, তাইতে আমার মন, উহার প্রতি ধায়॥ ১॥

সখী উক্তি বরের প্রতি দ্বিতীয় প্রস্তাব।

রাগিণী ঐ তাল ঐ।

একটা ব্যবস্থা জানিতে এলেম শুন মহাশয়। শুনেছি পণ্ডিত তুমি ওহে রসময়। মরি কি বিদ্যার প্রভা, দেখেছ হে সকল সভা, ধর্ম্মসভা ব্রহ্মসভা, করিয়াছ জয়॥ মণি মুক্তা চুরি করে,

সাজা পায় রাজার করে, সুবিচারে মনচোরে, কিবা দণ্ড হয়। বিপদে পড়েছি সবে, বুঝিতে না পারি ভেবে, পক্ষপাত না করিবে, ঘুচাবে সংশয় ॥ ১ ॥

বরের উক্তি।

রাগিণী ঐ তাল ঐ।

ওলো অনঙ্গমোহিনি ব্যঙ্গ কর কি কারণ। অধীরে সুধীর বলে কেন সম্বোধন। এ ব্যবস্থা কে জানিবে, পণ্ডিতে নাহি পারিবে, কোন শাস্ত্রে নাহি পাবে, তার বিবরণ॥ বস্তু সহ ধরি চোরে, রজ্জুতে বন্ধন করে, বদ্ধ কর কারাগারে, যত দিন মনন। শৃঙ্খলে বাঁধ চরণে শ্রমযুক্ত সর্ব্বক্ষণে, তীক্ষ্ণ অস্ত্র বরিষণে, কর জ্বালাতন॥ কিন্তু যদি সেই চোরে, চোরানিধি দেয় ফিরে, রবেনা আর কারাগারে, হবে না পীড়ন। চোর যদি শক্ত হবে, শাসনে নাহি ডরিবে, প্রাণান্তে না ফিরে দিবে, হরেছে যে ধন ॥ ২ ॥

সখীর উক্তি।

রাগিণী ঐ তাল ঐ।

ছিছি তুমি হে মনচোরা বঁধু ধরেছি এখন। দিলে যে ব্যবস্থা নিজে করহ গ্রহণ। ব্যঙ্গ কেবা করে চোরে, ফল কি গুণ বিচারে, ইন্দ্র চন্দ্র চুরি করে; হয়েছে শাসন॥ মোহ শৃঙ্খল চরণে, বাহু রজ্জুর বন্ধনে, বদ্ধ রবে হৃদিস্থানে, যাবৎ জীবন। কুচগিরি বক্ষোপর, সদা দিতে হবে কর, দন্ত অস্ত্রে ওষ্ঠাধর, করিব ছেদন॥ দিব উচ্ছিষ্ট আহার, শিবের বসন সার, মদন রাজার ভার, করিবে বহন। এখন মন ফিরে দিবে, যার ধন সে ঘরে লবে, তবু দণ্ড পেতে হবে, না হবে খণ্ডন ॥ ৩ ॥

সখী উক্তি।

রাগ বেহাগ তাল আড়খেমটা।

আমাদের কি গুণ আছে ওহে গুণমনি। সহজে অখলা সচঞ্চলা আমরা অবলা রমণী। কুলে থাকি কুলবালা, ঘরের ভিতর কত জ্বালা, ভাল মন্দ যত খেলা, কিছুই না জানি॥ দুঃখের ভার বহিতে, জন্মেছি নারী কুলেতে, রয়েছি কারাগারেতে, দিবস রজনী। আমরা বিদ্যাবতী হলে, কলঙ্ক হইবে কুলে, পুরুষ তস্কর হলে, দোষ কি বাখানি॥ ১০॥

বরের উক্তি।

রাগ ঐ তাল ঐ।

কেন লো কমলমুখি দুঃখী অকারণে। রমণীরতনে সযতনে দেখ কেবা নাহি মানে। যত সুখ সংসারেতে, সকলি রমণীর হাতে, তাইতে চাহে লোকেতে, সদা রাখিতে গোপনে॥ রাখিতে রমণীর মান, সর্ব্বস্ব করয়ে দান, পুরুষের থাকে সম্মান, সুশীলা নারী যেখানে। নারী বিনা বিদ্যাবলে, মোহিত করে সকলে, আবার বিদ্যাবতী হলে, বাঁচিত কে ত্রিভুবনে॥

জল সহিবার গান।

রাগ ভৈরব তাল একতালা কিম্বা বিবাহ তাল।

চল চল চল সজনি জল সহিতে যাই লো। এমন দিন আর হবেনা সই দল সহিতে পাই লো। আমরাত যুবতী নারী, গৃহের বাহির হতে নারী, এই সুযোগে যে যা পারি, ছল করিতে চাই লো॥ মনের সাধে সেজে কুজে, বেড়াইব নগর মাঝে, আজি পড়িবে কাযে কাযে, খল মুখেতে ছাই লো অর্দ্ধ মাথায় ঘোমটা দিব, আড়ে চারি দিগ দেখিব, ধীরে ধীরে চলে যাব, মল বাজাতে নাই লো॥ ১॥

আশীর্ব্বাদের গান।

রাগিণী মজমুয়া বসন্ত তাল পোস্ত।

আশীর্ব্বাদ করি সবে মনের সাধে কন্যা বরে। দম্পতি হয়ে সুমতি সুখে রবে এসংসারে। যক্ষরাজা ধন দিবে, মার্কণ্ডের আয়ু পাবে, পাণ্ডবে ধর্ম্ম দেখাবে, যোগ শিখাবে শঙ্করে॥ বলি রাজা তুল্য দানে; কৌরব সমান মানে, ধ্রুব হেন ভক্তি জ্ঞানে, দীপ্ত দিবে শশধরে। রাজা রাণী একাসনে; রাজ্য পালে সত্বগুণে, নর লীলা অবসানে, যাব সবে সুরপুরে॥ আগে দেবতা ব্রাহ্মণে, পূজা করহ যতনে, সুখী কর গুণি গণে, আর যত ভিক্ষুকেরে। গুণি গণে যত দিবে, শতগুণে গুণ গাবে, লক্ষ গুণে যশ পাবে, কত দেশ দেশান্তরে॥ এই বাসনা অন্তরে, প্রতি দিন এম্নি করে, নাচি গাই ঘরে ঘরে, ভাসি আনন্দসাগরে। এই আসরে বাসরে, আছে যত নারী নরে, সকলে করুণা করে, প্রভু পরম ঈশ্বরে॥ ১॥

বর কন্যা বিদায়ের আয়োজন।

রাগিণী কানেড়া তাল পোস্ত।

বের গো সব সখিগণে চল গো মম ভবনে। বর কন্যা বিদায় কর বরণ বয়ে শুভক্ষণে। আশীর্ব্বাদ কর সবে, দোঁহে চিরজীবি হবে, সদা মনের সুখে রবে, ধনে জনে কুল মানে॥ কন্যাতে কত মমতা, সৃষ্টি করেছে বিধাতা, সুখে থাকিলে দুহিতা; মাতা কত সুখ মানে। বংশ রাখে পুত্রগণে, সুখী করে সর্ব্বজনে, তা হতে কন্যাসন্তানে, রাখে কত সুযতনে॥ স্বামীসোহাগী যুবতী, কর তোমরা অনুমতি, জামাতা দুহিতার প্রতি, দেখে সুবর্ণ নয়নে। সর্ব্বত্র শুভদায়িনী, সদা অশুভ নাশিনী সেবি দেবী সুবচনী, বল সবে সুবচনে॥ ১॥

বর কন্যা বিদায়।

রাগ ভৈরব তাল পোস্ত।

আয় সব সহচরি বর কন্যা বিদায় করি। অনুরাগে যোগে-যাগে শুভযোগে বরণ বরি। মিলি যত কুলবালা, আনন্দে হয়ে বিভোলা, ঘুচাইব সকল জ্বালা, বরণডালা শিরে ধরি॥ করহ মঙ্গলাচার, কেহ কর মন্ত্র স্নার, কেহ দেহ জলধার, যতনে ধ-রণী পরি। কেহ সাধ দ্রব্যগুণে, কেহবা চিত্ত বন্ধনে, পার যেবা যত গুণে, গুণাকরে বাধ্য করি॥ গুরু গঞ্জনারি ভয়ে, থাকি সঙ্কিত হৃদয়ে, আজি সকলে নির্ভয়ে, নৃত্য করি বরে ঘেরি। সুখে বর কন্যা লয়ে, বিদায় কর বরণ বয়ে, শত্রুমুখে কালি দিয়ে, মুখে বল হরি হরি॥ ১॥

পুনর্ব্বিবাহের গান।

রাগিণী ললিতা মুলতানি তাল খেমটা।

তরুণ তরণী তলা টুটলো। রূপে অধিক রাজা রসিক নূতন নাবিক জুটলো। পরমা ছুতার গড়েছিল, সুখসাগরে ভাসিল, যৌবনজলে পুরিল, আমদ কুমুদ ফুটলো॥ সামান্য তরণীর বল, ভগ্ন হলে উঠে জল, এনৌকার কি কৌশল, নূতনে জল উঠলো। যত নারী মুটে যুটে, আকাটা পুষ্করণী কেটে, কালা-পাতি করে উলটে, কানিতে বাণী আঁটলো॥ অধৈর্য্য বিষম ঝড়ে, আতঙ্ক তরঙ্গ বাড়ে, তরণী তুফানে পড়ে, পাড়িতো না পটলো। ছিঁড়ে গেল লজ্জা দড়ি, তরি লয়ে তাড়াতাড়ি, মাঝি চাহে সদ্য পাড়ি, আনাড়ি তাই হটলো॥ এক হাতে হালি ধরে, প্রবোধপালি তোলে ডরে, বাগ্নি ফিরাতে না পারে, জোরে পিছে হাঁটলো। হালি ছেড়ে পড়ে মাঝি, যেন চাচা গোলামগাজি, করে কত নৌকাবাজি, ভারি বিপদ ঘটলো॥ ১

প্রতিবাসিনীর উক্তি।

রাগিণী মোলতানি তাল খেমটা।

কে যাবি আয় সজনি লো কামিনীর আজ কাদামাখা দেখিতে। সহস্তে আকাটা পুকুর হবে সবে কাটিতে। নৃত্য গীত আনন্দেতে, পারি সকলে তুষিতে, আজি রমণী সভাতে, হবে লজ্জা খাইতে॥ নারী নর বেশী হবে, রমণীগণে ধরিবে, সুখে করতালি দিবে, হাসিবে সকলেতে। কেহ কার বস্ত্র হরে, কেহ মল্লযুদ্ধ করে, কেহবা পলায় ডরে, পঙ্কমাখা গায়েতে॥ ১॥

কর্ম্মকর্ত্রীর প্রতি প্রতিবাসিনীর উক্তি।

রাগিণী বারোয়াঁ তাল যৎ।

কোথা লো এবাড়ির কর্ত্রী চিন্তে কি আর পারনা। নাতির মুখ দেখেছ বলে আনন্দে হও রাতকানা। কত লোক আসিতেছে, তুমি আছ কর্ত্তার কাছে, সরম ভরম সকল গেছে, বয়েস কি আর কমেনা॥ দেখলো বাহিরে এসে, চাঁদের হাট রয়েছে বসে, তব অনুমতির আশে, কেউতো কিছু করেনা। আহার ব্যাভার ছুট কথা, না দেখি তার কোন প্রথা, লাজে মরি যাব কোথা, দেখে তোর বিবেচনা॥ ১॥

কর্ত্রির উত্তর।

রাগিণী ঐ তাল ঐ।

আয় আয় চম্পানি মণি তোর কথায় কে পারবে লো। ঘর ছেড়ে এসেছ ঘরে দৈন্যতা কে করবে লো। আমার যে হয়েছে নাতি, তোমারত সে নাতির নাতি, স্বর্গপুরে জ্বলবে বাতি, পুষ্পরথে চলবে লো॥ আমারে গঞ্জনা দিতে লজ্জা হলনা মনেতে, ভিন্ন ভাব কোন কালেতে, লোকেতে কি বলবে লো। যাহা মিষ্টি সুধা হতে, তাহাই তোদের দিব খেতে, হৃদিকমলাসনেতে, সকলেতে বসবে লো॥ ২

প্রতিবাসিনীর উক্তি।

রাগ ঐ তাল ঐ।

শুনে তোর সুমধুর বাণী কেহ কিছু বলেনা। এত কথা শিক্ষে কোথা এক জাহাজে চলেনা। কত যায় কত এসে, কৌশলে সকলে তোষে, কাযের কথা উড়ায় হেসে, ব্যঙ্গ ভাষে টলেনা॥ যেখানে কৃপণের ধন, এমনি ঘটায় সংঘন, কি করিবে বিতরণ হাতে বারি গলেনা। ভাল খাওয়ালে বসালে, সকলে শান্ত করিলে, বচনে সিন্ধু উথলে, কাযে বিন্দু ফলেনা॥ ৩॥

বালিকা রমণীগণের উক্তি।

রাগ সুরট মল্লার তাল পোস্ত।

কামিনীর বিবাহ হবে আমরা ভেবে বাঁচিনা। সে দিনে বিবাহ হল আবার বিয়ের ঘটনা। জামাইত জীবিত আছে, বিবাহ দেখতে এসেছে, এ ঘটকালি কে করেছে, কে দিয়েছে মন্ত্রণা॥ বিধবার বিবাহ দিতে, পারিল না কোন মতে, সধবার বিবাহ হতে, কেউত মানা করেনা। আমরাত বালিকা নারী, ভাবিয়ে বুঝিতে নারি, ক্রমে বয়েস হল ভারি, একবার বিয়ে হলনা॥ বিদ্যাসাগর বিধিমতে, বিধবার বিবাহ দিতে, যত্ন করে কত মতে কেউত তাহা শুনেনা। সধবার বিবাহ হবে, তাতে যত্ন করে সবে, বল কেমনে সম্ভবে, উঠে কত ভাবনা॥ ১॥

প্রবীণার উক্তি উত্তর।

রাগ ঐ তাল ঐ।

ছেলেবেলা এত ছলা কে শিখালে বলনা। সকল বিষয় বুঝতে পার এই কথাটী বুঝনা। নারী হলে স্ত্রীধর্ম্মিণী বিবাহিত বরে আনি, দ্বিতীয় বিবাহ বাণী, তারি সঙ্গে যোজনা॥ বিধবার বিবাহ হলে, রক্ষা হতো জাতি কুলে, কেন হবে কলিকালে, শুভকর্ম্ম সাধনা। বিদ্যাসাগর গুণনিধি, যত্ন করে যথা বিধি,

যাহাতে বিবাদী বিধি, কে ঘুচাবে যাতনা ।। সধবার বিবাহ দেখে, ভাবিতেছ মনের দুঃখে, এই বেলা রাখ শিখে; শুভকর্ম্ম যোজনা। তোদের আবার এমনি করে, দুবার বিয়ে হবে ঘরে, কত শত করবি পরে, থাকে যদি বাসনা ।। ২ ।।

সন্তান হইলে পর উৎসরের গান।

রাগিণী যোগিয়া তাল যৎ।

হেরে যুড়াল নয়ন ছেলের কিবা সুলক্ষণ। চারিদিগ দৃষ্টি করে সহাস্য বদন। গণকারে ডেকে বলে, লগ্নচাঁদা এই ছেলে, রাজা হবে অবহেলে, জ্যোতিষের লিখন ।। ছেলে বড় সুখী হবে, বহু দিন বেঁচে রবে, সদত আশীষ দিবে, দেবতা ব্রাহ্মণ। পিতা মাতার পুণ্য বিনে, কোথা পায় সুসন্তানে, আজি কিবা শুভদিনে, সফল জীবন ।। ১ ।।

সন্ততি হইলে উৎসবের গান।

রাগিণী ঐ তাল ঐ।

তব কন্যার কি রূপ হেরে সুখী সকলে। মরি কি গড়েছে বিধি বসে বিরলে। তোমার শরল মন, জানি আমরা সর্ব্বজন, যেমন মন তেমনি ধন, পেয়েছ কোলে ।। সুধাকর প্রভা জিনি, শোভা হয়েছে তেমনি, অনুমানি শিবরাণী, এল ভূতলে। হেরেছে হরিণ আঁখি, সর্ব্ব সুলক্ষণা দেখি, মনে হয় সদা রাখি হৃদিকমলে ।। ১ ।।

ষষ্ঠী দেবীর স্তব।

রাগিণী ভৈরবী তাল রূপক।

এমা ষষ্ঠী হয়ে তুষ্টি কৃপাদৃষ্টি দেও আমার সন্তানে। না জানি ভকতি স্তুতি দয়া কর নিজ গুণে। শুন গো মা সুমঙ্গলে, সন্তানের সন্তান হলে, সুবর্ণ পুষ্পের দলে, পূজিব তব চরণে ।। পুত্রনিধি নাহি যার, জীবনে কি ফল তার, শ্মশান সম সংসার,

সম জীবনে মরণে। এই পুত্র পিণ্ড দিলে, উদ্ধার হবে ত্রিকুলে, থাকিলে সদা কুশলে, সকল মম সাধনে ॥ ১ ॥

এ জঘন্যে মম কন্যা প্রশরণ্যে মা তব চরণে। শৈশবকে সুস্থ রাখে ষষ্ঠী শুভদৃষ্টি বিনে। মা তব স্মরণ লয়ে, রক্ষা পাই কত ভয়ে, পূজা করিতে অভয়ে, এসেছি গো এই স্থানে॥ যে দুঃখে থাকি সংসারে, কত শত্রু ঘরে পরে, তব পূজা সজ্জা করে, এক এক দিন যুড়াই প্রাণে। আমাদের সৌভাগ্যফলে, তুমি থাক বৃক্ষতলে, তথাপি কত কৌশলে, আসি তব দরশনে ॥ ২ ॥

শীতলা দেবীর স্তব।

রাগিণী ভৈরবী তাল জলদ তেতালা।

সর্ব্বত্র শীতল কর ওগো শীতলা সুন্দরী। সর্ব্বদেব দেবী অগ্রে তোমারে প্রণাম করি। তব নাম মাত্র শুনে, সশঙ্কিত সর্ব্ব জনে, হয়েছিলে শুভক্ষণে, বসন্ত রোগেরীশ্বরী॥ উক্ত রোগে মুক্ত যারা সদা সুখে থাকে তারা, দরশনে দিশে হারা, ঘোর-রূপা ভয়ঙ্করী। পদকমলযুগলে, প্রণতি করি সকলে, নিজ দাস দাসী বলে, দিও মা চরণের বারি॥ তব ঐশ্বর্য্য ভাবিয়ে, সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত ভয়ে, বসন্ত রোগেরে লয়ে, যাও গো মা স্বর্গপুরী। মরণে নাহিক ভাবি, সেত বিধাতার ভাবি, এই ভিক্ষা দিও দেবী, নাহি মরি অবঘাতে॥ ১ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

মূল পুস্তকের গান প্রণয়ের সূত্র অবধি মিলন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বর্ণনা।

৺ সুরধুনির পশ্চিম তীরস্থ বৈদ্যবাটী গ্রামে ৺ নিমাইতীর্থ নামক ঘাটে বারুণীর যোগে বহুতর নরনারী গঙ্গাবারিতে অবগাহন কারণ আগমন করিয়াছেন, এমত কালীন এক জন দরিদ্র

বিপ্রসন্তান ধন উপার্জ্জনের আশায় মহানগর কলিকাতায় যাই বার মানসে বাহির হইয়া ঐ তীর্থঘাটে আসিয়া পথশ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া এক পার্শ্বে বসিয়া লোকযাত্রা দর্শন করিতেছিলেন। এমত কালীন পরমা সুন্দরী ষোড়শী একটী রমণীর রূপ লাবণ্য অবলোকনে শূন্য মনে উভয়ে অনঙ্গবাণে অভিভুত হইয়া নায়ক নায়িকা গঙ্গাবারি পরিহরি প্রণয়সাগরের আশাসলিলে নিজ নিজ মনকে নিমগ্ন করিলেন।

নায়কের উক্তি।

৺গঙ্গাদেবীর নিকট বর প্রার্থনা।

এই অধ্যায়ের সমুদয় গান একছন্দে প্রস্তুত হইয়াছে এই কারণ প্রত্যেক গানের রাগ তাল লেখা বাহুল্য বিধায় "সর্ব্ব-রাগেণ গীয়তে„ এই মাত্র লেখা হইল।

ওগো সুরধুনি যে ধনীরে দেখলাম তব তীরে। দেখা মাত্র, লেখা প্রায় রহিল অন্তরে। শুনেছি তব কৃপায়, চতুর্ব্বর্গ ফল পায়, মম ক্ষুদ্র আশা চায়, সামান্য বর্গেরে॥ কোন মতে এই কয়, আগে যদি মুক্ত হয়, তিন বর্গ কোথা রয়, পায় কি প্রকারে। আগে দিয়ে তিনটী ফল, কর জনম সফল, শেষে দিও শেষের ফল, দিনে দয়া করে॥ কোন শাস্ত্রের বিধান, নির্ব্বাণ মুক্তি প্রধান, শুনেছি তারি সন্ধান, থাকে জড়াকারে। যারা সুধা হতে চায়, তারা কি আস্বাদ পায়, ভাল যারা সুধা খায়, সুবু-দ্ধি বিচারে॥ ১॥

নায়ক বারুণীর যোগে গঙ্গাস্নান করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন।

এখন সামান্য ধন সাধনে যাবি কি বিদেশে। অমূল্য রমণী মণি থাকিতে স্বদেশে। পুণ্যবান সেই জন, সার্থক তারি জীবন, এমনি রমণীধন, যাহারো নিবাসে॥ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী দেখি,

ভুলেছে যুগল আঁখি; মনেরে বুঝায়ে রাখি, তারি আশার আশে। অধৈর্য্য হয়েছে প্রাণী, মনে এই অনুমানি, এমন মনো-মোহিনী, নাহি কোন দেশে ॥ ২ ॥

চৈত্র মাসের প্রথম দিবসে অগস্ত্যযাত্রায় বাহির হইয়াছি-লেন তজ্জন্য নায়কের আক্ষেপ।

এবার কি কুক্ষণে গৃহ ত্যেজে কুগ্রহ ঘটিল। পঞ্চমে মঙ্গল বুঝি গমন করিল। না জানি কোন সম্পদ, সর্ব্বদা সেবি বিপদ, কেমনে খঞ্জের পদ, আপদে পড়িল ॥ নীরস কাষ্ঠ পরেতে, ব্রহ্ম শাপ আচম্বিতে, বিনা মেঘে কোথা হতে, বজ্র প্রকাশিল। কে জ্বালিল এ অনল, কেবা আছে দিবে জল, অগস্ত্যযাত্রার ফল, বুঝি বা ফলিল ॥ ৩ ॥

বিপ্রসন্তানের অদর্শনে নায়িকার মনে মনে আক্ষেপ।

মরি হেন অপরূপ রূপ কখন না হেরি। দেখা দিয়ে কোথা গেল করিল চাতুরী। এসেছিলেম কি কুক্ষণে, মজালে পাপনয়-নে, মনের কথা রইল মনে, প্রকাশিতে নারী ॥ চরণ হল অচল, বিনাশিল বুদ্ধি বল, প্রবল নয়নের জল, নয়নে নিবারি। মনে হয় কত ভাব, নাহি হয় অনুভাব, এ আবার কেমন ভাব, বুঝি-তে না পারি ॥ কত লোক রূপে গুণে, তাদের না দেখি নয়নে, দেখে দরিদ্র ব্রাহ্মণে, কেন ভেবে মরি। আমিত অবলা নারী, বারেক নয়নে হেরি, করিল সে মন চুরি, কেমনে পাসরি ॥ ৪ ॥

এই প্রকারে সেই মনোমোহিনী কামিনী কতিপয় রমণী সঙ্গে দামিনীর ন্যায় অস্থিরা চতুর্দ্দিগ দৃষ্টি করিতে২ গমন করি-তেছে, বিপ্রনায়ক নায়িকার আগমন অপেক্ষায় চতুর্ম্মস্তক প-ন্থায় দণ্ডায়মান ছিলেন দৃষ্টমাত্রে পশ্চাদ্গামি হইলেন। নায়ি-কা পশ্চাদ্ভাগে নিরীক্ষণ করিয়া নায়কের দর্শনে মনে মনে মহা-

নন্দ লাভ করিলেন, বচনে প্রকাশ করণে সাধ্য নাই সহজে কুল-বতী পিরীতের রীতি নীতি কিছু মাত্র অবগতি না থাকায় হাব ভাব কটাক্ষ অঙ্গভঙ্গী ইঙ্গিত ছলনাদি লক্ষণ সকল কখন ঈক্ষণ হয় নাই, কেবল বারম্বার দৃষ্টিমাত্র সঙ্কেত তাহাতে নায়ক কি বুঝিবেক যেহেতু নায়ক নূতনব্রতী লক্ষ্মী সরস্বতী উভয়ের ত্যাজ্যপুত্র শুদ্ধ দৃষ্টিতে কেন প্রকাশ পাইবেক বিশেষ উভয়ের এই প্রথম দর্শন।

নায়িকার উক্তি।

বুঝি আমার মনের ভাব বুঝেছে মনেতে। নতুবা আসিবে কেন পশ্চাতে পশ্চাতে। শুষ্ক দেখি ওষ্ঠাধর, শোকে শীর্ণ কলে-বর, বারিধারা দরদর, বহে নয়নেতে॥ অনাহারে অতি ক্ষীণ বিষণ্ণ বল বিহীন, যেন কত দিনহীন, কেহ নাই জগতে। দুঃখে গেল চিরদিন, আজি মাত্র সুখের দিন, কবে হবে সেই দিন, পাব বিরলেতে॥ ৫॥

এই অবস্থায় নানা দেশ অতিক্রম করিয়া দিবাবসানে না-য়িকা নিজ দেশে উপস্থিত হইয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন। নায়ক বাসস্থান দূর হইতে দৃষ্টি করিয়া এক মালিনীর ভবনে উপস্থিত হইয়া সমুদয় বৃত্তান্ত মালিনীকে অবগত করিলেন।

নায়কের উক্তি।

নায়িকার রূপ বর্ণন।

কিবা অপরূপ রূপ তার না পারি কহিতে। মনে হয় সে তুলনা নাহি এ জগতে। যেন পূর্ণিমার শশী, ভূমেতে পড়েছে খসি, শত সৌদামিনী আসি, প্রকাশে হাসিতে॥ ঘন গর্জ্জন রহিত, কেশ পাশে বিরাজিত, কিম্বা রাহু লুক্কায়িত, ছেদন ভয়েতে। বেষ্টিত শ্বেতবসনে, যেন ঘেরিয়া বিমানে, যুগল তারা নয়নে, শোভিছে তাহাতে॥ রামধনু ভুরুদ্বয়, সদত আছে উদয়, কেবা না মোহিত

হয়, কটাক্ষ বজ্রেতে। গতি গজেন্দ্র গমনে, ফিরে চায় পাছু পানে, হেরিয়া রসিয়া জনে, বাঁচে কি প্রাণেতে॥ মুখপদ্ম মনোহর, নবপত্র ওষ্ঠাধর, তিলপুষ্প নাসাবর, মুকুতা সহিতে। কপালে সিন্দূর শোভা, তরুণ অরুণ প্রভা, মুনিগণের মনো-লোভা, সুধা বচনেতে॥ গলে শোভে কাষ্ঠহার, লজ্জিতা মুকুতার হার, গিরিশৃঙ্গ কুচভার না পারে বহিতে। তাহার যুগল করে, যারে আলিঙ্গন করে, তারে মান্য কে না করে, এই ত্রি-লোকেতে॥ হেরিয়া কটীর সাজ, ত্যজিয়া জন সমাজ, সরমেতে পশুরাজ, গিয়েছে বনেতে। উরু রম্ভা তরু জিনি, পীন গুরু নিতম্বিনী, চরণে রক্তপদ্মিনী, সদা প্রফুল্লিতে॥ একবার দরশনে, হরেছে সে মম মনে, গিয়াছিল গঙ্গাস্নানে, ব্রাহ্মণে রধিতে। দয়া করে ও মালিনী, দেখাও যদি সে রমণী, নতুবা ত্যজিব প্রাণী, তোমার সাক্ষাতে॥ ৬॥

মালিনীর উক্তি।

ইকি অসম্ভব কথা শুনি ওহে গুণমণি। বারেক হেরিয়ে তারে ভুলিলে অমনি। দুরাশা জলে ভাসিলে, কেমনে মন হারালে, মিলাইব কি কৌশলে, কুলের কামিনী॥ সামান্য সু-খেরি তরে, কুল শীল ত্যজ্য করে, ডুবিবে কলঙ্কনীরে, হবে অপ-মানি। প্রবোধি আপন মনে, ফিরে যাও নিজ স্থানে, নতুবা হারাবে প্রাণে, শুন সত্যবাণী॥ ৭॥

নায়কের উক্তি।

সখি মনের কি দোষ দিব সে থাকে অন্তরে। নয়ন যতন করে মজালে তাহারে। সে রমণী মনমত, আঁখি যদি না দে-খিত, তবে কি মন ডুবিত, দুরাশা সাগরে॥ জানিত পরেরি তরে, প্রাণ হারাইব পরে, এখনিত প্রাণ হরে, বিরহেরি জ্বরে।

তাইতে তোমারে সাধি, করহ উচিত বিধি, উভয় সঙ্কটে বিধি, ফেলিল আমারে ॥ ৮ ॥

মালিনীর উক্তি।

আমি কি করিব কি বলিব প্রাণ যায় ভেবে। তুমিত মজেছ এখন আমারে মজাবে। সে যে নবীনা যুবতী, না জানে পিরীতের রীতি, অন্তর কুটিল অতি, কেমনে ভুলাবে ॥ জানত কত কৌশলে, কুলনারী থাকে কুলে, কূলের বাহির হলে, কলঙ্ক রটিবে। সুজনের এই রীতি, গোপনে করে পিরীতি, কুলে রাখে কুলবতী, তুমি কি পারিবে ॥ ৯ ॥

নায়ক উক্তি।

এখন যা কর মালিনী তোমায় সঁপেছি জীবন। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। যে যাহা ভাবনা করে; অবশ্য মিলে তাহারে, দেবতারা দয়া করে করিলে সাধন ॥ যদি সে রমণী পাব, কলঙ্কিণী না করিব, আপনারি প্রাণ দিব, করিব গোপন। নিশ্চয় হয়েছে মনে, সুখ্যাতি রবে ভুবনে, থেকে তার আরাধনে হইলে নিধন ॥

বিপ্রনন্দনের কাতর দেখিয়া উভয় সঙ্কট বিবেচনায় মালিনী নায়িকার অন্বেষণে গমন করিতেছেন।

মালিনী উক্তি।

আমি চলিলাম শ্রীদুর্গা বলে যা থাকে কপালে। বিষম সঙ্কটে বিধি আমারে ফেলিলে। যদি ঘটাইতে পারি, বধিব অবলা নারী, নহে ব্রহ্মহত্যা করি; যাব রসাতলে ॥ এত জ্বালা পরের তরে, কে কোথা সহ্যতা করে, আমিত মরিব পরে, প্রকাশ হইলে। সকলেরে করি মানা, পরের কথায় কেউ ভুলনা, এ ঘটকালি কেউ করনা, পৃথিবী পাইলে ॥ ১১ ॥

নায়ক মালিনীর সঙ্গে গমন করিয়া নায়িকার বাসস্থান দেখাইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন, মালিনী দেখিলেন অতি প্রধান এক ব্রাহ্মণের বাটী, মালিনীর সাহস আছে অনায়াসে প্রবেশ করিলেন।

নায়িকার উক্তি।

কেন এত দিনের পরে দেখা দিলি গো মালিনী। কি ভাবে কেমন আছ বল দেখি শুনি। সুখেত আছ এখন, আমি ভাবি সর্ব্বক্ষণ, কেমনি কঠিন মন, ভুলেছ সজনি॥ হয়ে তব অনুগত, দুঃখে দিন হল গত, থাকি যেন চোরের মত, দিবস রজনী। কে আছে এ দুঃখ দেখে, সদা থাকি মনের দুঃখে, বঞ্চিত সকল সুখে, চিরবিরহিণী॥ ১২॥

মালিনী।

ওলো জাননা কি তোরে ভালবাসি অকপটে। দেখিলে তোমার মুখ দুঃখে বুক ফাটে। তোমার যাতনা ভেবে, আমি কি আছি স্বভাবে, না হলে কি নিশি দিবে, না থাকি নিকটে॥ না দেখিলে কাঁদে প্রাণ, দেখা হলে ম্রিয়মাণ, নাহি দেখি পরিত্রাণ, পড়েছি সঙ্কটে। চিরদিন কি দুঃখে যাবে, বিধাতা কি না চাহিবে, সুখ দুঃখ সমভাবে, ভ্রমে সর্ব্ব ঘটে॥ ১৩॥

নায়িকা।

সখি আমার মনের দুঃখ রহিল মনেতে। যত দিন প্রাণ রবে হইবে কাঁদিতে। সুখ দুঃখ সকল জীবে, আছে বটে সম ভাবে, আমার ভাগ্যে সুখ তবে ভুলেছে লিখিতে॥ অজ্ঞানে মরিল পতি, জ্ঞানোদয়ে রতিপতি, করিছে কত দুর্গতি, না পারি কহিতে। পতি পুত্র নাহি যার, সংসারে কি ফল তার, উচিত না হয় আর, জীবন রাখিতে॥ ১৪॥

মালিনী।

মরি কত সাধ উঠে মনে কহিতে পারিনা। লজ্জা ভয় উভয়েতে সদা করে মানা। জানি আমি কত রীত, করিতে পরের হিত, পাছে হয় বিপরীত, সে বড় লাঞ্ছনা॥ আমি তব অনুগত, উপায় থাকিতে এত, সুখের সময়ে কত, সহিবে যন্ত্রণা। সুযুক্তি করিতে হয়, যাতে দুই কুল রয়, সাবধানে নাহি ভয়, ও বিধুবদনা॥ ১৫॥

নায়িকা।

দেখ বিধাতা বিবাদী য়ারে কি করিবে লোকে। বল দেখি তার সুখ আছে কি গোলোকে। প্রহ্লাদেরে দৈববলে, পিতা বধিতে নারিলে, বলিরে বামন হলে, পাঠালে নরকে॥ রামচন্দ্র বনে যায়, কালকেতু ধন পায়, কুব্জা রাণী মথুরায়, দুঃখিনী রাধিকে। ভাবিয়ে করেছি সার, নাহি আর প্রতিকার, বহিব দুঃখের ভার, পড়েছি বিপাকে॥ ১৬॥

মালিনী।

তোরে ভাল বাসি বলে এত ভাবি মনে মনে। প্রয়োজন বিনে কেবা দেখে প্রিয়জনে। ধৈর্য্য হয়ে কুলবতী, যদি কুলে থাক সতী, উভয়ে পাব সুখ্যাতি, থাকিব সম্মানে॥ বুঝেছি তোমার কথা, মনে রাখ মনের কথা, আমার মনের কথা, কহিব গোপনে। বিদায় কর এখন, মন হল উচাটন, আছে বিপ্র বিচক্ষণ, অতিথি অঙ্গনে॥ ১৭॥

নায়িকা।

ওলো কি বলিলে ও মালিনী ফিরে বল শুনি। অতিথি পাইলে কোথা বিপ্র গুণমণি। ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু, দেবতা তাহার গুরু, অতিথি সকলের গুরু, জানত সজনি॥ রেখ অতি যতনেতে, সেবিবে ভক্তিভাবেতে, যাইবে সুরলোকেতে, পাবে

চিন্তামণি। যাও যাও ত্বরা করে, আতাথ একাকী ঘরে, ফিরে গেলে রাগভরে, হইবে পাপিনী॥ ১৮॥

এই প্রকার বহুতর বাককৌশল হইয়া মালিনী আপন গৃহে আগমন করিল।

নায়ক।

এস এস গো মালিনি, বল আইলে কি করে। তোমার আসার আশে আছি প্রাণ ধরে। মান আর অপমান, হইয়াছে সম জ্ঞান, আরত না রহে প্রাণ, মদনেরি শরে॥ হয়েছে দশম দশা, ঘটিবে কত দুর্দ্দশা, মনতু ডুবেছে আশা, অকূলপাথারে। রেখেছ আশ্রয় দিয়ে, আছি তব মুখ চায়ে, তুমি অনুকূল হয়ে, কুল দাও মোরে॥ ১৯॥

মালিনী।

ওহে গুণাকর ধৈর্য্য ধর কাতর হইওনা। পিরীতেরি রীতি নীতি কিছুই জাননা। সিংহ সর্প ধরা যায়, দেবতার দেখা পায়, কুলনারী ধরা দায়, অসাধ্য সাধনা॥ অবলা বল বিহীন, দেখ দেহ হল ক্ষীণ, ভাবিতেছি নিশি দিন, তোমারি ভাবনা। মিছে কি হবে কাঁদিলে, আমি কি রয়েছি ভুলে, ডাক দুর্গা২ বলে, দুর্গতি রবেনা॥

এই প্রকারে প্রবোধবাক্যে শান্তনা করিয়া মালিনী পুনরায় নায়িকার নিকটে গমন করিল।

নায়িকা।

এস এস লো মালিনি একবার দেখ লো আমারে। যে দায়ে ঠেকেছি এবার জানাব তোমারে। বারুণী যোগের দিনে, গিয়ে ছিলেম গঙ্গাস্নানে, দেখিয়ে বিপ্রনন্দনে, রয়েছি অস্থিরে॥ বারেক নয়নে হেরে, মর্ম্ম মন নিল হরে, সঙ্গে এল অনাহারে,

রহিল অন্তরে। অতিথির কথা শুনে, ভাবিতেছি মনে২, দেখা কি পাব নয়নে সেই নটবরে॥ ২১ ॥

মালিনী।

ওগো যে কথা কহিলে তুমি সেও তা বলেছে। যেখানে যে ভাবে দেখা সকলি মিলেছে। শুভদিনে শুভক্ষণে, দেখা হয়েছে দুজনে, উভয়েরি মনে২, মরমে লেগেছে॥ তুমিত শরলা ধনী, শরল সে গুণমণি, দুজনে সমান জানি, বিধি মিলায়েছে। আমারে বলেছে মাসী, তাইতে বড় ভালবাসি, আমি যে তোমার দাসী, সেও তা জেনেছে॥ ২২ ॥

নায়িকা।

ওগো মনে২ পথ আছে বলে সকলেতে। সে কথা অন্যথা নহে দেখি স্বচক্ষেতে। নতুবা পথিকের সনে, আশা কি থাকে মিলনে, পুনঃ দেখিব নয়নে, ছিলনা মনেতে॥ কোন বস্তু সিন্ধুজলে, কেবা পায় মগ্ন হলে, যদি পায় ভাগ্যফলে, এমনি ঘটনাতে। ঘটিবে এমন ভাব, ছিলনা মনে সেভাব, এখনো স্বপন ভাব, না পারি বুঝিতে॥ ২৩ ॥

মালিনী।

যদি মনে২ মিলন হইল উভয়েতে। তবে আর ফল কিবা দেখিয়া চক্ষেতে। প্রকাশ নাহিক হয়, না থাকে কলঙ্ক ভয়, সেই প্রেমে সুখোদয়, বয়স্থ ভাবেতে॥ ইন্দ্রিয়ের রাজা মন, সে যদি করে যতন, অধীন ইন্দ্রিয়গণ, রহিবে সুখেতে। বিপদে কিসে তরিব, তোমাদের সুখী করিব, কিন্তু আপনি মরিব, ভাবিতে২॥ ২৪ ॥

নায়িকা।

সখি শুভদরশন বিনে মননে কি হবে। বুঝিতে না পারি কর ছলনা কি ভেবে। বনৌষধি থাকে বনে, সকলে গুণ বাখানে,

সত্য কি সে নাম শুনে, রোগ দূরে যাবে ॥ বিষম পিরীতি ব্যাধি, নাহি আর অন্য বিধি, বিনে দেখা মহৌষধি, ব্যাধি কে নাশিবে। তুমিত চেন এ রোগ, মিছে কর মুষ্টিযোগ, দিবা রাত্র করে ভোগ, ঔষধি অভাবে ॥ ২৫ ॥

মালিনী।

"বল কি জানি সজনি আমি দুঃখিনী মালিনী। বৈদ্যসিদ্ধ নহি বটে রোগ মাত্র চিনি। এমন রোগ কত জনে, হইতেছে কত স্থানে, সুদ্ধ নয়নে বদনে, লক্ষণে বাখানি ॥ এ রোগে বড় যাতনা, কেহ সহিতে পারেনা, মরেনা কিন্তু ছাড়েনা, দিবস রজনী। কত উপসর্গ আছে, যে করেছে সে জেনেছে, কোথা কে মুক্ত হয়েছে, আমিত না জানি ॥ ২৬ ॥

নায়িকা।

আর বাক্যের কৌশলে কাল কাটালে কি হবে। সুযুক্তি করহ যাতে রোগী মুক্ত হবে। থাকিতে ঔষধি হাতে, রোগী মরে অবঘাতে, কলঙ্কী হবে লোকেতে, নরকেতে যাবে ॥ যাতনা নাহি সহিলে, শেষে, কোথা সুখ মেলে, মুক্ত হইব না বলে, চেষ্টা কে ছাড়িবে। এ রোগের যাতনা যত, কথাতে জানাব কত, বিলম্ব করিলে এত, রোগীরে না পাবে ॥ ২৭ ॥

মালিনী।

আমি যাই লো জলজমুখি কালী কালী বলে। শিবপূজা কর তুমি বসিয়া বিরলে। যদি কৃপা করে কালী, ঘুচিবে মনের কালি, বর চাহ রক্ষাকালী, রাখিবে দুকুলে ॥ শুনেছি শঙ্কর ভাষে, কালী নামে কাল নাশে, ভেসেছি সামান্য আশে, পাবনা কি কুলে। যদি সকল করিব, তবেত মুখ দেখাব, না হলে দেহ ত্যজিব, প্রবেশি সলিলে ॥ ২৮ ॥

নায়িকা।

ছিছি হেন কুলক্ষণ কথা কহিছ কি ভেবে। তুমি মলে এ দুঃখিনীর দশা কি হইবে। আছি জীবনে মরিয়ে, কত যাতনা সহিয়ে, কিবলি ও মুখ চায়ে, রয়েছি স্বভাবে।। কেহ নাই তিন কুলে, আমারে আমার বলে, তুমি মলে আমায় ভুলে, কেমনে থাকিবে। তোমা বিনে ওগো সখি, অনেকে হইবে দুঃখী, আমি মলে হব সুখী, সংসার জুড়াবে ।। ২৯ ।।

মালিনী।

কিছু বলিসনে লো বিধুমুখি পারিনা সহিতে। মুখ দেখে বুক কাটে সুখ নাহি চিতে। বিধবার বিবাহ বিধি, শাস্ত্রেতে বলে সুবিধি, কেন দয়া শূন্য বিধি, বিধবার ভাগ্যেতে ।। তুমি আমি নাহি ভেদ, মলে হইবে বিচ্ছেদ, প্রাণ দিতে নাহি খেদ, তোমার কাযেতে। না হলে পরের তরে, হেন কর্ম্ম কেবা করে, কত ভাল বাসি তোরে, জাননা মনেতে ।। ৩০ ।।

নায়িকা।

যেমন তুষিলে আমায় অমিয় বচনে। তেমনি সুখে রহিবে যাবৎ জীবনে। বিনে সে পথিক কান্ত, দেখ হইল প্রাণান্ত, ত্বরায় করহ শান্ত, দুরন্ত মদনে ।। লয়েছ দুঃখিনীর ভার, করিতে আশা সুসার, তবে কেন ডাকি আর, অকাল মরণে। দিবা নিশি গণি দিন, কবে হবে শুভদিন বাঁধা রব চিরদিন, তোমার চরণে ।। ৩১ ।।

মালিনী।

আমার যে থাকে কপালে আজি মিলাব দুজনে। প্রতিজ্ঞা করেছি যবে মজেছি সে দিনে। দুই জনে বাঁচাইব, ধর্ম্মত যশঃ পাইব, দেশে কলঙ্কী হইব, যাব অন্য স্থানে ।। উভয়ে আমার বাধ্য, ইথে কি আছে অসাধ্য, ঘরেতে তোমার সাধ্য, থেক

সাবধানে। আগত যামিনী কালে, সতর্ক রবে বিরলে, বল দেখি কি কৌশলে, আসিবে কেমনে ॥ ৩২ ॥

নায়িকা।

ওগো কৌশলের কথা মিছে বলিছ আমারে। বিদ্যা বুদ্ধি আছে যত জানত অন্তরে। দেহ মনুষ্য প্রমাণ, কিন্তু নাহি কোন জ্ঞান, বুদ্ধি পশুর সমান, সুবুদ্ধি বিচারে ॥ তুমি করে কৃপা দান, বাঁচাবে উভয়ের প্রাণ, রাখিবে যষ্টির মান, ভুজঙ্গ না মরে। আগত যামিনী কালে, রব সরোবর কূলে, আসিবেন সেই কালে, নারী বেশ ধরে ॥ ৩৩ ॥

মালিনী মিলনের সময় অবধারিত করিয়া নায়িকা নিকটে বিদায় হইয়া নিজ গৃহে গমন পূর্ব্বক বিপ্রনন্দনকে শুভসংবাদ দিবার উদ্যোগে বিপ্রনন্দন কহিতেছেন।

নায়ক।

ওগো মালিনি বলিবে যাহা করে বিবেচনা। কুবাক্য শুনালে কিন্তু জীবন রবেনা। এমন কি করিবে দুর্গে, কূপের ভেক যাবে স্বর্গে, জানি সে আমার ভাগ্যে, ঘটনা হবেনা ॥ কি বলি তব আদেশে, প্রাণ আছে আশার আশে, আশা ভঙ্গ হলে শেষে, আমাবে পাবেনা। যদি যাই সুরপুরে, ডুবি অমৃতসাগরে, তথাপি মম অন্তরে, সে রূপ ভুলেনা ॥ ৩৪ ॥

মালিনী।

কেন শুভকাজে ভাবিতেছ অশুভ ভাবনা। আজি হতে দূরে যাবে যতেক যাতনা ॥ দেখা হয়েছে যে দিনে, ঘটনাত সেই ক্ষণে, এখন কিবল মনে২, বাড়িছে বাসনা ॥ তুমি কাতর যেমন, সেও অস্থিরা তেমন, উভয়েরি এক মন, হয়েছে যোজনা। শুন ওহে গুণমণি, যাবে যবে দিনমণি, দেখিবে চন্দ্রবদনী, বিরহ রবেনা ॥ ৩৫ ॥

মালিনীমুখে সুসংবাদ শ্রবণে নায়ক অধিক ব্যাকুল হইয়া দিবাকরের স্তুতি করিতেছেন।

ওহে দিবাকর দয়া কর পূর্ণ কর আশা। গুণমণি দিনমণি দীনের ভরসা। কাতরে বরুণা করে, লুকাইয়ে খরকরে, আজি কিছু ত্বরা করে, লহ নিজ বাসা॥ আমি মজেছি যে ভাবে, উপায় না দেখি ভেবে, তোমা বিনে কে পুরাবে, দরিদ্র দুরাশা। তুমিত জগতের পতি, দেখনা আমার গতি, না জানি তোমার স্তুতি, ও পদ ভরসা॥ ৩৬॥

দিবাবসানে যামিনীর শিবরূপ ধারণ।

দেখ সাজিল শিবের সাজ সুখের যামিনী। মেঘমধ্যে কৃষ্ণরেখা জটা অনুমানি। তিমির ফণী শোভন, নভো বিভূতি ভূষণ, অস্থিমালা তারাগণ, হিম সুরধুনী॥ অর্দ্ধ শশী শোভে শিরে, দিগম্বর দিগম্বরে, নীল মেঘ কণ্ঠোপরে হলাহল জিনি। নিশাচর নিশাচরী, ভূত যোগিনী প্রহরী, স্বর্গ আদি তিন পুরী, ত্রিশূল বাখানি॥ মেঘের মৃদু গর্জ্জনে, ডমরু বাদ্য বিধানে, ধরণী বৃষবাহনে, হাসে কুমুদিনী। নানা বর্ণ ঘনজাল, শোভে যেন ব্যাঘ্রছাল, হৃদয়ে শোভিছে কাল, কালিকা রূপিণী॥ ৩৭॥

নায়িকার খেদ।

দেখ রজনী আশার আশে দিবা বিনাশিল। যামিনীর আগমনে যাতনা বাড়িল। বিস্তারি তিমিরজাল, প্রবেশিল সন্ধ্যাকাল, মম পক্ষে যেন কাল, কৃতান্ত আইল॥ দিবসে প্রবোধজল, করেছিল সুশীতল, নিশিতে বিরহানল, দ্বিগুণ জ্বলিল। সন্তোষ সংযোগিকুল, বিয়োগীর প্রাণাকুল, বুঝি হারাল দুকুল, ব্যাকুল করিল॥ ৩৮॥

মরি রজনী আইল কেন না এলো মালিনী। ভুলেছে মজেছে নাকি পেয়ে গুণমণি। শুনেছি প্রাচীন প্রথা, বুঝিবা খেয়েছে

মাথা, ঘটকের বিবাহ কথা, মনে মনে গণি ॥ উপলক্ষ রেখে মোরে, নিজ কর্ম্ম সিদ্ধ করে, বিরলে পেয়েছে তারে, চিরবিরহিণী। কি হবে তারে দুষিলে, ছাড়ে কেবা রত্ন পেলে, সকলি কপালে ফলে, অগেত তা জানি ॥ ৩৯ ॥

দূতীর প্রতি নায়কের উক্তি।

আর বিলম্বে কি ফল বল চল সেই স্থানে। সকল দুঃখ দূরে যাবে দেখিয়ে নয়নে। এ দেহ মৃত্তিকাময়, তাহাতে কি এত সয়, আর কি নিশ্বাস রয়, আশ্বাস বচনে॥ নির্ব্বাণ হলে অনল, কি হইবে দিলে জল, মৃত্যু হলে কিবা ফল, অমৃত ভোজনে। গিয়েছিলাম গঙ্গাতীরে, শূন্য দেহে এলাম ফিরে, কি বলি তাহারি তরে, রেখেছি জীবনে ॥ ৪০ ॥

দূতী।

এত চঞ্চল হলে কি হবে দ্বিজ চূড়ামণি। জাননা মজাতে হবে কুলের কামিনী। সহ্য করে কত জ্বালা, কুলে আছে কুলবালা, জানেনা সে কোন খেলা, অবলা রমণী॥ পতির বিরহজ্বালা, মদন আগুণের জ্বালা, তাহে নবপ্রেমের জ্বালা, যেন পাগলিনী। জ্বালার উপরে জ্বালা, সহিবে সে কত জ্বালা, তুমিত শেষের জ্বালা, কি হবে না জানি ॥ ৪১ ॥

নায়ক।

কিফল প্রবোধে অবোধ মন সুবোধ কি হবে। কেমন করি মত্তকরী করেতে ধরিবে। বিরহ বাড়বানলে, অহরহ দেহ জ্বলে, আশাবারিবিন্দু বলে, কি বলে জুড়াবে॥ পিরীতি বিষম বাণে, বিঁধেছে যার পরাণে, মিলন অমিয় বিনে, কেমনে বাঁচিবে। প্রাণ হইলে ব্যাকুল, শেষে হয় স্থূলে ভুল, বুদ্ধি বিদ্যা জাতি কুল, কেবা কোথা রবে ॥ ৪২ ॥

দূতী।

বল অসাধ্য কি আছে এই মানব দেহেতে। সাধিলেই সিদ্ধ হয় মনের সহিতে। চতুরে যতন করে, করি অরি ধরে করে, কুলনারী কেবা পারে, সহজে ধরিতে।। রোগ শোক নিবারণে, তোষে প্রবোধ বচনে, কে বাঁচিত আশা বিনে, এই ত্রিজগতে। শরীরের নাম মহাশয়, তাহাতে সকলিং সয়, ধৈর্য্য বিনে নাহি হয়, অমৃত ভাগ্যেতে ।। ৪৩ ।।

নায়ক।

সেই অনঙ্গ প্রসঙ্গ রঙ্গে যে অঙ্গ ঢেলেছে। ধনে মানে কুলে, শীলে সমূলে মজেছে। অত্রি ব্যাস পরাশর, আদি যত ঋষিবর, নারীমুখ শশধর, হেরে মোহ গেছে।। ইন্দ্র চন্দ্র প্রজাপতি, পেয়েছে কত দুর্গতি, এ জগতে রতিপতি, বাকি কি রেখেছে। জগতের জীবগণে, প্রায় মত্ত তমোগুণে, বিষয়ে বিরত বিনে, ধৈর্য্য কোথা আছে ।। ৪৪ ।।

দূতী।

দেখ বিধি আদি যত জীব আছে এ জগতে। সকলে বিরাজ করে সমান ভাবেতে। ঋষিকুলে বসি যারা, পালে খদা পুত্র দারা, নাম মাত্র যোগী তারা, মোহিত মোহেতে।। জীবে ক্রিয়া হীন হয়, মদনেরে করে ভয়, হয়েছিল ভস্মময়, হরকোপাগ্নিতে। শিশুকালে গুণরাশি, ধ্রুব হল বনবাসী, নারদাদি দেবঋষি, হল সাধনাতে ।। ৪৫ ।।

নায়ক।

এখন ক্ষমা কর মালিনি লো কৃতাঞ্জলি করি। ধান্য ভান্তে শিবের গান সহিতে না পারি। তর্কের নাহিক অন্ত, আমিত হয়েছি ভ্রান্ত, না জানি কোন সিদ্ধান্ত, বিনে সেই নারী।। এক বার একবার মনে করি, বিরূপাক্ষ বেশ ধরি, কন্দর্পের দর্প হরি,

রমণী পাসরি। আগে না করে বিচার, পরেছি যে তর্কহার, করহ সিদ্ধান্ত তার, মনেতে বিচারি ॥ ৪৬ ॥

এইরূপে মালিনী-দূতীর সহ বিপ্রনায়কের বহুতর বাদানুবাদ হইতেছিল এমত সময়ে রজনীর আগমনে দিবস অবশ হইয়া বিরস বদনে নিজ পতি দিনপতির সহগমনে প্রবর্ত্ত হইপর দূতী কহিতেছেন।

এখন হয়েছে সময় ভাল চল শুভক্ষণে। সিদ্ধদাতা গণপতি ভাব মনে মনে। আর তাহার জননী, দুর্গে দুর্গতি নাশিনী, সদা জপ সেই বাণী, রসনা সাধনে ॥ ভক্তিভাবে ভবানীরে, যেমন ভাবনা করে, ভবের ভাবনা হরে, থাকে সেই স্থানে। শিবে সংসারের সার, বিনে গতি নাহি আর, সুখ পাইব অপার, জীবনে মরণে ॥ ৪৭ ॥

নায়ক।

আমি দুর্গা দুর্গা বলে ডাকি দিবস রজনী। তথাপি দুর্গতি কেন ঘুচেনা সজনী। ভেবে সামান্য ভাবনা, করি উমার উপাসনা, তবু প্রসন্ন হলনা, পাষাণনন্দিনী ॥ নাশিতে দিনের ভার, সে বিনে কে আছে আর, কারে করিবে নিস্তার, তারা নিস্তারিণী। দীনের দিন নাহি রবে, নামেতে কলঙ্ক হবে, পতিতে নাহি তরাবে, পতিতপাবনী ॥ ৪৮ ॥

দূতী।

বল এ দুর্যোগে কি সুযোগে যাইবে সেখানে। আমি মরি ক্ষতি নাই বধিবে ব্রাহ্মণে। একে অমাবস্যা নিশি, মসিতে ঘিরিল আসি, বহিছে জলদরাশি, প্রবল পবনে ॥ গভীর ঘন গর্জ্জন, বিন্দুবারি বরিষণ, চপলা করে ভ্রমণ, চমকে নয়নে। ভ্রমে নিশাচর গণ, যদি করে দরশন, লইবে করে বন্ধন, রাজার সদনে ॥ ৪৯ ॥

নায়ক।

দূতী আমার দুঃখের কথা ভেবনা অন্তরে। সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি করে। দেখে সামান্য দুর্যোগ, ভঙ্গ করিতেছ যোগ, যে দুর্যোগ করি ভোগ, কহিব কাহারে॥ সামান্য বজ্র নিপাতে, কোন অঙ্গ ভঙ্গ তাতে, কটাক্ষ বজ্র আঘাতে, সর্ব্বাঙ্গ সংহারে। এ রাজার অধিকারে; নারীগণে চুরি করে, ধরে যদি নিশাচরে; জানাব রাজারে॥ ৫০॥

মালিনী ব্রাহ্মণকে শান্ত্বনা করিয়া আগতা যামিনীকালে রমণী বেশ ধারণ করাইয়া সঙ্গে লইয়া পূর্ব্ব সঙ্কেত স্থান সরোবর তীরে উপস্থিত হইলেন। উল্লিখিত নায়িকা কতিপয় সঙ্গিনী সঙ্গে নানা রঙ্গে ঐ সরোবরে জলক্রীড়া করিতেছিল্লেন, অসময়ে মালিনীর আগমন দৃষ্টে নায়িকাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি আশ্চর্য্য এ সময়ে মালিনীর আগমন। ও মালিনি তোমার সঙ্গে উনি কে আসিয়াছেন। মালিনী কহিলেন, আমার মধ্যমা ভগ্নীর কন্যা শ্বশুরালয়ে যাইবেন, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, গ্রীষ্মতে প্রাণ যায় আমাদের পাড়ায় জলকষ্ট এ কারণ এই পুষ্করণীতে অঙ্গধৌত করিতে আইলাম।

নায়িকা।

বল কি মনে করি এখানে আইলে মালিনী। সঙ্গিনী পাইলে কোথা নববিদেশিনী। কেন কহ বাঁকা কথা; জল কি ছিলনা তথা, পাড়া ছেড়ে এলে হেথা, আগত যামিনী॥ কার কন্যা কিবা নাম কোন জাতি কোথা ধাম, কোন আশ্রমে বিশ্রাম, হয়েছে ইদানী। বারি পূর্ণ দুনয়নে কিছু না শুনে শ্রবণে, অবাক্য অধোবদনে, যেন পাগলিনী॥ ৫১॥

মালিনী।

কহ কি দোষে করহ ব্যঙ্গ কুরঙ্গনয়নী। সোজা বাঁকা ভাল

মন্দ কিছুই না জানি। জল থাকিলে পাড়াতে, এসে কে এত দূরেতে, ভয় কি পথে আসিতে, রয়েছে সঙ্গিনী॥ সঙ্গে সহোদরাকন্যা, রূপে গুণে আছে মান্যা, পতির বিরহজন্যা, হল পাগলিনী। তোমার কথা ঘরে পরে আমি বলি সকলেরে, কেমনে দেখিবে তোরে, সদা ব্যাকুলিনী॥ ৫২॥

নায়িকা।

ওগো মালিনি তোমার কথা না পারি বুঝিতে। জলেতে মনের জ্বালা পারে কি জুড়াতে। আমার কপালে ছাই, কি দেখিবে বল তাই, আর কি মানুষ নাই, এই নগরেতে॥ তবে যদি দয়া করে, এসেছ দেখিতে মোরে, যেতে হবে মম পুরে, বাসনা মনেতে। দেখ মনুষ্য প্রণয়, এলে গেলে বৃদ্ধি হয়, নতুবা মনেতে রয়. কি ফল তাহাতে॥ ৫৩॥

রমণীগণ জলক্রীড়া সাঙ্গ করিয়া স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, মালিনী ছদ্মবেশী নায়ককে সঙ্গে লইয়া নায়িকার আলয়ে উপস্থিত হইলেন। নায়িকার প্রতিবাসিনীগণ নূতন রমণী দর্শনে পরিচয় লইয়া বহুতর প্রশংসা করিয়া আপন২ আলয়ে গমন করিলেন। নায়িকার প্রতি সম্বোধন করিয়া মালিনী কহিতেছে, হে ঠাকুরাণি রজনী অধিক হইতেছে অনেক দূর যাইতে হইবেক আমাদিগে বিদায় করহ অনুগ্রহ রেখ এখন সর্ব্বদা দর্শন করিব। এই কথা শ্রবণে নায়িকার পরিবারস্থ গুরুজনে কহিতেছেন, ও মালিনি তুমি কি জলে পতিত হইয়াছ না কি? তোমার বাটীতে বালক বালিকা সকল রোদন করিতেছে? এ অন্ধকার নিশি, তাহাতে ষোড়শী রূপসী রমণী সঙ্গে কোথায় যাইবে? অস্ত নিশি আমাদিগের ভবনে থাকহ, কল্য প্রাতে নিজালয়ে বিরাজ করিবা। মালিনী অভিপ্রায় সিদ্ধ

বাক্যে সন্তোষ হইয়া যে আজ্ঞা ঠাকুরাণী, তোমরা গুরুকন্যা তোমাদের কথা হেলন করা যায় না। নায়িকা ব্যস্ত হইয়া রমণীদ্বয়কে বস্ত্র পরিবর্ত্ত করাইয়া আসন প্রদান করিয়া বসিতে অনুমতি করিলেন।

নায়িকা।

আজি কিবা শুভক্ষণে নিশি প্রভাত হইল। আশার অতীত নিধি করেতে আইল। সফল হবে সাধনা, স্বপনে মনে ছিলনা, এ যে অঘট ঘটনা, দৈবে ঘটাইল॥ দেখিতে বিধুবদন, করেছি কত যতন, যেন অমূল্য রতন, দরিদ্র পাইল। উদয় আনন্দশশী, নাশিল বিরহ মসি, ছিল যত দুঃখরাশি, দূরে পলাইল॥ ৫৪॥

নায়িকা সঙ্গিনী সহ মালিনীকে প্রাণপণ যত্নে ভোজনাদি করাইয়া আপনার শয়নগৃহে লইয়া ভিন্ন শয্যা প্রদান পূর্ব্বক আপনি কাষ্ঠাসনোপরি, শয়ন করিয়া নানা প্রকার ইতিহাস কহিতে২ কপটে নিদ্রাছলে নিস্তব্ধ হইলেন। সত্বর সহবাসাকাঙ্ক্ষায় চিত্ত অগ্রসর হইতেছে কিন্তু পূর্ব্ব বিরহ যাতনা সমূহ স্মরণ হইয়া অভিমানে আচ্ছন্ন বচনে প্রকাশ করিতে পারে নাই। পুরুষ জাতি স্বভাবতঃ প্রায় অভিমানশূন্য অধৈর্য্য, কৌশলে দীপ নির্ব্বাণ করিয়া নায়িকার শয্যায় উপবেশন হইয়া কহিতেছেন।

নায়ক।

একবার গা তোল কমলমুখী দেখ দীনহীনে। জাননা হয়েছ মন কটাক্ষ কারণে। তব রূপ ধ্যান করে, রয়েছি জীবন ধরে, আশা ভঙ্গ হলে পরে বাঁচিব কেমনে॥ পেয়েছি কত যাতনা, করোনা লো বিড়ম্বনা, বচনে কর শান্তনা, অতিথি ব্রাহ্মণে। বাসা আশা করে দান, মালিনী রেখেছে প্রাণ, তুমি কি বধিবে প্রাণ, অনঙ্গ আগুণে॥ ৫৫॥

নায়িকা।

ছিছি একি অবিচার তব বিপ্র চূড়ামণি। জানব্যা যে আছি কুলে কুলের কামিনী। লোকে ধর্ম্মে নিন্দা হবে, কত বিপদে পড়িবে; অবলারে মজাইবে, করিবে পাপিনী॥ সামান্য সুখের তরে, যারা ধর্ম্মলোপ করে, সর্ব্বশাস্ত্রমতে তারে, পশু বলে গণি। পতি ছেড়ে কুলবতী, যদি করে উপপতি, পায় সে কত দুর্গতি, হয় কলঙ্কিণী॥ ৫৬॥

নায়ক।

তবে পতি আর উপপতি প্রভেদ কি হবে। বিবাহ হইলে যদি পতি সংজ্ঞা পাবে। দেখিতেছ নিরবধি, সর্ব্বদেশে আছে বিধি, বিবাহের কত বিধি, শাস্ত্রেতে দেখিবে॥ দেখা হয়েছে যখন, বিবাহ হল মনন, আবার করহ এখন, গন্ধর্ব্ব স্বভাবে। গতে মৃতে প্রবর্জিতে, ক্লীবে আর পতিতে, ইহাদের বিবাহ দিতে, কেহ না দুষিবে॥ ৫৭॥

নায়িকা।

ওহে গুণনিধি আছে বিধি, সকলে তা জানে। মর্ম্মবোধ নাহি কেবল শুনেছ বচনে। যত মতে যত কয়, সকলিত সত্য হয়, কিন্তু তাহা সিদ্ধ নয়, করিলে গোপনে॥ যত বলে শাস্ত্র মতে, মানে কি তা সকলেতে, বিধবার বিবাহ হতে, না দেখি নয়নে। শাস্ত্র হয়েছে অসার, দীপ্তমান দেশাচার, চলিতেছে ব্যবহার, খণ্ডিবে কেমনে॥ বিধবার পোড়া কপালে, আর কি সে ফল ফলে, যদি চলে কোনকালে, রাজার শাসনে। গোপনে করে অনেকে, কিন্তু শেষ নাহি থাকে, পড়ে কলঙ্ক বিপাকে, নাশে কুল মানে॥ ৫৮॥

নায়ক।

আমি পরাভব হলেম তব তর্ক অনুসারে। কর নিশাকর-

মুখী যা থাকে অন্তরে। প্রবল প্রেম পিপাসা, ঘটেছে দশম দশা, গিয়েছে জীবনের আশা, কি করে বিচারে ॥ তোমার বিরহবাণ, মদনের পঞ্চ বাণ, তাহাতে নিরাশা বাণ, সহে কি আমারে। আশাতে রয়েছে প্রাণ, তোমারে পাইব প্রাণ, নতুবা ত্যজিব প্রাণ, তোমারি গোচরে ॥ প্রাণের অধিক মান, এ কথা বটে প্রমাণ, প্রাণ গেলে কুল মান, থাকে কি আধারে। আমি অতি দুরাশয়, নহিলে কি এত সয়, শিশিরে কি আছে ভয়, ভেসেছি সাগরে ॥ ৫৯ ॥

নায়িকা নায়কের মনের ভাব নিশ্চয় জানিয়া ছলনা পরিত্যাগ পুর্ব্বক শরল বাক্যে সন্তোষ করিয়া নায়কের হস্ত ধারণ পুর্ব্বক আপন হৃদয়ে স্থান প্রদান করিলেন।

নায়িকা।

আহা মরি মরি গুণমণি এস হৃদিপরে। মম লাগি কত দুঃখ পেয়েছ অন্তরে। সেই দুরূহ বিরহে, যে ভাবে তোমারে দহে, বিরহ একের নহে, এ তিন সংসারে ॥ দরশন যে অবধি, কাঁদিতেছি নিরবধি, মনেত না ছিল বিধি, মিলাবে তোমারে। যে দিনে দেখেছি তোরে, ডুবেছি কলঙ্ক-নীরে, এখন আর কিবা করে, কুলের বিচারে ॥ হেরে তব মুখশশী, দূরে গেল দুঃখরাশি, প্রভাত হইলে নিশি, দেখেছিলাম কারে। পিরীতি অমৃতপানে, অমর করিলে প্রাণে, আর যেন বিচ্ছেদবাণে, বধনা আমারে ॥ দাসী শত দুষী হলে, ত্যজনা হে কোনকালে, রেখ হে পদকমলে, এই অধীনীরে। যত দুঃখ হৃদে ধরি, বিধিরে তত ধিৎকারি, আজি আশীর্ব্বাদ করি, সেই বিধাতারে ॥ ৬০ ॥

মালিনী দূতীর যত্নে নায়ক নায়িকার মিলন হইল।

শ্রীযদুনাথ ঘোষ দাস।
সাং দরিবারবাকপুর।